গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনী

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

সৌরেন দত্ত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীযুক্ত রণজিৎ শিকদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাহিনী সূচী

একে চন্দ্র ৫
(আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস পুলিশের ডায়েরী থেকে)

দুয়ে পক্ষ ২৭
(লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে)

তিনে নেত্র ৪৮
(আমেরিকার মিসিগান পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে)

ডাকাত, ডাকাত, ডাকাত ৬৩
আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক পুলিশ স্টেশনের ডায়েরা থেকে)

সাপের ছোবল ৮০
(লণ্ডনের ব্রিস্টল পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে)

প্রেমিক যখন নিজেই ঘাতক ৯২
(লণ্ডনের বাকিমহামশায়ার পুলিশের ডায়েরী থেকে)

গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনী ১১৪
(লণ্ডনের লিভারপুল পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের স্বীকারোক্তি)

আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস পুলিশের ডায়েরী থেকে

এক চন্দ্র

"হ্যালো লস্ এঞ্জেলস পুলিশস্টেশন ? দেখুন আমি পিটার স্মিথ বলছি, এই মাত্র আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি। মৃত্যু আমার শিয়রে। পৃথিবীর এমন কোনো চিকিৎসক নেই যিনি আমাকে বাঁচাতে পারেন। তাই বলছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লস্ এঞ্জেলস-এ আমার ওয়েস্ট-লেক পার্কের বাড়িতে চলে আসুন। আমি আমার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়ে যেতে চাই। হয়তো এতক্ষণে খুনী পলাতক, তবে আমি তাকে চিনতে পেরেছি। সামনা-সামনি আপনাদের কাছে আমি তার নাম-ধাম প্রকাশ করতে চাই...। হ্যালো, হ্যালো..., লস্ এঞ্জেলস্ পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স ব্যর্থ হলেন শেষ পর্যন্ত, দূরভাষে সেই আর্ত কণ্ঠস্বর আর এলো না ভেসে..., কেবল এক নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, আর সেই নীরবতার মাঝেই টেলিফোনের লাইন কেটে যাওয়ার একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো তাঁর কানে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন ওয়েস্ট-লেক পার্কে রওনা হওয়ার উদ্দেশে। কে জানে, ভদ্রলোক তাঁর পেঁছিনো পর্যন্ত জীবিত থাকবেন কিনা ! থাকলে ভালো, না থাকলে হয়তো অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে খুনীকে ধরবার জন্য..."

মিনিট দশ-পনেরো পরেই পিটার স্মিথের বাড়ির সামনে একটা পুলিশ জীপ এসে থামলো। জীপের আরোহী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স এবং তাঁর দলের লোকেরা জীপ থেকে নেমে দাঁড়ালো। মডের নির্দেশে তাঁর পুলিশ কর্মচারীরা যে যার পজিসন নিয়ে নেয়, যাতে করে খুনী পালাতে না পারে ! যাকে বলে 'টাইট সিকিওরিটি, এই আর কি !

সামনে ছোট একটা লন। বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনেই একটা লেক, লেকের পশ্চিম দিকে বাংলোটা। লন পেরিয়ে সবার আগে আগে চলেছেন মড মার্স, তাঁকে অনুসরণ করছিল তাঁর সহকর্মীরা—ফটোগ্রাফার, ফিংগারপ্রিণ্ট বিশেষজ্ঞ, ফরেনসিক এক্সপার্ট এবং সহকারী ইন্সপেক্টর হ্যারিস হারপার।

ডানদিকে একটা গ্যারেজ গ্যারেজের ভেতরে আকাশী নীল রঙের একখানা লিমুসিন গাড়ি। সম্ভবত সেটা পিটার স্মিথের ব্যবহৃত। গ্যারেজের সাটারটা তোলা, দেখে মনে হলো, হয় তিনি সবে মাত্র বাইরে থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। না হয় বাইরে বেরুবার জন্য তাঁর সোফার সাটার তুলে তৈরী হয়েছিল মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। কিন্তু গ্যারেজের ধারে কাছে কোনো সোফার দেখতে পেলেন না মড মার্স।

বাড়ির প্রবেশ পথের দরজার সামনে গিয়ে কলিংবেল টিপলেন তিনি। একবার···দু'বার···তিনবারের মাথায় সাড়া পাওয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রবেশ পথের দরজাটা খুলে যায়, আর তখনি দরজার ওপারে এক মধ্যবয়স্কা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। উসকো-খুসকো চুল, কৃশ মুখ, চোখের চাহনি ঝাপসা, যেন এই মাত্র চোখের জল মুছে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল সে। পরনে গোলাপী রঙের গাউন। মুখে প্রসাধনের লেশমাত্র ছিলো না। সে তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, 'আমি এ বাড়ির গভর্নেস, মিস্ সুশান স্লেজার।' এতক্ষণ সে যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে কথা বলছিল নিচে দৃষ্টি রেখে। হঠাৎ চোখ তুলতে গিয়েই সে যেন বাস্তবে ফিরে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো, 'আপনারা এসে গেছেন স্যার? আসুন, ভেতরে আসুন।'

সামনে একটা হল পেরিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে এসে সুশান তাঁদের বসালো। তারপর সে বোধহয় তার বাড়ির কর্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ডিটেকটিভ মড মার্সের ডাকে ফিরে তাকালো, 'কিছু বলবেন?'

'আপনার মনিব মিঃ পিটার স্মিথ—'

'একটু আগে তিনি খুন হয়েছেন। তিনি আর বেঁচে নেই।'

'সেকি?' চমকে উঠলেন মড মার্স। তাঁর আশঙ্কাই সত্য হলো শেষ পর্যন্ত। সম্বিত ফিরে পেয়ে মড এবার সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন। 'এতো বড় একটা দুর্ঘটনার খবর! আগেই আপনার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিলো। আমি না জিজ্ঞেস করলে হয়তো আপনি বলতেনই না!'

'দেখুন, আমি এ বাড়ির একজন কর্মিনী মাত্র।' সুশান সহজ ভাবে বললো, 'তাছাড়া, আমি সব সময় পুলিশী ঝামেলা এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসি। আপনাদের আমার বড় ভয়—যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলি, কিংবা করে বসি?'

'বেফাঁস কাজ তো আপনি শুরুতেই করে বসেছেন মিস্ স্লেজার, আপনার মনিবের খুন হওয়ার ঘটনাটা চেপে গিয়ে। সে যাইহোক, নিহত মিঃ স্মিথ ছাড়া অন্য আর কে কে এ বাড়িতে আছেন? ওঁর ছেলে মেয়ে—'

'ওঁর একটিই ছেলে—রব্যার্ট স্মিথ, আজই অফিসের কাজে তিনি লস্ এঞ্জেলস-এর বাইরে চলে গেছেন। অবশ্য ওঁর স্ত্রী মিসেস ক্যারোলিন স্মিথ বাড়িতেই আছেন, ডেকে দেবো ওঁকে?'

'হ্যাঁ তাই দিন!'

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুশান। মড তাঁর কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার দৃষ্টি ফেললেন, সাতটা দশ। বাইরে আঁধার নেমে আসছে। একটু একটু করে সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও বেশ জাঁকিয়ে বসছে। উঠে ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আজ অক্টোবরের ২৫ তারিখ, এরই মধ্যে শীতের প্রকোপ যথেষ্ট বেড়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে আসছে। অবশ্য লস্ এঞ্জেলস-এর ওয়েস্ট-লেকের এই যায়গাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা, লেক সংলগ্ন পাহাড়। স্বভাবতই খাস লস্ এঞ্জেলস-এর ব্যস্ততা এখানে চোখে না পড়ারই কথা।

'শুরুতেই ভদ্রমহিলাকে আমার যেন কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে স্যার', মড মার্স-এর সহকারী ইন্সপেক্টর হ্যারিস হারপার এই প্রথম কথা বললো, ওঁকে আমাদের ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি, যদি পালিয়ে যায় ও?'

'পালিয়ে যাবেই বা কোথায় ও?' মৃদু হেসে বললেন মড মার্স।

'এই বাড়িতেই যে ওর নাড়ি পোঁতা আছে।'

'তার মানে?'

সাবধানে হ্যারিসের প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মড আবার তাঁর কব্জিঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেললেন—সাতটা বত্রিশ। আশ্চর্য, প্রায় বাইশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হলো, অথচ এখনো মিসেস স্মিথের আসার নাম নেই। কি ব্যাপার বলো তো হে?

'হয়তো শ্বশুরমশায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন তিনি। তাই সামলে উঠে আমাদের সামনে এসে হাজির হতে সময় নিচ্ছেন।'

'তাই কি?' জিজ্ঞাসু চোখে হ্যারিসের দিকে তাকানো মাত্র মড মার্সের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ঘরে ঢোকার দরজার ওপারে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরো পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টি স্থির তখন সেদিকে।

তাদের সেই দৃষ্টির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ক্যারোলিন। তার চোখে হাজারো প্রশ্ন—পুলিশ তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? তার কথা ওরা বিশ্বাস করবে তো? এ সময় রবার্টের উপস্থিতি একান্ত কাম্য বলে মনে হলো তার। সে এখন ক্যালিফোর্নিয়া ট্যুর করছে। তাদের ক্যালিফোর্নিয়া অফিসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল ক্যারোলিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অফিসে ছিলো না সে। যাই হোক, অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রয় মার্শাল তাও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রবার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে লস্ এঞ্জেলস-এ ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন তিনি।

ভদ্রমহিলার পরনে গোলাপী রঙের গাউন, গায়ে একটা হলুদরঙের উপর কারুকার্য করা স্টোল। সোনালী চুল, উসকোখুসকো। পিঙ্গল চোখ। মুখে কোনো প্রসাধন না থাকলেও বেশ সুন্দরীই বলা চলে মেয়েটিকে। মুখ দেখে মনে হয় সবে মাত্র ধুয়ে মুছে এসেছে সে, তাতে আরো বেশী সজীব, সতেজ ও সুন্দরী দেখাচ্ছিল তাকে। বয়স তেইশ-চব্বিশ, তবে পঁচিশের বেশী নয়।

'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' ঘরে ঢুকে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্সের উদ্দেশে বললো ক্যারোলিন।

'হুঁ!' মড তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বললো, 'আপনারই তো আমাকে ডাকার কথা।' বেশ একটু দৃঢ়স্বরেই মডকে বলতে শোনা গেলো, 'অবশ্য সেই কাজটা আপনার মৃত্যুপথ-যাত্রী শ্বশুরমশাই সেরে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিতেই এসেছি এখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তাঁকে রক্ষা করার সুযোগ পেলাম না। আমাদের এখানে আসার আগেই আততায়ী তাঁর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে গেছে বেচারা—'

'আমাদের গভর্নেস সুশান স্লেজারের মুখে সব শুনেছেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি শোনা শেষ, এবার দেখার পালা।' মড মার্স বলেন, 'যা একটু বাকী আছে, যেতে যেতে আপনার মুখ থেকে শুনে নেবো'খন। এখন চলুন, মিঃ পিটার স্মিথের শয়নকক্ষটা দেখিয়ে দেবেন।'

'ও হ্যাঁ, তা তো বটেই!' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর পথে নিহত মিঃ পিটার স্মিথের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় ক্যারোলিন। আর তাকে অনুসরণ করে চলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স এবং তাঁর সঙ্গীরা।

একটু জোরে পা চালিয়ে ক্যারোলিনের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মড জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ স্মিথ খুন হওয়ার সময় আপনি কোথায় ছিলেন মিসেস স্মিথ ?'

'আমার শয়নকক্ষে। আমি আর আমাদের গভর্নেস সুশান দুজনে মিলে আসন্ন খৃষ্টমাস ইভের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা কর-ছিলাম। একটু আগে একজন আগন্তুক আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে তাঁর স্টাডিরুমে। মিনিট পাঁচেক ধরে ওঁর সঙ্গে সেই আগন্তুকের বেশ তপ্ত আলোচনা হয়, স্টাডিরুম থেকে ওঁদের উত্তেজনাপূর্ণ কথা মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। একবার ইচ্ছে হলো স্টাডিরুমে গিয়ে দেখি, ব্যাপারটা কি! আর সেই আগন্তুকই বা কে ? আবার এও ভাবলাম, আমার শ্বশুরমশাই হয়তো বিপন্ন, তাঁকে এ সময় আমার সাহায্য করা হয়তো প্রয়োজন। রবার্ট বাড়িতে থাকলে সেও নিশ্চয়ই এই রকম কিছু একটা করতো। তবে প্রথমে

আমি নিজে না গিয়ে সুশানকে পাঠাই, খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। আর সেই সঙ্গে মিঃ স্মিথকে জিজ্ঞেস করে আসতে। আমার তরফ থেকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা তাঁর। খানিক পরে ফিরে এসে সুশান জানিয়ে দেয়, না, তার আর কোনো দরকার নেই। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ঝামেলা মিটিয়ে নিতে পারবেন।

'ঝামেলাটা কি নিয়ে, তা কি তিনি উল্লেখ করেছিলেন গভর্নে'স সুশানের কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স'।

'না, ঐ যে তিনি বলেন, "ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমাদের। আমার বিশ্বাস, আমরা আমাদের সমস্যাটা অনায়াসেই মিটিয়ে নিতে পারবো। এর মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাক গলানো আমি একেবারেই পছন্দ করি না।" যাইহোক, মিঃ স্মিথ যে তাঁর বিপদের সময় আমাকে স্মরণ করবেন, খবরটা শুনে মনে মনে খুব খুশি হলাম, আর প্রহর গুণতে থাকলাম। ঐ বোধহয় মিঃ স্মিথ আমার ঘরে ছুটে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি যেন বললেন,— তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেও আজও আমি তোমাদের কথা ভাবি, 'তোমাদের কথা ভবিষ্যতেও ভাববো যেখানেই থাকি না কেন?'

'কেন, তিনি কি তখনি ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাঁর দিন সীমিত, মৃত্যু তাঁর আসন্ন?'

'না, তা তো বলতে পারবো না। তবে মনে হয় হয়তো সেই আগন্তুক তাঁকে ঐ ভাবেই শাসিয়ে থাকবে। আর তিনি যদি তখনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করতেন, হয়তো সুশানের সামনেই তিনি খুন হয়ে যেতেন। তাই তিনি সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই হয়তো আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে থাকবেন!'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন স্যার? তিনি যদি সুশানের মারফত আভাসে-ইঙ্গিতেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে হয়তো এ যাত্রায় তিনি বেঁচে যেতে পারতেন।'

'তা হয়তো আংশিক সত্য। কিন্তু আবার এও সত্য যে, কেউ

কারোর মৃত্যু রদ করতে পারে না। মৃত্যুর পরোয়ানা যখন আসবে, তখন হাজারো চেষ্টা করলেও এক মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যু এসে বলবে হেসে, এবার তোমার যাওয়ার পালা। সাংগো হলো তোমার খেলা!'

কথা বলতে বলতে ওরা মিঃ পিটার স্মিথের স্টাডিরুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যারোলিন বললো, 'এটাই আমার শ্বশুরমশায়ের স্টাডিরুম।' ঘরের ভেতরে একটা পা বাড়িয়ে নিজের থেকেই আবার সে বললো, 'চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক স্যার!'

তাকে অনুসরণ করে স্টাডিরুমে প্রবেশ করলেন মড মার্স। চকিতে ঘরের চারিদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ডেস্কের উপর মুখ গুঁজে পড়ে আছেন মিঃ পিটার স্মিথ। ডান পা-টা চেয়ারের উপর তোলা অবস্থায়, এবং বাম পা-টা ঝুলছিল। মাথার পিছনে ক্ষতচিহ্ন, অর্থাৎ পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে তাঁকে। ক্ষতস্থানে জমাট রক্ত, সেই রক্তের ধারা নেমেছিল তাঁর পিঠ বেয়ে মেঝে পর্যন্ত। মুখটা তাঁর ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ডেস্কে। ডানহাতটা ডেস্কের উপর পড়ে থাকা একটা রাইটিংপ্যাডের উপর। হাতে একটা ঝর্ণা কলম মনে হয়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তিনি তাঁর লেখার শেষ আঁচড়টি টানতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি, নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁর শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রধান বাধা হয়ে থাকবে। আর অবশ্যই তাঁর সেই লেখাটি কি হতে পারে, অনুমান করে নিতে অসুবিধা হলো না ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্সের—তাঁর সেই আততায়ীর নাম। নিশ্চয়ই তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু চিনতে পারা, আর প্রকাশ করতে না পারা, দুটোই পুলিশের কাছে একটা ধাঁধার মতো, কোনোটাই কাজের কাজ নয়। তবু ডেস্কের সামনে এগিয়ে গিয়ে রাইটিং-প্যাডের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে ভুললেন না মড মার্স। মাত্র তিনটি অক্ষর কোনো রকমে লিখতে পেরেছিলেন তিনি—আর-এ-টি, র‍্যাট! চমকে উঠলেন তিনি। এ যেন অবিশ্বাস্য! এ কি করে সম্ভব?

তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সহকর্মী ইন্সপেক্টর

হ্যারিস। অবাক চোখে সেও সেই তিনটি অক্ষর দেখামাত্র অস্ফুটে বলে উঠলো, 'একটা ইঁদুর মিঃ স্মিথের হত্যাকারী? না, না এ হতে পারে না স্যার। আমার মনে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিঃ স্মিথ নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়ে থাকবেন। এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়—'

'না. এ পাগলের প্রলাপ নয় হ্যারিস, মড মার্সের ঠোঁটে কেমন এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথাতেই চিহ্নিত করতে কোনো ভুল করেননি।'

'কিন্তু তাই বলে একটা ইঁদুর তাঁকে গুলি করতে পারে? এ কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'না, এত বড় আহম্মক আমি নই হ্যারিস। এক্ষেত্রে আমি তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলবো না। কেবল তোমার স্নায়ু-কোষগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করতে বলবো। একটু ভেবে দেখো, তাহলেই সঠিক উত্তরটা তুমি পেয়ে যাবে।'

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো হ্যারিস হারপার। আর তার সেই অসহায় অবস্থা দেখে মনে মনে কৌতুক বোধ করতে থাকলেন মড মার্স। তারপর হঠাৎই মিঃ স্মিথের ডেস্কের উল্টো-দিকের দেওয়ালে হোলস্টার সমেত একটা রিভলবার ঝুলে থাকতে দেখে অবাক চোখে ক্যারোলিনের দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর সেই তাকানোর অর্থ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো সে, 'মিঃ স্মিথের শিকারের খুব সখ ছিলো। তাঁর শিকার অভিযানের সাথী থাকতো ঐ রিভলবারগুলো। ঐ দেখুন, 'অদূরে মেঝের উপর ঐ রকম আরো একটা রিভলবার পড়ে রয়েছে। তাঁর আততায়ী তাঁরই রিভলবার দিয়ে তাঁকে হত্যা করে পালিয়েছে।'

'অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি সে।' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স কি ভেবে বললেন, 'দেওয়ালে টাঙানো রিভলবারগুলো দেখেই কি তাহলে তার মাথায় খুন চেপে গিয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে স্যার।'

মডের দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হলো দেওয়ালের উপর। একটা

নয়, দুটো নয়, আরো একটি রিভলবারের হোলস্টারের ছাপ লেগেছিল দেওয়ালে, কিন্তু তৃতীয় রিভলবারের হদিশ পাওয়া গেলো না ঘরের কোথাও। দেওয়াল থেকে মড তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার ক্যারোলিনের দিকে ফেললেন।

'মিসেস স্মিথ! মিঃ স্মিথের তৃতীয় রিভলবারটা দেখছি না। সেটা গেলো কোথায়?'

'জানি না তো!' অবাক চোখে দেওয়ালের দিকে তাকালো ক্যারোলিন। 'হ্যাঁ, তাই তো? আশ্চর্য আজ সকালেও তৃতীয় রিভলবারটা দেওয়ালের যথাস্থানে ঝুলতে দেখেছিলাম, বিশ্বাস করুন মিঃ মার্স!'

'আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না মিসেস স্মিথ, দৃঢ়স্বরে মার্স বললেন, আমি ভাবছি, খুনীর দূরদর্শিতার কথা। আমাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে সে। তবে এ:কবারে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার আগে তাকে ধরতেই হবে!'

'আপনি কি মনে করেন, খুনী ঠিক ধরা পড়বেই?'

'না পড়ার কি কারণ থাকতে পারে বলুন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মড মার্স। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে জানেন নিশ্চয়ই 'ক্রাইম মাস্ট পে!' অতএব বেশীদিন পলাতক থেকে সে আমাদের মনোবল নষ্ট করে দিতে পারে না, আপনাকে বলে রাখলাম। আর এও বলে রাখছি—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে না সাপ বেরিয়ে পড়ে! তবে সাপ নিয়ে খেলাই আমার অভ্যাস, সে সাপ যত বিষাক্তই হোক না কেন?' কথা শেষ করে ক্যারোলিনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন তিনি, উপস্থিত আমার যা জানার জেনে নিয়েছি। প্রয়োজন হলে পরে আপনাকে আবার বিরক্ত করতে পারি। আপাততঃ আপনি এখন যেতে পারেন। আমাদের তদন্তের বাকী কাজগুলো সেরে নিতে চাই এবার।'

'ধন্যবাদ।' স্টাডিরুম থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে যায় ক্যারোলিন অতঃপর।

অপসৃয়মান ক্যারোলিনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মড মার্স এবার তাঁর সহকর্মী ফটোগ্রাফার, ফিংগারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ এবং ফরেনসিক এক্সপার্টদের নির্দেশ দিলেন তাদের কাজ সারার জন্য।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে তদন্তের কাজ সারার পর মৃতদেহ পোস্ট-মর্টেমের জন্য মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বসবার ঘরে আবার ফিরে এলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স। মিসেস ক্যারোলিন স্মিথ অপেক্ষা করছিল সেখানে। ঘরে ঢুকেই তার উদ্দেশে মড বললেন, 'আপনার স্বামীর ক্যালিফোর্নিয়া অফিসের ঠিকানাটা দিন, আমাদের তরফ থেকে আমরা সরাসরি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো। এখানে ওঁর উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়া এ অবস্থায় আপনার স্বামীর উপস্থিতিও তো আপনি দারুণভাবে অনুভব করছেন, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, স্যার!' মৃদু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো ক্যারোলিন, 'এত বড় বাড়িতে এ অবস্থায় একা একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় করবে।'

'একা কেন বলছেন?' মড তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'কেন, আপনাদের গভর্নেস সুশান স্লেজার তো থাকছে।'

'সুশান স্লেজার?' একটু ইতস্তত করে ক্যারোলিন বলে, 'ওঃ হ্যাঁ। ওর কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, এত বড় একটা বিপদে মাথা ঠিক রাখি কি করে? আপনিই বলুন।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। ঠিক আছে, মড এবার বলেন, 'আপনার এখন একটু বিশ্রামের দরকার, আপনি এখন যেতে পারেন।' ক্যারোলিন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই মড আবার বলে উঠলেন, 'আর হ্যাঁ, আপনাদের ঐ গভর্নেস, কি যেন নাম?'

'মিস সুশান স্লেজার', বললো ক্যারোলিন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাকে একবার ডেকে দিন। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই তাকে।'

'কেন, আপনি ওকে সন্দেহ করছেন মিঃ মার্স?'

'না বলতে পারেন, আবার হ্যাঁও ভাবতে পারেন। সবাইকে সন্দেহ করাটাই আমাদের পেশা। এমনকি আপনাকেও?'

চমকে উঠলো ক্যারোলিন। মডের দৃষ্টি এড়ালো না। মৃদু হেসে বললেন তিনি 'তার জন্য আপনি অবশ্য চিন্তা করবেন না মিসেস স্মিথ। এমনি কথার কথাই বলছিলাম আমি। আসলে

মিস্ স্লেজারকে আমি সতর্ক করে দিতেও চাই। সে যেন আপনার উপর ঠিক মতো নজর রাখে যতক্ষণ না আপনার স্বামী বাড়ি ফিরে আসছেন। তার সঙ্গে আলোচনা করা এটাও আমার একটা উদ্দেশ্য, বুঝলেন!'

'ওহো, তাই বলুন।' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ক্যারোলিন।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স তাঁর কব্জিঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন—দশটা দশ—

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন মড। প্রায় মিনিট পনেরো অতিক্রান্ত, অথচ সুশান এখনো এলো না। মাত্র দু'চারখানা ঘর পেরিয়ে আসতে এত সময় লাগে?

সহকারী ইন্সপেক্টর হ্যারিস বোধহয় তাঁর উদ্বেগের কথাটা বুঝতে পেরেছিল। বসবার ঘরে মডকে ঘন ঘন পায়চারি করতে দেখে শেষ পর্যন্ত সে তার অনুমানটা ব্যক্তই করে ফেললো, 'আমার কি মনে হয় জানেন স্যার, ঐ ভদ্রমহিলাই আসলে মিঃ স্মিথের খুনী। দেখুন গিয়ে, হয়তো এতক্ষণে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে সে!'

'না, কখনোই পালাতে পারে না।' গম্ভীর গলায় মড বলেন, এ বাড়িতে যতক্ষণ তার থাকা দরকার ঠিক ততক্ষণই থাকবে সে। হ্যাঁ, তোমার অনুমান সত্য হলে বলতে পারি যে, যখনি সে বুঝবে, এ বাড়িতে তার থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তারপর এক মুহূর্তও সে আর এখানে থাকবে না। তবে সেই সময়টা এখনো হয়নি, অন্তত আজই নয়, বুঝলে হ্যারিস। ঐ দেখো, বলতে বলতেই এসে হাজির হয়েছে সে—'

মডের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিসও প্রবেশ পথের দিকে চোখ মেলে তাকালো। ওদিকে মড তখন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে। সেই একই পোশাক—গোলাপী গাউন, তার গৃহকর্ত্রীর অনুরূপ, কেবল হলুদ রঙের স্টোল ছাড়া। তবে আগের মতো তার চুলগুলো উসকো-খুসকো হলেও এখন তার মুখটা অতোটা কৃশ নয়, চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার, বাদামী রঙের চুল, আর বয়সটা

এখন আগের মতো চল্লিশোর্ধ বলে মনে হলো না। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বয়সটা যেন অনেক কমে গেছে। হয়তো মনিবের আকস্মিক মৃত্যুর শোকটা কাটিয়ে উঠে থাকবে সে। তবু সেটা তার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো না।

'বসুন!' তাকে সামনের একটা চৌকতে বসতে বলে মড ফিরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এ বাড়িতে কতদিন গভর্নেসের কাজ করছেন?'

'এই ধরুন—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে কি যেন ভাববার চেষ্টা করলো সুশান।

'ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি', তার হয়ে মডই উত্তরটা দিলেন, 'আজই সন্ধ্যায় এ বাড়িতে আপনার প্রথম কাজে যোগ দেওয়া, বলুন ঠিক বলেছি কিনা?'

চমকে উঠলো সুশান। তবে পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ঘাড় নেড়ে বললো, 'হুঁ! কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আমাদের অনুমান কখনো মিথ্যে হয় না মিস্ স্লেজার। তাছাড়া আপনার গলার স্বরটাই সে কথা মনে করিয়ে দেয়, এখনো জড়তা কাটেনি। জানি না, এটা আপনার অভিনয় কিনা?'

'না, না অভিনয় কেন হতে যাবে?'

'না, এমনি বলছিলাম', রহস্য করে মড বলেন, 'প্রথম দিনের যোগদানের জড়তা না থাকলে, আপনার গৃহকর্ত্রী মিসেস স্মিথের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে বার করতাম।'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলাপের সময় মিসেস স্মিথও আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন।'

'বলেছিলেন নাকি?' সুশানের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে মড বলেন, 'সত্যি কি অদ্ভুত মিল আপনাদের দুজনের মধ্যে। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন সামান্য একটু মেক-আপ দিলেই দুই যমজ বোন বলে মনে হতে পারে। এমনকি আপনাদের পোশাকও এক—গোলাপী রঙের গাউন। তফাত শুধু আপনার ত্রীর মতো আপনার গায়ে হলুদ রঙের স্টোলটা নেই। সে হেসে এখন দু'চারটে কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক। আমাদের মিসেঃঠক ঠিক উত্তর দেবেন আশা করি।'

'হ্যাঁ, বলুন কি জানতে চান ?'

'আজ সন্ধ্যায় একজন আগন্তুক যখন এ বাড়িতে আসে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?'

'কেন ড্রইংরুমে মিসেস স্মিথের পাশে ?'

'ড্রইংরুম আর মিঃ স্মিথের স্টাডিরুম তো দেখলাম পাশাপাশি, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের আলোচনার কথা শুনতে পেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, প্রায় স্পষ্টই বলা যায়।'

'যেমন ?

'গোড়ায় দুজনেরই উত্তেজিত কথাবার্তা। তারপর হঠাৎ এক সময় মিঃ স্মিথ দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন, 'তোমাকে আমি আর এক পেনিও দেবো না। ভেবেছো তুমি আমাকে বার বার ব্ল্যাকমেল করবে, আর আমি আমার দুর্বলতা ঢাকতে তোমার অন্যায় চাহিদা মিটিয়ে যাবো ?' না, তা আজ আর হতে দেবো না।'

'দেবেন না ?'

'না, ভদ্রলোকের এক কথা ! তোমাকে আমি আর এক পেনিও দেবো না। তুমি এখন যা খুশি করতে পারো। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

'এমনকি আপনার ছেলে আর তার স্ত্রীকেও নয় ?'

'না, বললাম তো, এখন আর আমি কাউকেই পরোয়া করি না। এমনকি প্রয়োজন হলে—'

'এত ঔদ্ধত্য আপনার ? আমি আপনাকে আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ স্মিথ, আমার দাবী মেনে নিন। তা না হলে—

'কি, কি করবে তুমি আমাকে ? খুন করবে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই করবো। বুড়ো বয়সে আপনার ভিমরতি ঘুচিয়ে দিতে চাই—'

'তারপর ?' জিজ্ঞেস করলেন মড মার্স।

'আর তারপরেই গুলির আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ স্মিথের আর্ত চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর স্টাডিরুমে গিয়ে দেখি, তার মাথার পিছন দিক থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে, আততায়ী বোধহয়

পিছন দিক থেকে তাঁকে গুলি করে থাকবে। তিনি তখন কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে মনে হলো পুলিশ স্টেশনে ফোন করছিলেন।'

'তা হঠাৎ আপনার কেন মনে হলো যে, তিনি পুলিশ স্টেশনেই ফোন করতে পারেন? কেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককেও তো ফোন করতে পারেন, এক্ষেত্রে প্রথমে সবাই যা করে থাকে।'

'কারণ ঘরে ঢুকে প্রথমেই কানে আসে তাঁর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—'হ্যালো, ইন্সপেক্টর—'

'তাই বুঝি?' মড তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন মিস স্লেজার। তবে আমাদের না জানিয়ে লস্ এঞ্জেলস ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না যেন। ও. কে.!'

'হ্যাঁ, আপনার উপদেশ মনে থাকবে মিঃ মার্স।' ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুশান। তার চলার গতি কেমন যেন শ্লথ, মন্থর, ছন্দহীন। যেন তার চলার তাল কেটে গেছে, বীণার তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো।

দু'দিন পরে ২৭ অক্টোবর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেলো, সেই সঙ্গে ল্যাবোরেটারি রিপোর্টও। মাথায় গুলির আঘাতেই মিঃ পিটার স্মিথের মৃত্যু ঘটেছিল। তবে যে রিভলবারটা স্টাডি-রুমের মেঝের উপর পড়েছিল সেটা গুলি ভর্তি থাকলেও একটা গুলিও খরচ হয়নি তা থেকে। এমনকি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অপর রিভলবারেও ছ'টি গুলি ভরা ছিলো। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্সের প্রথমেই কেন জানি না সন্দেহ হয়েছিল মেঝের উপর পড়ে থাকা রিভলবার থেকে গুলি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ কোনো খুনীই তার ব্যবহৃত রিভলবার ঘটনাস্থলে বোকার মতো ফেলে যাবে না। সেক্ষেত্রে পুলিশ তার হাতের ছাপ উদ্ধার করতে পারে রিভলবারের উপর থেকে। এখন কথা হচ্ছে যে, ঐ রিভল-বারটা কে ঘরের মেঝের উপর ফেলে রাখলো, এরকম করার উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে তার? আর মিঃ স্মিথ যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তাহলে কোন্ রিভলবারটাই বা ব্যবহার করা

হয়েছিল ? স্বভাবতই তৃতীয় রিভলবারের কথা মনে করিয়ে দেয় এক্ষেত্রে, যেটা মিঃ স্মিথের স্টাডিরুম থেকে উধাও হয়ে যেতে দেখা যায়। গভর্নেস সুশান স্লেজার তার জবানবন্দীতে বলেছে, গুলির আওয়াজ শুনে তারা স্টাডিরুমে ছুটে এসে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মিঃ স্মিথ পুলিশ স্টেশনে ফোন করছেন আর তারা কেউই তখন স্টাডিরুমে আগন্তুক কিংবা খুনীকে দেখতে পায়নি। সে তখন পলাতক। তাহলে এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, সেই খুনীই তার কাজ হাসিল করে তৃতীয় রিভলবারটা তার সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকবে।

২৭ অক্টোবর পরপর দু'টি ঘটনা ঘটতে দেখা গেলো। প্রথম ঘটনা—তৃতীয় রিভলবারটা লস্ এঞ্জেলস এয়ারপোর্টের রানওয়ের ধারে খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায় পাওয়া গেলো। সেই রিভলবার থেকে পরপর দু'টি গুলি খরচ করা হয়, বাকি চারটি গুলি অবশিষ্ট ছিলো। নিহত মিঃ স্মিথের করোটি থেকে যে দু'টি ব্যবহৃত গুলিই পাওয়া যায় সেগুলো তৃতীয় রিভলবারের অব্যবহৃত চারটি গুলিরই অনুরূপ। অঙ্কের মতোই সব কিছু মিলে যায় অতঃপর।

আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো, সেইদিনই দুপুরে লস্ এঞ্জেলস পুলিশ স্টেশনে এক তিরিশোর্ধ যুবতীর আবির্ভাব। মেয়েটির নাম লুইস টেলর। লস্ এঞ্জেলস-এরই বাসিন্দা। মেয়েটি দাবী করে, নিহত মিঃ পিটার স্মিথের বাগদত্তা সে। আগামী খৃষ্টমাস ইভে তাদের বিয়ে হওয়ার সব ঠিক ছিলো। কিন্তু হঠাৎ মিঃ স্মিথ খুন হওয়াতে বিপত্নীক মিঃ স্মিথকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তার।

'জানেন মিঃ মার্স, পিটার আমাকে খুব ভালবাসতো। বেচারা! আমার জন্যই ওকে অসময়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। ও যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব না দিতো, তাহলে মনে হয় এভাবে ওকে প্রাণ হারাতে হতো না।'

'তা ওঁর মৃত্যুতে কে বা কাদের সব থেকে বেশী লাভ হতে পারে মিস্ টেলর ?'

'ওর একমাত্র পুত্র রবার্ট আর স্ত্রী ক্যারোলিন।'

'আপনাদের বিয়ের কথা রবার্ট আর তার স্ত্রী জানতো ?'

'হ্যাঁ। শুধু জানতোই নয়', লুইস আরো বলে, 'আমাদের বিয়েতে ওদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। এ নিয়ে পিটারের সঙ্গে রবার্টের একদিন প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডাও হয়ে গেছে, আর আমার সামনেই। উত্তেজিত হয়ে পিটার তাকে শাসিয়েছিল এই বলে যে, বেশী বাড়াবাড়ি করলে রবার্টকে সে তার বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে। রবার্ট তাকে পাল্টা শাসায়, আমাদের বিয়ে সে কিছুতেই হতে দেবে না।' লুইস কথা বলতে গিয়ে তার চোখের জল সম্বরণ করতে পারলো না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ করে বলে, 'তাই আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ মার্স, পিটারের হত্যা পূর্বপরিকল্পিত এবং ঠাণ্ডা মাথায়।'

'কেন, আপনি কি মিঃ স্মিথের ছেলে রবার্ট আর তার স্ত্রী ক্যারোলিনকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহ করছেন ?'

'হ্যাঁ। আপনাদের কি মনে হয় ?'

মডের হয়ে এবার তাঁর সহকারী ইন্সপেক্টর হ্যারিস বলে উঠলো, 'কিন্তু দুজনেরই এ্যালিবাই রয়েছে—দুর্ঘটনার দিন রবার্ট লস্ এঞ্জেলস ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায়। আর তার স্ত্রীর পক্ষে সব থেকে বড় এ্যালিবাই হলো মিঃ স্মিথ খুন হওয়ার সময় তাঁদের গভর্নেস সুশান স্লেজার তাঁর পাশেই ছিল, অন্য ঘরে—ড্রইংরুমে।'

'গভর্নেস সুশান স্লেজার ?' বিস্মিত লুইস বলে, 'ওদের বাড়িতে কোনো গভর্নেস ছিল বলে তো আমার জানা নেই। এই তো পিটার খুন হওয়ার আগের দিনও আমি ওর বাড়িতে গেছি। কই ও নামে কোনো মেয়েকে সেখানে দেখতে তো পাইনি !'

'মিঃ স্মিথ খুন হওয়ার দিনই সুশান তার নতুন কাজে যোগ দিতে আসে সেখানে।'

'ও তাই বলুন !' লুইসের মুখের উপর থেকে বিস্ময়ের ভাবটা পুরোপুরি কাটলো। গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো সে কিছুক্ষণের জন্য। স্থির চোখে তার সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকেন মড মার্স। একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করতে থাকে তাঁর চেম্বারে।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন মড নিজেই।

'মিস্ টেলর ?'

'হ্যাঁ, বলুন !'

'কি ভাবছেন ?'

ক্যারোলিনের পূর্বের পরিচয় আপনি বোধহয় জানেন না। সে একজন পাকা অভিনেত্রী এবং হলিউডের বেশ কিছু ছবিতেও অভিনয় করেছিল। তাই ভাবছি, সেদিন চিত্রজগতের কাউকে তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে গভর্নেস বলে চালিয়ে দেয়নি তো ?

'কি বললেন ? মিসেস ক্যারোলিন স্মিথ অভিনেত্রী ?' কি যেন অনুমান করার চেষ্টা করলেন মড মার্স।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে হ্যারিস এবার বলে, 'স্যার, মিস্ লুইসের কথাই ঠিক। মিসেস স্মিথের কোনো বন্ধুই গভর্নেসের ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর এ্যালিবাই তৈরী করে রেখে থাকবে।'

'না হ্যারিস, মিঃ স্মিথের বাড়িতে আদৌ কোনো গভর্নেসই ছিল না সেদিন !'

'তার মানে ?'

'সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসবো।'

লুইস উঠে দাঁড়ালো। 'দেখবেন স্যার, পিটারের প্রকৃত খুনীর যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়।' বললো সে।

'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মিস্ টেলর।' মড তাকে আশ্বাস দিয়ে আরো বলেন, 'আশা করি দু'একদিনের মধ্যেই খুনী ধরা পড়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ।'

মিঃ স্মিথের মৃত্যুর পরদিনই তাঁর ছেলে রবার্ট'ও পুলিশ স্টেশনে এসে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্সকে কাতর অনুরোধ জানিয়ে যায়, তার বাবার প্রকৃত খুনীকে যেন খুঁজে বার করা হয়, এবং তার উপযুক্ত শাস্তি হয়। মড তাকে তার বাবার খুনের ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করতে বলেন। রবার্ট সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে তার লিখিত অভিযোগ পুলিশ স্টেশনে জমা দিয়ে যায়।

লুইস টেলর চলে যাওয়ার পরেই হ্যারিস ফিংগার প্রিন্টের

একটা রিপোর্ট মডের ডেস্কের উপর রেখে বলে, 'রবার্ট স্মিথের অভিযোগ পত্র থেকে সংগ্রহ করা তার হাতের ছাপের রিপোর্ট স্যার।'

দ্রুত সেই রিপোর্টটা দেখতে থাকেন মড মার্স। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা কেমন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা! পেয়েছি—আমি পেয়েছি—'

'কি পেয়েছেন স্যার?' ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে হ্যারিস কৌতূহল প্রকাশ করলো।

'মি স্মিথের খুনীর হদিশ।'

'কে, কে তাঁর খুনী স্যার?'

'তাঁর একমাত্র পুত্র রবার্ট স্মিথ।'

'রবার্ট স্মিথ?'

'হ্যাঁ, তার অভিযোগপত্র থেকে পাওয়া তার হাতের ছাপের সঙ্গে', ডেস্কের ড্রয়ার থেকে লস্ এঞ্জেলস এয়ারপোর্ট থেকে পাওয়া সেই রিভলবারের উপর হাতের ছাপের রিপোর্টটা বার করে তিনি দ্রুত বলে গেলেন, 'এই রিপোর্টের হাতের ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে। রবার্ট, হ্যাঁ রবার্ট স্মিথই তার বাবার হত্যাকারী। মিঃ স্মিথকে গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় হত্যা করে সেদিনই সান্ধ্য-বিমানে উড়ে যায় সে লজ্ এঞ্জেলস এয়ারপোর্ট থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এয়ারপোর্টে। তবে এই নিষ্ঠুর কাজে তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে তার স্ত্রী ক্যারোলিন।'

'কিন্তু স্যার, মিঃ স্মিথের স্টাডিরুমের মেঝের উপর থেকে যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা ওখানে গেলো কি করে?'

'ঐ যে বললাম, এই নিষ্ঠুর কাজে রবার্টের স্ত্রী ক্যারোলিনের সহযোগিতাও ছিলো।' মড তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বলতে থাকেন, 'মেয়েলী বুদ্ধি। তাছাড়া তখন সেই উত্তেজিত মুহূর্তে তার মাথা ঠিকও ছিলো না। রবার্ট তার বাবাকে যে রিভলবার দিয়ে হত্যা করেছিল, সেই রিভলবারটা সে তার সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছিল, ক্যারোলিন সেটা লক্ষ্য করেনি। তাই সে তাড়াতাড়ির মাথায় দেওয়ালে টাঙানো অন্য একটা রিভলবার ঘরের মেঝের উপর

ফেলে রেখে দেয়, যাতে করে পুলিশের নজর গিয়ে পড়ে সেই রিভলবারের উপর। অবশ্য সেই রিভলবারটা মেঝের উপর রাখার সময় ক্যারোলিন রুমাল ব্যবহার করে থাকবে, যাতে করে তার কিংবা তার স্বামীর হাতের ছাপ তাতে না পাওয়া যায়। এবং কার্যতঃ সেই রকমই হয়েছিল। কিন্তু একবারও তার খেয়াল হয়নি যে, সেই রিভলবারে ছ-ছ'টা গুলিই মজুতে ছিলো, তার মধ্য থেকে একটা গুলিও খরচ হয়নি।'

'অদ্ভুত! অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হ্যারিস এবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি গোড়া থেকেই ওদের সন্দেহ করেছিলেন স্যার!'

'হ্যাঁ, একেবারে গোড়া থেকেই বলতে পারো।'

'কিন্তু স্যার, গভর্নেস মিস্ সুশান স্লেজারযে ক্যারোলিনের এ্যালিবাই সমর্থনে বলেছিল, মিঃ স্মিথ খুন হওয়ার সময় তার গৃহকর্ত্রী ড্রইংরুমে তার পাশেই বসেছিল? আর ক্যারোলিনের বক্তব্যও সেইরকম!'

'মিথ্যে কথা?'

'এখানে কে মিথ্যে বলেছে মনে হয় আপনার?'

'একজনই! গভর্নেস মিস্ সুশান স্লেজার এবং মিসেস ক্যারোলিন স্মিথ একই ব্যক্তি।'

'একই ব্যক্তি মানে?'

'তুমি এখনো বুঝতে পারলে না হ্যারিস? অবশ্য তুমি কোনো কালেই বুঝতে চেষ্টা করো না। কিংবা তোমার স্নায়ুকোষ-গুলোকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারো না। পারলে এই সহজ কথাটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারতে। যাকগে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

অতঃপর মড মার্স তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলতে থাকেন—'হ্যারিস, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফোনে মৃত্যু পথযাত্রী মিঃ পিটার স্মিথের ফোন পেয়ে আমরা তাঁর বাড়িতে ছুটে গেলে প্রথমে গভর্নেস বর্ণিত মিস্ সুশান স্লেজার দরজা খুলে দেয়। তারপর কিছুক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তার গৃহকর্ত্রী ক্যারোলিনকে ডেকে দিতে বললে

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে অবশেষে ক্যারোলিন বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে তদন্তের শেষে ক্যারোলিনের জবানবন্দী নেওয়াব পর আমি যখন তাকে বলি, সুশানকে ডেকে দেওয়ার জন্য—প্রথমে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পরে কি ভেবে আমার কথা রাখতে ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং এক্ষেত্রেও সুশানের ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, যা লাগার কথা নয়। তাছাড়া সেদিন আরো একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছিলে হ্যারিস? ক্যারোলিন আর সুশানের পোশাক ও চেহারা? প্রথমে পোশাকের কথায় আসি—দু'জনের পরনেই ছিলো গোলাপী রঙের গাউন। তফাত শুধু ক্যারোলিনের গায়ে বাড়তি পোশাক বলতে একটা কারুকার্য করা হলুদ রঙের স্টোল। আর চেহারার মধ্যে একটাই তফাত আমরা দেখতে পাই, সেটা হলো ক্যারোলিনের মাথার চুল ছিলো সোনালী এবং সুশানের বাদামী চুল। দু'জনেরই মুখ প্রায় একই ছাঁচে গড়া ছিলো। যার জন্য আমাকে তুমি নিশ্চয়ই সুশানের উদ্দেশে বলতে শুনেছিলে, "আপনি ও আপনার গৃহকর্ত্রীকে দেখে মনে হয় দু'জন যমজ বোন। কি আশ্চর্য মিল আপনাদের দু'জনের মধ্যে, তফাত শুধু কন্ঠস্বর। আপনার গলার স্বরে একটু যা বয়সের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।" এটা কি করে সম্ভব হলো জানো? খানিক আগে মিস্ লুইস টেলর যখন বললো, ক্যারোলিন হলিউডের অভিনেত্রী, তখনি আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাই এ ব্যাপারে। হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় ক্যারোলিন আমাদের কাছে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। নিজের ভূমিকাটা ছিলো স্বাভাবিক। আর গভর্নেস সুশানের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে তাকে মেক-আপ নিতে হয়েছিল। তার নিজস্ব সোনালী চুলের উপর বাদামী রঙের পরচুলা লাগিয়ে, এবং কণ্ঠস্বর বদলানো একজন অভিনেত্রীর পক্ষে তেমন দুঃসাধ্য কিছু নয়। আর এই মেক-আপ নেওয়া এবং বদল করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন অবশ্যই হয়। আর সেই কারণেই প্রথমে সুশান চলে গিয়ে ক্যারোলিনকে পাঠাতে গিয়ে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্যারোলিন চলে গিয়ে সুশানকে ফিরে পাঠানোর অন্তবর্তী সময় অত দীর্ঘ হয়েছিল। এবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হলো তো?"

'হ্যাঁ,' একগাল হেসে হ্যারিস বলে, 'তার মানে ক্যারোলিন নিজেই গভর্নেসের ভূমিকায় অভিনয় করে নিজের এ্যালিবাই জাহির করেছিল আমাদের কাছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর রবার্টকেও কি আপনি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, তাকেও আমি একেবারে শুরুতেই সন্দেহ করি, আর মিস্ টেলরের রবার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে আরো নিশ্চিত হয়ে যাই। প্রথম কখন সন্দেহ করি জানো ? নিহত মিঃ স্মিথের ডেস্কের উপর তাঁর একটা হাত ছিলো একটা রাইটিং প্যাডের উপর। মৃত্যুর আগে তিনি কোনো রকমে তিনটি অক্ষর লিখে যান—আর-এ-টি, অর্থাৎ র‍্যাট মানে ইঁদুর। সেটা দেখে তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি একটা ইদুঁর কি করে একজন বয়স্ক লোককে হত্যা করতে পারে ? তাও আবাব গুলি করে! হ্যাঁ, ব্যাপারটা তোমার মতো আমার কাছেও অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। তবে কি গুলিবিদ্ধ হয়ে শেষে মিঃ স্মিথের মাথা খারাপ হয়ে যায় ? এরকম একটা সম্ভাবনার কথাও আমার মনে হয়েছিল বৈকি! তবে পরে একটু ভেবেচিন্তে, আমার স্নায়ুকোষগুলো কাজে লাগাতেই উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়—হ্যাঁ, এছাড়া আর কি লিখতেই বা পারতেন তিনি। না, তিনি কখনোই পাগল হননি। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে, ঠাণ্ডা মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ তিনটি অক্ষর তিনি কেন লিখে যান জানো ? ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তিনি লিখে যান সেই তিনটি অক্ষর যার প্রথম অক্ষর হলো 'আর'। রবার্টের নামের প্রথম অক্ষরও 'আর'। এর থেকেই পুলিশের যাতে সব সন্দেহ গিয়ে পড়ে রবার্টের উপর, সেইজন্যই বুদ্ধি খাটিয়ে এই পথটা তিনি বেছে নেন। কারণ তিনি এও জানতেন যে, সরাসরি রবার্টের নাম লিখে গেলে তাঁর খুনী নিশ্চয়ই সেই মূল্যবান চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেলতো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু রবার্ট কিংবা ক্যারোলিন যখন দেখলো আর-এ-টি র‍্যাট লেখা আছে, তখন তারা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে পুলিশকে ধাঁধায় ফেলার জন্য সেটা ডেস্কের উপরেই রেখে দেয়। কিন্তু তারা জানতো না, এমন একটা

সহজ ধাঁধায় পড়ার মতো গাধা আমি নই !' বলে হো হো করে হেসে উঠলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্স ।

'ওয়ান্ডারফুল। চমৎকার আপনার বিশ্লেষণ স্যার।' গর্বে বুক ফুলে ওঠে হ্যারিসের।

'এখন আর কথা নয়, চলো এখনি মিঃ স্মিথের বাংলোয় যেতে হবে। দেরী হয়ে গেলে পাখী উড়ে যেতে পারে। রবার্ট আর তার স্ত্রী ক্যারোলিনকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ওয়েস্ট-লেক পার্কের দিকে পুলিশ জীপ চালাতে গিয়ে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মড মার্সের উদ্দেশে হ্যারিস বলে, 'একটা খবর জানেন স্যার ?'

'কি ?' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন মড।

'আজ সকালের খবর মিঃ স্মিথের বাংলো থেকে গভর্নেস মিস সুশান প্লেজার নাকি পলাতক।'

'পলাতক তো তাকে হতেই হবে,' হাসতে হাসতে বললেন মড, তার কাজ শেষ। ক্যারোলিনকে তার ভূমিকায় আর অভিনয় করার প্রয়োজন নেই। এবার নির্ঘাৎ তার গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।'

বিচারে পিটার স্মিথকে হত্যা করার অভিযোগে রবার্ট স্মিথের গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় গত ২২ এপ্রিল ১৯৯২ এবং একই সঙ্গে তার স্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তার স্বামীকে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করার জন্য।

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে

দু'য়ে পক্ষ

"১ জানুয়ারী, ১৯১৩—সারা লণ্ডন শহরের মানুষ যখন শুভ নববর্ষের আনন্দে মেতে উঠেছিল। তখন প্রৌঢ় রবার্ট কেয়িকে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনে ছুটে আসতে হলো। রাত তখন এগারোটা হবে। তার মেয়ে মিস্ এমিলি কেয়ি অফিস থেকে তখনো ফেরেনি। সাধারণত সন্ধ্যা ছ'টার আগেই বাড়ি ফিরে আসে সে। ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ সহানুভূতির সঙ্গে তার মেয়ে এমিলির বাড়ি না ফেরার ঘটনা লিখে নিলো এবং তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো—আমার বিশ্বাস, বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখুন এতক্ষণে আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ফিরে এলে আমাদের ফোনে খবর দেবেন। আর যদি না আসে, কাল সকালে আপনার মেয়ের একটা ফটো সঙ্গে নিয়ে আবার এখানে আসবেন, তখন আমাদের যা করণীয় তাই করবো। ও. কে.–"

বছরের প্রথম দিনই প্রায় সারা রাত্রি জেগে বসে থাকতে হলো কেয়ি পরিবারকে, সেই সঙ্গে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা—তাদের মেয়ে মিস্ এমিলি কেয়ি সেই যে সকালে অফিসে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। এমিলির মা মিসেস সুশান কেয়ি সারারাত চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে পাগলের মতো প্রলাপ বকে গেছে—'হায় ঈশ্বর, আমরা এমন কি অপরাধ করেছি যে, এমন শাস্তি দিলে তুমি?' তার স্বামী রবার্ট তাকে বুঝিয়েছে, 'সুশান, এই মুহূর্তে কেন তুমি এটা শাস্তি বলে ধরে নিচ্ছো, এমনও তো হতে পারে, এমিলি তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে রাত হয়ে গেছে দেখে ফিরতে পারেনি,

দেখবে কাল সকালেই ফিরে আসবে সে।' কাঁদো কাঁদো মুখ করে সুশান বলে, 'তা না হয় হলো, কিন্তু একটা ফোনও তো করতে পারত সে?' 'পারেনি, হয়তো ফোন করার সুযোগ নেই বলে', রবার্ট তাকে বোঝায়, 'কাল সকালে এমিলি ফিরে এলে ওর মুখ থেকে শুনবে, আজকের রাতটা সে তার বন্ধুর সঙ্গে বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে।'

হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে রবার্ট বলে ফেলে, 'আচ্ছা সুশান, এমিলির কোনো বয়ফ্রেণ্ড আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'ও ভীষণ চাপা মেয়ে, সেরকম কারো নাম তো ওকে বলতে শুনিনি।' মিসেস কেয়ি বলে, 'পাড়ায় তো কোনো ছেলেকেই ও পাত্তা দিতো না। মাইকেল হেসকে আমার খুব পছন্দ, ছেলেটি দেখতে-শুনতে যেমন ভাল, স্বভাব-চরিত্রও তেমনি ভাল; তার উপর ভাল একটা চাকরিও করে। কতদিন এমিলিকে বলেছি, মাইকেলের সঙ্গে আলাপ করার জন্য, কিন্তু তাকেও পাত্তা দেয়নি। এ নিয়ে মাইকেলের অভিযোগও কম নয়। বেচারা, আমার কাছে প্রায়ই অনুযোগ করে বলে, এমিলিকে সে পছন্দ করে, কিন্তু এমিলির বোধ হয় পছন্দ নয় তাকে...'

সেই এমিলিকে পরদিন সকালেও বাড়ি ফিরে আসতে না দেখে কেয়ি পরিবারের চিন্তা আরো বেড়ে গেলো। ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থের পরামর্শমতো এমিলির একটা ফটো সহ ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো রবার্ট কেয়ি, তখন সকাল দশটা।

ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ সব শুনল। এমিলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবল, মেয়েটি বেশ সুন্দরী যুবতী, অফিসে কাজ করে—স্বভাবতই তার বয়ফ্রেণ্ড থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েটির বাবার বক্তব্য, এ ব্যাপারে তার কিছু জানা নেই। তার মেয়ের বয়ফ্রেণ্ড থাকলেও এমিলি বাড়িতে সেটা প্রকাশ করেনি, এমনকি তার মা'র কাছেও নয়। 'জানেন মিঃ ম্যাকওয়ার্থ, এমিলি ভীষণ চাপা স্বভাবের মেয়ে—খুলে কিছুই বলতে চায় না সে'—

'আমাদের অসুবিধে তো সেখানেই মিঃ কেয়ি!' চিন্তিত স্বরে

ডোনাল্ড বলে, 'এখন আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে এগোতে হবে। তবে তার জন্য পুলিশের কাজ থেমে থাকবে না। আশা করি আমরা একটা পথ ঠিক পেয়ে যাবোই!' ভাল কথা, এখানে একটু থেমে ডোনাল্ড জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মেয়ের অফিসের ঠিকানাটা দিন। আমাদের তদন্তের কাজ শুরু হবে সেখান থেকেই।'

এমিলির অফিসের নাম ঠিকানা লিখে দিলো রবার্ট। কাগজটা রবার্টের হাত থেকে নিয়ে ডোনাল্ড তাকে বলল, 'আপনি এখন যেতে পারেন মিঃ কেয়ি। প্রয়োজন হলে আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আর মিস্ এমিলি যদি এর মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে খবর দেবেন—'

'নিশ্চয়ই!' রবার্ট বলে, 'সে আর বলতে!' রবার্ট উঠে দাঁড়ায়। একটু পরেই তাকে ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

প্যাট্রিক হারবার্ট ম্যাহন দেখতে সুপুরুষ, বিশেষ করে তার নীল দুটি চোখ যে কোনো বয়সের মেয়েদের কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য সব যুবতীরাই লালায়িত। বয়স প্রায় তিরিশ ছুঁই ছুঁই। দীর্ঘ দেহী কোঁকড়ানো চুল, চওড়া কাঁধ, নীল চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি। মেয়েদের কাছে সে যেন এক স্বপ্নের রাজপুত্র। তার প্রতি মেয়েদের এই কাঙ্গালপনার সুযোগ নিতে ছাড়ে না প্যাট্রিক।

প্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন খুব একটা সুখের নয়। তার স্ত্রী এলিজাবেথ চিররুগ্না। সুন্দরী—বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, তাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দু'বছর—প্রেমজ বিবাহ। বিয়ের সময় এলিজাবেথের কোনো অসুখ ছিলো না, সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলো সে। কিন্তু বিয়ের ঠিক এক বছরের মধ্যে একটি মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করার পর থেকেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে—মেয়েলী রোগ। নাম করা গাইনোকলোজিস্টদের দেখিয়েছে প্যাট্রিক, কিন্তু তারা কেউই তাকে আশার বাণী শোনাতে পারেনি আজ পর্যন্ত। তাই প্যাট্রিক জেনে গিয়েছিল, এলিজাবেথের কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনের সুখের

আশা করা বৃথা। এদিকে প্রতিমাসে প্রায় চিকিৎসার খরচ বাবদ তার প্রচুর ঋণ হয়ে গেছে অফিসে এবং বাজারে। প্যাট্রিকের এখন প্রচুর টাকার প্রয়োজন। তার উপর আছে তার জৈবিক চাহিদা। তবে তার ভাগ্য ভালো, সুন্দর আকর্ষণীয় চেহারার জন্য সে তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে মেয়েদের পিছনে তাকে এক পেনিও খরচ করতে হয় না, উল্টে উৎসুক মেয়েরা যেচে তাদের টাকা ভর্তি পার্স নিয়ে এগিয়ে আসে তার কাছে।

তার প্রেমিকারা বেশীর ভাগ বিবাহিতা—তাদের স্বামী বিত্তবান। আর অবিবাহিতা প্রেমিকারা অফিস কর্মিনী। অতএব তাদের পক্ষে প্যাট্রিকের জন্য অর্থের যোগান দিতে কোনো অসুবিধেই হয় না। প্যাট্রিকের রুগ্না স্ত্রী তার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তির ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে এই কারণে যে, সে যখন তার স্বামীকে দৈহিক সুখ দিয়ে তৃপ্ত করতে অপারগ তখন প্যাট্রিকের বিকল্প ব্যবস্থা মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া বাড়তি আর্থিক সুবিধা লাভের সম্পর্ক জড়িত আছে প্যাট্রিকের সেই আগুন নিয়ে খেলার সঙ্গে। এলিজাবেথের কাছে তার স্বামী ও তার প্রেমিকাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা যখন একটা স্থায়ী বন্দোবস্তর পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্যাট্রিকের প্রয়োজন দৈহিক তৃপ্তি লাভ, আর্থিক সঙ্কটের সুরাহা করা এবং এলিজাবেথের প্রয়োজন তার পঙ্গু জীবনটা স্বামী প্যাট্রিকের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া। তাই এই সহমত এই সহ-অবস্থান।

মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের মানসিকতা তোয়াক্কা না করে প্যাট্রিক ম্যাহনের দিনের পর দিন পোশাক পাল্টানোর মতো এই যে সঙ্গিনী বা প্রেমিকা বদল করা—এর পিছনে তার রুগ্না স্ত্রীর যত সমর্থনই থাকুক না কেন স্পষ্টই এলিজাবেথ তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই প্যাট্রিকের এই অন্যায় ব্যবস্থাটা মেনে নিতে যে বাধ্য হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। ক্রিমিনোলজিস্টদের চোখে সে কিন্তু 'জন্ম অপরাধী' হিসেবেই চিহ্নিত হবে। অবশ্য এই প্রবাদটা এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, কারণ বর্তমানে বহু নারীর সঙ্গে পুরুষের প্রেম, কিংবা বহু পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রেম—এটা একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে আজকের

সমাজে। কিন্তু এই সব 'জন্ম অপরাধী'দের সম্ভব হলে যদি তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, কিংবা যদি তাদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, সে নারীই হোক কিংবা পুরুষই হোক বিচিত্র তাদের চরিত্র, তার থেকেও বিচিত্র তাদের মন—ব্যক্তিগত প্রেম, দৈহিক সুখ উপভোগ ছাড়া অন্য আর কিছুই তারা ভাবতে পারে না। সব থেকে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যণীয় ঘটনা হলো—তার স্ত্রী এলিজাবেথ যখন রোগ-শয্যায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, প্যাট্রিকের মনে তখন তার কোনো প্রভাবই পড়ে থাকতে দেখা যায় না। এমনকি রোজকার অভ্যাসমতো সন্ধ্যা নামলেই সে তখন তার নতুন প্রেমিকার কাছে যাওয়ার জন্য চিন্তা করে কোন্ স্যুটে তাকে ভাল মানাবে, তার নতুন প্রেমিকার চোখে লোভনীয় হয়ে উঠবে সে। আর নিত্য নতুন প্রেমিকা আর রঙিন পোশাক বদলানোর জন্য তার প্রয়োজন প্রচুর অর্থ।

প্যাট্রিক ম্যাহন অফিসের একজন সেলস্ ম্যানেজার মাত্র। বাঁধা মাইনে। কিন্তু তার এই বাড়তি খরচের টাকা কোত্থেকে যে আসে, সেটা অনেকের কাছেই সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছে। তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তো বটেই, মাঝে মাঝে তার স্ত্রী এলিজাবেথেরও কেমন যেন সন্দেহ হয় আজকাল। এ ব্যাপারে সে তার স্বামীকে প্রশ্ন করলে তার কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট উত্তর শোনা যায়—'সেলস্ ডিপার্টমেণ্টে আছি, কোম্পানির প্রোডাক্ট নির্দিষ্ট লক্ষ্য সীমা থেকে বেশী বিক্রি করি বলে ম্যানেজমেণ্ট আমাকে অতিরিক্ত কমিশন দিয়ে থাকে। সরল প্রকৃতির মেয়ে এলিজাবেথ তার সেই অস্পষ্ট উত্তর বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু কেউ জানে না তার সেই বাড়তি অর্থ কোন্ পথে আসে? কেউ জানে না, সে পথ সৎ না অসতের! কেউ জানে না সেই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে কে তার শিকার হলো? চুরি নয়, ডাকাতি নয় যে, পুলিশ রেকর্ড করবে, তার অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। সে এক অভিনব পন্থা, সম্পূর্ণ এক নতুন ফিকির আবিষ্কার করেছে প্যাট্রিক ম্যাহন।

প্রেম, মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, তাদের বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে একের পর এক মেয়েদের সঞ্চিত অর্থ গ্রাস করে

চলেছে সে। প্রতারিত মেয়েরা সামাজিক লোক-নিন্দার ভয়ে তাদের প্রতারিত হওয়ার খবর কিংবা প্যাট্রিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পুলিশের শরণাপন্ন হয় না কখনো। তাদের সেই দুর্বলতার কথা প্যাট্রিকের বিলক্ষণ জানা ছিলো। আর জানা ছিলো বলেই একটি মেয়েকে প্রতারিত করার পর নতুন করে নতুন উদ্যম নিয়ে তারপর সে আর এক নতুন মেয়েকে তার প্রেমের ফাঁদে ফেলবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই হলো প্যাট্রিক ম্যাহনের চরিত্র।

৪ জানুয়ারি সোমবার মিস্ এমিলি কেঁায় নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ সকাল দশটার কিছু পরে তার অফিসে গিয়ে হাজির হলো। উদ্দেশ্য গত শুক্রবার এমিলি কখন অফিস থেকে বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে কোনো অফিসকর্মী কিংবা কর্মিনী অফিস থেকে বেরুবার সময় ছিলো কিনা, সেটা জানার জন্য।

এমিলির চেয়ারটা খালি পড়ে থাকতে দেখল ডোনাল্ড। টাইপিস্ট সে। টাইপরাইটারের ঢাকনা খোলা হয়নি তখনো। প্রতিদিন অফিসে এসে নিজের হাতে এমিলি তার টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলে থাকে। আজ সে অনুপস্থিত, তাই টাইপরাইটারের ঢাকনা খোলার প্রশ্ন ওঠে না।

সেলস্ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ সেলস্ ম্যানেজার প্যাট্রিক ম্যাহন। রিসেপশনিস্ট মিস্ ডলি মার্গারেট তাকে প্যাট্রিকের সঙ্গে দেখা করতে বলে এমিলি খোঁজ-খবর নেবার জন্য। প্যাট্রিকের নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তাকে এক অস্বাভাবিক বিরক্তিতে ভরে উঠতে দেখা গেলো। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থের দৃষ্টি এড়াল না। তবে তখনকার মতো সে তার কৌতূহল চেপে গিয়ে সেলস্ ম্যানেজারের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলো।

তার চেম্বারের দরজায় নক্ করতেই ভেতর থেকে প্যাট্রিকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে ডোনাল্ড ঘরে ঢুকতেই তাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলো প্যাট্রিক ম্যাহন। অফিসে পুলিশ আবার কেন? পুলিশ আসা মানেই অফিসের সুনাম হানি। ম্যানেজমেন্ট

কখনোই সেটা বরদাস্ত করবে না। পুলিশ কিসের তল্লাসে এলো কে জানে? ভাবল প্যাট্রিক মনে মনে। তারপর একসময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে যতটা সম্ভব সে তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করে বলল, 'বসুন মিঃ—'

'ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ' প্যাট্রিকের বিপরীত চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে গিয়ে সে তার পরিচয় দিয়ে বলল, 'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিঃ ম্যাহন।'

'না, না, বিরক্ত কেন হবো?' প্যাট্রিক মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'মিস্ এমিলি কোয় আপনার ডিপার্টমেণ্টের একজন টাইপিস্ট, তাই না মিঃ ম্যাহন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! কিন্তু কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল প্যাট্রিক!

'আজ সে অফিসে আসেনি?'

'না', ঘড়ির দিকে তাকাল প্যাট্রিক, 'দশটা দশ, মনে হয় না আজ আর সে আসবে। জানেন মিঃ ম্যাকওয়ার্থ', অফিসের সময়ের ব্যাপারে সে খুব সজাগ। আমাদের অফিসের সময় দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। কোনোদিন সকাল দশটার আগে ছাড়া পরে আসে না, আর ফিরেও যায় বিকেল পাঁচটার পরে, আগে নয়।'

'তাই বুঝি!' ম্যাকওয়ার্থের ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। কিন্তু আপনার এখানে আসার আগে আপনাদের রিসেপশনিস্ট মিস্ ডলি মার্গারেটের মুখ থেকে শুনলাম 'গত শুক্রবার, মানে উইক-এণ্ডের ঠিক আগের দিন মিস্ কোয় বিকেল চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'তা হবে', কি যেন ভেবে প্যাট্রিক বলে, 'সত্যি মিঃ ম্যাকওয়ার্থ', আমার ঠিক জানা ছিলো না। তাছাড়া এত বড় অফিস, কত কর্মচারী, কে কখন অফিসে এলো, কিংবা অফিস থেকে চলে গেলো, নির্দিষ্ট করে কারোর উপর নজর্ রাখা যে সম্ভব নয়, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন!'

'তা অবশ্য করব, কিন্তু একটু আগে আপনি যে বলছিলেন,

মিস্ এমিলি কেয়ির অফিসের সময় জ্ঞান খুবই প্রখর। নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসা, আর নির্দিষ্ট সময়ে অফিস থেকে চলে যাওয়াই তার রোজকার অভ্যাস, মেয়েটির সম্পর্কে আপনার এই সার্টিফিকেট তো মিলছে না মিঃ ম্যাহন ?'

'কেন, কেন ?' কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলে উঠল, 'কী কারণে গত শুক্রবার সে অফিস থেকে এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গিয়েছিল জানি না, তবে এটাই তার রোজের অভ্যাস নয়, সে আমি হলফ করে বলতে পারি মিঃ ম্যাকওয়ার্থ।'

'না, মিঃ ম্যাহন', জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে ম্যাকওয়ার্থ বলে উঠল, 'এক্ষেত্রেও মেয়েটির সময়জ্ঞান সম্পর্কে আপনার সার্টিফিকেট কোনো কাজে লাগল না।'

'কেন ?' এবার প্যাট্রিক ফুঁসে উঠল, 'তবে কি আমি আপনাকে মিথ্যে খবর দিচ্ছি ?'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না।' ম্যাকওয়ার্থ বলে, 'আর এও জানি না আপনি সত্যি বলছেন, নাকি আপনাদের রিসেপশনিস্ট মিস্ মার্গারেট মিথ্যে বলছে ?'

'কেন, সে আবার কি বলেছে ?'

'মিস্ কেয়ি শুধু গত শুক্রবারই নয়', ম্যাকওয়ার্থ বলে, ইদানিং প্রায়ই সে অফিস থেকে কোনদিন তিনটে কিংবা কোনদিন চারটের সময় বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না সেদিন।'

'হ্যাঁ, খবরটা মিথ্যে নয়।' গম্ভীর হয়ে প্যাট্রিক বলল, 'আমার কথা যেমন সত্য, আবার মিস্ মার্গারেটের কথাও সত্য।'

'তার মানে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি আমাকে বোকা বানালেন !'

'না, না, পুলিশের লোককে বোকা বানানোর মতো তেমন দুঃসাহস আমার নেই।'

'তাহলে ?'

'তাহলে সত্যি কথাটাই এবার শুনুন মিঃ ম্যাকওয়ার্থ', মৃদু হেসে প্যাট্রিক বলে, 'আসলে আমি মিস্ কেয়িকে অফিস ছুটির আগে বাইরে পাঠিয়ে দিই এক-একদিন—'

'কেন, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মিস্ কেয়ির অফিসে কাজ করা

কি কর্তব্য নয় ?'

'বাঃ অফিসে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করলে, আমাদের ক্লায়েণ্টের অফিসে নির্দিষ্ট সময়ের পরে গেলে আমাদের অফিসের কোনো জরুরী কাজ সম্পন্ন হবে কি করে বলুন ?'

'তার মানে আপনি তাকে অফিসের কাজে বাইরে পাঠান ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ?'

'তাই বলে একজন টাইপিস্ট আউটডোর কাজে যাবে ?'

'মিঃ ম্যাকওয়ার্থ, আপনাকে বলে রাখা ভাল, মিস এমিলি কেীয় শুধু টাইপিস্টই নয়, সে একজন দক্ষ সেলস্-গার্ল'ও বটে !'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, আপনার বিশ্বাস না হয় তো, ঐ যে আমাদের রিসেপশনিস্ট মিস্ মার্গারেট যে আপনাকে এখানে আসার আগেই মিস্ কেীয়র সম্পর্কে অনেক খবর দিয়েছে, তাকেই না হয় আবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না, আমার বক্তব্য ঠিক কিনা !' বলে হাসল প্যাট্রিক।

প্যাট্রিকের সেই ব্যঙ্গ মেশানো হাসি হজম করে যেতে হলো ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থকে। সে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তদন্তের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করতে হয়। পুলিশের লোককে কখনো উত্তেজিত বা রাগ দেখাতে নেই। বরং উল্টে সাধারণ মানুষকেই রাগিয়ে তুলতে হয়। আর সে এও জানে যে, মানুষ রেগে গেলেই তার পেট থেকে সত্যি কথাটা ঠিক বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

তাই সে এবার একটু কঠিন সুরেই জিজ্ঞেস করল, 'মিঃ ম্যাহন, আপনি অফিসে কতক্ষণ ছিলেন ? পাঁচটা পর্যন্ত, নাকি মিস্ কেীয়র মতো আপনিও বিকেল চারটের পরেই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, না মানে, আপনাকে বলা হয়নি, আমার স্ত্রী চিররুগ্না। গত শুক্রবার তার অসুখটা একটু বেড়ে যায়। বাড়িতে তার সঙ্গী বলতে একমাত্র আমিই। তাই অসুস্থ স্ত্রীর শয্যাপাশে থাকার জন্য আমাকে অফিস থেকে একটু আগেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল গত শুক্রবার।'

'তাই বুঝি ?'

'কিন্তু এত প্রশ্ন কেন বলুন তো মিঃ ম্যাকওয়ার্থ?' এবার প্যাট্রিককে একটু নরম সুরে কথা বলতে দেখা গেলো। সেই সঙ্গে তার কথার মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাবও যেন ছিলো।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল প্যাট্রিকের দিকে। সে তার চোখের দৃষ্টিতে প্যাট্রিকের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, এবার আসল প্রসঙ্গটা তোলা যেতে পারে। তাই সে আর কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'গত শুক্রবার থেকে মিস্ এমিলি কেয়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে তার বাড়িতেও ফেরেনি। তার বাবা মিঃ রবার্ট কেয়ি পুলিশকে তার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়েছে। তাই আমি আপনাদের অফিসে এসেছিলাম নিখোঁজ মিস্ কেয়ির খোঁজে।'

'সে কি!' চমকে উঠল প্যাট্রিক। 'মিস্ এমিলি কেয়ি নিখোঁজ?'

'হ্যাঁ, মিঃ ম্যাহন!' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ম্যাকওয়ার্থ।

'কোনো এ্যাক্সিডেন্ট—?'

'হ্যাঁ, আমাদের আশঙ্কা সেই রকমই!' ম্যাকওয়ার্থ বলল, 'আজ তিনদিন হলো নিখোঁজ সে। এর আগে এমনটি কখনো হয়-নি। বড় জোর একটু বেশী রাতে ফিরেছে সে। কিন্তু বাইরে কোথাও রাত কাটায়নি, তার বাবার রিপোর্ট অন্তত তাই।'

'তাহলে সত্যিই তো ব্যাপারটা ভাববার কথা! পুলিশের মতো আমাদের কাছেও এটা একটা সমস্যা বটে, কারণ সে আমাদের অফিসের একজন কর্মিনী ছিলো।'

'হ্যাঁ, সে হিসেবে পুলিশের সঙ্গে আপনাদের মানে আপনার সাহায্য একান্ত কাম্য। কারণ আমি জেনেছি, এ অফিসে আপনার সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করত মিস্ কেয়ি, আপনাকেই বেশী বিশ্বাস করত সে, আপনার উপরেই বেশী নির্ভর করত সে।'

'বেশ বলুন, আমি কি করতে পারি?'

'গত শুক্রবার বিকেল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আপনি কি আপনার রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপাশেই ছিলেন?' এবার ম্যাকওয়ার্থ পাল্টা ব্যঙ্গ করে বলল, 'নাকি এই তিনদিনের মধ্যে বাড়ির বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, না মানে এক নাগাড়ে তিনদিন বাড়ির ভেতরে বসে থাকাটাও তো একঘেয়েমি, নয় কি ? তাই সত্যি কথাই আপনাকে বলি, হ্যাঁ, আমি একবার বাড়ির বাইরে গিয়েছিলাম বৈকি।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটাও কি আপনার জানা দরকার মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ?'

'হ্যাঁ, তবে না বললেও আমরা ঠিকই জেনে নিতে পারব !' বলে মৃদু হাসল ডোনাল্ড।

'এমিলির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন ?'

'না। তবে এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যেককে সন্দেহ করাটাই রীতি, বুঝলেন মিঃ ম্যাহন ?' ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ এবার উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা মিঃ ম্যাহন, এখনকার মতো চললাম। মনে হয় আবার আমাদের দেখা হবে !'

মিঃ ম্যাকওয়ার্থ চলে যাওয়া মাত্র ইন্টারকমের রিসিভার তুলে রিসেপশনিস্ট মিস্ ডলি মার্গারেটকে ধমকে উঠল প্যাট্রিক।

'ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থকে আমার আর মিস্ এমিলি কেয়ির প্রসঙ্গে কি বলেছ তুমি ?'

'বেশী কিছু তো বলিনি ডার্লিং', মৃদু হেসে ডলি বলে, 'একদিন আমার সঙ্গে তোমার যে মধুর সম্পর্ক ছিলো, সেই কথাই আমি ওঁকে বলেছি। তবে হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলব না, আমি ওঁকে একটা নতুন খবর দিয়েছি সেই সঙ্গে–'

'কি সেই নতুন খবর ?' চমকে ওঠার মতো করে প্যাট্রিক বলল, 'থামলে কেন ? কি বলেছ বলো ?'

'ইদানীং তুমি তোমার মুখ বদলাতে নতুন মেয়ে মিস্ এমিলি কেয়ির দিকে ঝুঁকেছ—'

'রাবিশ ! যতো সব বাজে কথা—'

'বাজে কথা নয় ডার্লিং—'

'ওসব ডার্লিং ফার্লিং ছাড় !' খিঁচিয়ে উঠল প্যাট্রিক। 'তোমার সঙ্গে আমার এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'জানি ডার্লিং সে আমি বেশ ভাল করেই জানি। তোমার এখন সারা মন জুড়ে রয়েছে শুধু একটি নাম, একটি মুখ। সে মুখ সুন্দরী মিস্ এমিলি কৌয়র! হ্যাঁ, এই খবরটাই আমি মিঃ ম্যাকওয়ার্থকেই দিয়েছি, মনে হলো খবরটা তাঁর মনে খুব ধরেছে। তিনি আমাকে বার বার ধন্যবাদ দিলেন তার জন্য। এমনকি ফিরে যাওয়ার সময়ও তিনি আমাকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেলেন, আবার নাকি দেখা হতে পারে। কিন্তু আবার যে দেখা হবে—এ কথা কেন তিনি বলে গেলেন বলো তো?' একটু থেমে ডলি বলে, 'আর এমিলিই বা আজ কেন অফিসে আসেনি বলো তো? তুমি কিছু জান?'

'না, তবে এইমাত্র মিঃ ম্যাকওয়ার্থ জানিয়ে গেলেন, এমিলির বাবার অভিযোগ মতো, সে নাকি নিখোঁজ। গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ সে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরেনি।'

'কেন, এমিলি কোথায় তুমি জান না? তোমারই তো বেশী জানার কথা!'

'বাজে কথা বলো না। অফিসের যে কোনো মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে আমার জানার কথা নাকি?'

'কিন্তু ডার্লিং, এমিলি তো এখন তোমার কাছে যে কোনো মেয়ে হওয়ার কথা নয়! সে তো তোমার জীবনে এখন বিশেষ একজন, যেমন আমি একদিন ছিলাম, তখন তুমি আমার কত খবরই না রাখতে! সেই সব মধুর দিনগুলোর কথা কি ভোলা যায়? আমার সামান্য একটু সর্দি-জ্বর হলে সে কি উদ্বেগ তোমার। অফিসে না এলে তুমি ছুটে যেতে আমার কাছে। আমার সেই অসুস্থ শরীরটাকে নিয়ে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে···যাক্ সেসব কথা। সেসব আজ অতীত। এখন বর্তমান নিয়েই আলোচনায় ফেরা যাক্, কি বলো? হ্যাঁ, তুমি কি সত্যিই এমিলির কোনো হদিশ জানো না?'

'না, বললাম তো আমি জানি না।'

'কিন্তু আমি জানি ডার্লিং।'

'কি, কি জানো তুমি?'

'সে কথা তো তোমাকে বলা যায় না। যা বলার না হয়

পুলিশকেই বলবো। আচ্ছা এখন ফোন রাখছি। বাই—'

পরদিন মঙ্গলবার ৫ জানুয়ারি লণ্ডনের সমস্ত দৈনিক সংবাদ পত্রে মিস্ এমিলি কেয়ির ছবিসহ তার নিখোঁজ হওয়ার খবর বেরুলো। সেই সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে জানান হলো, কেউ যদি এই মেয়েটির সম্পর্কে গত শুক্রবারের পর থেকে কিছু জেনে থাকে, সে যেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ চীফ, গোয়েন্দা বিভাগ কিংবা মিসিং স্কোয়াড অথবা ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

সেইদিনই বিকেলে ইস্টবোর্নের বাসিন্দা হেনরি স্টুয়ার্ট নামে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্ট-মেণ্টের প্রধান মিঃ আর্থার স্মিথের সঙ্গে দেখা করে বলল, মিস্ এমিলি কেয়িকে (যার ফটো সেদিনকার কাগজে ছাপানো হয়েছিল) সে গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটেয় ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে ইস্টবোর্নগামী ট্রেনে উঠতে দেখেছিল, তার সঙ্গে এক দীর্ঘদেহী সুপুরুষ যুবক ছিলো। তাদের পিছু পিছু হেনরি সেই ট্রেনে ওঠে, একই কামরায়। তার গন্তব্যস্থল ইস্টবোর্ন। আর এমিলি এবং তার সঙ্গী পুরুষটিও ইস্টবোর্ন স্টেশনে নামে। তার পর ইস্টবোর্ন স্টেশন থেকে তারা যে কোথায় যায়, তা সে জানে না, তার জানবারও প্রয়োজন ছিলো না। কারণ তাদের মতো কত যাত্রীই তো জোড়ায় জোড়ায় আসছে যাচ্ছে, কে কাকেই বা মনে রাখে! তবে—

'তবে কি, মিঃ স্টুয়ার্ট ?' ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে আর্থার স্মিথ জিজ্ঞেস করে, 'তবে কি···বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন ?'

'হ্যাঁ, তবে ট্রেনের সেই কামরায় আমি তাদের পাশের আসনেই বসেছিলাম। তারা প্রথমে নিচু গলায় তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলেও এক সময় মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠলে তারা দুজনেই বেশ নরম-গরম ভাষায় মৃদু চিৎকার করে উঠে কথা বলতে শুরু করে। তখন তাদের সব কথা আমি বেশ স্পষ্ট শুনতে পাই।'

'তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে যদি বলেন মিঃ স্টুয়ার্ট—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব', হেনরি জোর দিয়ে বলল, 'আর বলবার জন্যই তো আমি এখানে ছুটে এসেছি। জানি, ইস্টবোর্ন যাওয়ার সাড়ে চারটের ট্রেনটা ধরতে পারব না, তা হোক। একটি মেয়ের স্বার্থের জন্য আমার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে বড় করে কখনই দেখব না। তাই বলব, সব বলব, আমার যতদূর মনে আছে, সব বলছি - শুনুন তাহলে মিঃ স্মিথ……'

মাঝপথে ট্রেনের কামরায় মেয়েটি তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের পাসপোর্টের কি হলো? পাসপোর্টের অফিসে গিয়েছিলে?'

'একেবারে সময় পাইনি এমিলি। আসছে সপ্তাহে ঠিক যাবো, তোমাকে কথা দিচ্ছি। সব সময়েই তো তুমি এই একই কথা বলো, আবার আজও সেই একই কথা বলছ। আমি আর একটা দিনও লণ্ডনে থাকতে চাই না, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবো, তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে—' ওদের ঠাণ্ডা লড়াই একসময় চরমে উঠল। মেয়েটি রেগে গিয়ে বলে, 'এভাবে চোরের মতো লুকিয়ে আমি আর তোমার সঙ্গে বাড়ির বাইরে আসব না। এই প্রথম আর এই শেষ!'

'আরে এমিলি, কেন তুমি বুঝতে চাইছ না, এককথায় নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে কি যাওয়া যায়? তার জন্য কত প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাছাড়া বাড়িতে আমার অসুস্থ স্ত্রী রয়েছে, তার তো একটা বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে? আর তার জন্য মোটা টাকার খেসারত দিতে হবে না? কম করেও পাঁচ-হাজার পাউণ্ড তো দরকার!'

'পাঁচ হাজার পাউণ্ড!' মেয়েটি বড় বড় চোখ করে তাকায়। তার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অফিস থেকে পাওয়া টাকা তাঁর নামে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড তুলে নিয়ে এসেছিল সে তার সঙ্গে। হাত-ব্যাগের মধ্যে রাখা পাঁচ হাজার পাউণ্ডের বিলগুলোর উপর হাত রেখে মেয়েটি বলে, 'টাকার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না, তোমার প্রয়োজনীয় টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'গুড গার্ল!' পুরুষ সঙ্গীটি তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে

বলে, 'লক্ষ্মী মেয়ে, আগে বলনি কেন ? টাকার ব্যবস্থা তুমি করতে পারবে জানলে অনেক আগেই পাসপোর্টের ব্যবস্হা করতে পারতাম। যাই হোক, পাসপোর্টের অফিসে যাওয়ার আর কোনো বাধাই থাকবে না। আগামী সোমবারই আমরা পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছি, কেমন ?'

'উঃ কি মজা', মেয়েটি আনন্দে দুলে উঠল, তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, ওটা যদি ট্রেনের কামরা না হতো, ওটা যদি চলার পথ হতো তাহলে অবশ্যই নেচে উঠত সে। সত্যি মেয়েটিকে দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য খুব খুশি সে...'

'তারপর ?'

'তারপরেই ইস্টবোর্ন' স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। ট্রেন থেকে নেমে পড়ি। ওরা দু'জনেই ট্রেন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে কোথায় যে চলে যায় জানি না। এর পরের কথা আমি আর জানি না, বলতে পারব না স্যার !'

'ঠিক আছে মিঃ স্টুয়ার্ট", মিঃ স্মিথ বলে, 'এর পরের কাজ আশা করি আমরা সেরে নিতে পারব। তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ট্যাক্সির নম্বর আপনি লক্ষ্য করেছিলেন ?'

'না স্যার। ট্যাক্সির নম্বরটা তখন মনে রাখবার জন্য তেমন করে লক্ষ্য করিনি। তবে এখন ভাবছি, নম্বরটা মনে রাখলে আজ আপনাদের অনেক সুবিধে হতো, তাই না স্যার ?'

'তা হতো, তবে তার জন্য আপনার চিন্তার কিছু নেই, পুলিশ ঠিক সেই ট্যাক্সির খোঁজ পেয়ে যাবে।'

'তাহলে এখন আমি যেতে পারি স্যার ?'

'হ্যাঁ, আজ যেতে পারেন', মিঃ স্মিথ তার কব্জিঘড়ির দিকে এক-নজরে দেখে নিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি আপনার ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। ঠিক আছে, কাল সকাল দশটায় এখানে যে একবার আসতে হবে মিঃ স্টুয়ার্ট।'

'কিন্তু কেন বলুন তো !'

'মেয়েটির সেই সঙ্গী পুরুষটিকে আবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন ?'

'কেন পারব না। তার মুখটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তাকে দেখলে ঠিক চিনতে পারব।'

'ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, ঈশ্বরের দোহাই, আমার চোখ যেন ভুল না করে।'

'তাহলে ঐ কথা রইল মিঃ স্টুয়ার্ট, কাল সকাল দশটায় আপনি এখানে আসছেন, ও. কে.।'

হেনরি স্টুয়ার্ট চলে যেতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের প্রধান আর্থার স্মিথ ফোনে যোগাযোগ করল ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ডোনাল্ড ম্যাক-ওয়ার্থের সঙ্গে।

'মিঃ ম্যাকওয়ার্থ, অভিনন্দন জানাই, সত্যিই আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়'—

'আমার বুদ্ধির, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার—'

'কেন, আজ প্রভাতী সংবাদপত্রগুলোতে আপনি মিস্ এমিলি কেয়ির নিখোঁজ হওয়ায় বিজ্ঞাপন দেননি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দিয়েছিলাম বৈকি! তা কেউ খবর দিতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ গত শুক্রবার মেয়েটিকে একটি পুরুষের সঙ্গে ট্রেনে ইস্ট-বোর্ন স্টেশনে যেতে দেখেছিল একজন যাত্রী। সেই যাত্রীটা তাদের পাশের আসনেই বসেছিল।' তারপর সংক্ষেপে হেনরি স্টুয়ার্টের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল বলল সে। 'শুনুন মিঃ ম্যাকওয়ার্থ, এখন আমাদের সামনে দুটো কাজ—একটা কাজ হলো, ইস্টবোর্ন স্টেশনে গিয়ে সেই ট্যাক্সি চালকের খোঁজ করা। ট্যাক্সি চালককে জেরা করে জানতে হবে, গত শুক্রবার রাতে সে তাদের কোথায় রেখে এসেছিল। জায়গাটার খোঁজ পেলে সম্ভব হলে আজ রাতেই সেখানে তদন্ত চালাতে হবে। মনে হয় তারা দুজনেই সেখানে অভিসারে মত্ত এখনো।'

'না স্যার—তারা এখন আর জোড়ে নেই -'

'তার মানে?'

'তার পুরুষটি ফিরে এসেছে। সে এখন লণ্ডনেই আছে। আর—'

'আর সেই মেয়েটি, মানে মিস্‌ এমিলি কেয়ি ?'

'তার ভাগ্যে কি ঘটেছে জানি না স্যার।' ম্যাকওয়ার্থ বিষণ্ণ গলায় বলে, 'মনে হয়, ইস্টবোর্নের কোথাও তার ভাগ্য তাকে বিমুখ করে থাকবে।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে রাতের দিকে আপনাকে ইস্টবোর্ন থেকে ফিরে এসে আমার তদন্তের রিপোর্ট দেবো। তখন সঠিক চিত্রটা তুলে ধরতে পারব বলে আশা করি। ছাড়ছি স্যার, বাই—'

মফঃস্বল শহর ইস্টবোর্ন লণ্ডনের মতো বিরাট শহর নয়। তাই শুক্রবার যে ট্যাক্সিচালক মিস্‌ এমিলি এবং তার সেই সঙ্গী পুরুষটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে অল্পক্ষণের চেষ্টায় খুঁজে বার করল ম্যাকওয়ার্থ। ট্যাক্সিচালকের কাছ থেকেই সে জানতে পারল গত শুক্রবার একটি যুবতী এবং তার সঙ্গী পুরুষকে সেখানকার নামকরা ল্যাংনে বাংলোয় ছেড়ে এসেছিল। সে আরো বলে, পরদিন সকালে সে তার ট্যাক্সিতেই মেয়েটির পুরুষ সঙ্গীটিকে ল্যাংনে বাংলো থেকে ইস্টবোর্ন স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যায়।

'তাকে একলা দেখে তোমার সন্দেহ হয়নি আলফ্রেড ?'

'না বলব না স্যার, সন্দেহ হয়েছিল।' ট্যাক্সিচালক আলফ্রেড অকপটে বলে, 'তবে ভাবলাম, মেয়েটি বোধহয় কাল রাতেই অন্য ট্যাক্সিতে চড়ে ফিরে গিয়ে থাকবে। এ রকম ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। মেয়েটিকে দেখেই মনে হয়েছিল, সে বিবাহিতা নয়। কোন্‌ অবিবাহিতা মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে একটা নির্জন বাংলোয় রাত কাটাতে চায় বলুন ?'

'তা ঠিক আলফ্রেড, তুমি এক কাজ করো, আমি আমার পুলিশ জীপ নিয়ে যাচ্ছি ল্যাংনে বাংলোয়। তুমি বরং ইস্টবোর্ন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ইন্সপেক্টর মড মার্সকে গিয়ে খবর দাও, সে যেন

এখনি তার দলবল নিয়ে সেই বাংলোয় গিয়ে হাজির হয়। ও. কে. ?'

'ঠিক আছে স্যার, আমি এখনি ইষ্টবোর্ন পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি।'

ল্যাংনে বাংলোর কেয়ারটেকার সিডনি ফক্স পুলিশের লোক দেখে খুব খাতির করে তার অফিস ঘরে বসাল। গদগদ হয়ে বলল, 'বলুন স্যার, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ?'

'একটি মেয়ের খোঁজে এসেছি।'

'মিস্ এমিলি কেয়ির খোঁজে ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনি দেখছি আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন !'

'হ্যাঁ স্যার। গত শুক্রবার মেয়েটি এখানে এসে উঠেছিল একজন পুরুষের সঙ্গে।'

'তা তার সেই সঙ্গী পুরুষটি, এখানে এসে এক ট্যাক্সিচালকের মুখ থেকে শুনলাম, পুরুষটি নাকি একাই ফিরে যায়। সঙ্গে মিস্ কেয়ি ছিলো না, এ কথা কি ঠিক ?'

'ঠিক কি বেঠিক, তা তো বলতে পারব না স্যার। আমিও শুনেছি, ফার্স্ট ট্রেনটা ধরার জন্য হয়তো তারা, মানে আপনার কথায় সেই পুরুষ সঙ্গীটি খুব ভোরে এখান থেকে চলে যায়। আমি তাদের এখানে আসতে দেখলেও ফিরে যেতে দেখিনি। তাই বলতে পারব না, পুরুষটির সঙ্গে মেয়েটি ফিরে গিয়েছিল কিনা।'

'না, ফিরে সে যায়নি। মেয়েটি এখানেই আছে।' জোর দিয়েই বলল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ।

'মেয়েটি এখানেই আছে ?' অবাক হয়ে কেয়ারটেকার সিডনি ফক্স বলল। 'থাকলে তো এই তিনদিনে আমি তাকে একবার অন্তত দেখতে পেতাম স্যার।'

'জীবিত থাকলে তবে তো দেখতে পেতেন ?'

'কি বলছেন স্যার ?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি মিঃ ফক্স !' ম্যাকওয়ার্থ বলে,

'আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে বেচারী মিস্ এমিলি কেোয় এখন মৃত। আর সে খুন হয়েছে—' মেয়েটির সঙ্গে করে আনা পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কথা মনে পড়ে গেলো তার। অতো টাকার লোভ কি কারোর পক্ষে সামলানো সম্ভব? বিশেষ করে যদি কারোর প্রয়োজন থাকে, এবং যদি কেউ কারোর টাকা আত্মসাৎ করার মতলব নিয়ে এখানে এসে থাকে!

'স্যার!' কেয়ারটেকার সিডনি ফক্স-এর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো ম্যাকওয়ার্থ।

'ও হ্যাঁ। আমি দুঃখিত মিঃ ফক্স।' সামলে নিয়ে সে বলে, গত শুক্রবার যে কামরায় সে উঠেছিল, লোকটি চলে যাওয়ার পর অন্য কোনো ট্যুরিস্টকে সেই ঘরটা ভাড়া দিয়েছিলেন?'

'না স্যার। ওরা চলে যাওয়ার পর সেই যে দরজায় তালা ঝুলিয়েছিলাম, তেমন রয়েছে। চলুন, ঘরটা খুলে দিচ্ছি।'

সিডনি ফক্সকে অনুসরণ করল ম্যাকওয়ার্থ।

ঘরটা খুলতেই প্রথমেই ম্যাকওয়ার্থ ছুটে গেলো ঘরের তেতরে। না, কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেলো না। বাথরুম, বসবার ঘর, কোথাও নেই সে, জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায়। সব শেষে শয়ন-কক্ষে ঢুকতেই চমকে উঠল সে। বিছানায় চাপ চাপ রক্ত। ঘরের মেঝের উপরেও ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। সেই রক্তের দাগ অনুসরণ করে ঘরের এক কোণায় রাখা প্রমাণসাইজের একটা ফ্রীজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাকওয়ার্থ। রক্তের শেষ ফোঁটার দাগটা সেখানেই শেষ হয়েছিল। ম্যাকওয়ার্থের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রীজের ডালাটা খুলে ফেলল সে। ডালাটা খোলামাত্র একটা মেয়ের দোমড়ানো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল ম্যাকওয়ার্থ। মেয়েটির মুখটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। তাকে চিনতে পারছিল ম্যাকওয়ার্থ। ধারালো ছুরি জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে মেয়েটির কণ্ঠনালীর উপর আঘাত করা হয়ে থাকবে। কণ্ঠনালী প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলেই তার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ে দেহটা প্রায় রক্ত-শূন্য হয়ে যায়। এছাড়া মেয়েটির বুকে পিঠে এবং পেটে বার বার সেই ধারাল ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর তার মৃত্যু হয়ে থাকবে।

ততক্ষণে ইস্টবোর্ন পুলিশ স্টেশন থেকে ইন্সপেক্টর মড মার্স তার দলবল নিয়ে ল্যাংনে বাংলোয় এসে হাজির হলো।

'আপনারা এসে গেছেন ?' ইন্সপেক্টর মড মার্সকে দেখামাত্র ম্যাকওয়ার্থ বলে উঠল, 'এই ঘরের সম্ভাব্য জায়গা আর মৃতদেহের ছবি তোলার ব্যবস্থা করে মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করার ব্যবস্থা করুন। ফটো, ফরেনসিক আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। ও. কে. ?'

'হ্যাঁ স্যার, যথাসময়ে ওগুলো পাঠিয়ে দেবো।' বলল মড মার্স।

৬ জানুয়ারী বুধবার ঠিক সকাল দশটায় প্যাট্রিক হারবার্ট ম্যাহনের অফিসে গিয়ে হাজির হলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আর্থার স্মিথ, ভিক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ হেনরি স্টুয়ার্টকে সঙ্গে নিয়ে।

সেলস্ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতেই হেনরি স্টুয়ার্টকে দেখে প্যাট্রিক বলে উঠল, 'আপনি এখানে ? আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ?'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক মিঃ ম্যাহন।' হেনরি বলে, গত শুক্রবার ১ জানুয়ারি ট্রেনে ইষ্টবোর্ন যাওয়ার পথে আপনাদের কামরায় আমাকে দেখে থাকবেন। ঐদিন আপনিও তো ঐ ট্রেনে যাচ্ছিলেন, তাই না ?'

'না, হ্যাঁ মানে—' প্যাট্রিক কী যেন বলতে যায়—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই লোক স্যার', স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রধান আর্থার স্মিথের দিকে ফিরে হেনরি স্টুয়ার্ট চিৎকার করে উঠল, 'গত শুক্রবার ট্রেনে ইস্টবোর্ন যাচ্ছিল, ওর সঙ্গে একটি মহিলা ছিলো—'

'সেই মহিলা—মিস্ এমিলি কেয়ি খুন হয়েছে', ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডোনাল্ড ম্যাকওয়ার্থ এবার মুখ খুলল, 'তাকে হত্যা করার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে মিঃ ম্যাহন।'

চলে আসার সময় রিসেপশনিস্ট মিস্ ডলি মার্গারেটের ডেস্কের সামনে মুহূর্তের জন্য থেমে ম্যাকওয়ার্থ বলল, 'আপনার সহযোগিতার জন্য অজস্র ধন্যবাদ মিস্ মার্গারেট।'

মৃদু হেসে পরক্ষণেই হাতে হাতকড়া অবস্থায় প্যাট্রিককে দেখা মাত্র মিস্ মার্গারেট ঘৃণায় তার মুখটা ফিরিয়ে নিলো। তারপর ম্যাকওয়ার্থের দিকে ফিরে সে বলল, 'দেখবেন মিঃ ম্যাকওয়ার্থ, ঐ খুনীর যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়।'

আদালতের বিচারে মিস্ এমিলি কেয়িকে হত্যা, এবং তার পাঁচ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে প্যাট্রিক ম্যাহনকে ফাঁসির আদেশ দেন বিচারপতি হেনরি কারটিস বেনেট। গত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ তার ফাঁসি হয়ে যায়।

আমেরিকার মিসিগান পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে

তিনে নেত্র

“হ্যালো ইন্সপেক্টর, আমি নার্স ডোজা কথা বলছি, মিসিগানের বেবলি নার্স ট্রেনিং সেণ্টার থেকে বলছি, আমার সহকর্মিনী নার্স ক্যারল লেপস্কি খুন হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সেণ্টারেই ! আমাদের রেস্ট-রুমে। এখনি চলে আসুন স্যার………”

আজ থেকে এক দশকের বেশী হবে ১৯১৩ সালের ১০ আগস্ট নিউ ইয়র্কের মিসিগান পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত বেবলি নার্স ট্রেনিং সেণ্টারে ভোরের আলো ফুটে উঠতে-না-উঠতেই একরাশ আঁধার নেমে এলো, চোখ ঝাপসা হওয়ার মতো আঁধার। চোখ বন্ধ করলে দম বন্ধ হয়ে আসে, আবার চোখ মেলে তাকালে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়—সেই দৃশ্যটা এমনি ভয়ঙ্কর, বীভৎস, ভয়াবহ !

নার্স ডোজা তার ডিউটি সেরে নার্সদের রেস্ট-রুমের দিকে এগিয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে শ্লথ গতিতে সকাল ছ'টার ডিউটি শেষ করে। কোনো তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই, তাই সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। রেস্ট-রুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে তার নার্স কোয়ার্টারে ফিরে যাবে—তারপর টানা চার ঘণ্টা ঘুম—এটাই তার প্রতিদিনের রুটিন রাতের ডিউটি সারার পর। তাছাড়া তার সহকর্মিনী ক্যারল লেপস্কির এখন নার্সদের রেস্ট-রুমে বিশ্রাম নেওয়ার কথা, তার ডিউটি শেষ হয় গতকাল রাত দশটার সময়। নার্স কোয়ার্টারে আর ফিরে যায়নি সে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডোজা রাতের ডিউটি সেরে ফিরে এলে তারা দু'জন এক সঙ্গে তাদের কোয়ার্টারে ফিরে যাবে, এই রকম ব্যবস্থা ছিলো। সেই মতো ডোজা রেস্ট-রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্যারল এবং ডোজা দু'জনেরই বয়স উনিশ। তারা দু'জনেই এক সঙ্গে, গ্র্যাজুয়েট হয় এবং বেবলি নার্স ট্রেনিং সেণ্টারে নার্সের ট্রেনিং নিচ্ছে।

মাত্র ছ'মাস হলো তারা এই সেণ্টারে যোগ দিয়েছিল। তবে

ইতিমধ্যে উভয় বন্ধুরাই কিছু-না-কিছু উপার্জন করতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে ট্রেনিং সেণ্টারের প্রধান ডঃ মাজোর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিল তারা। তার জন্যই এত তাড়াতাড়ি চাকরি পেতে সমর্থ হয়। বেশির ভাগ সময় তারা দু'জনেই এক সঙ্গে রাতের শিফ্‌ট-এ ডিউটি দিয়ে থাকে। কদাচিৎ দু'জনের মধ্যে যদি কারোর রাতের ডিউটি থাকে, সে তখন নার্সদের রেস্টরুমে অপেক্ষা করে থাকে, ট্রেনিং সেণ্টার ছেড়ে চলে যায় না, সকালে বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। এই সপ্তাহে একা ক্যারল লেপস্কির রাতের ডিউটি ছিলো—রাত আটটা থেকে দু'টো পর্যন্ত। ডিউটি শেষে রেস্ট-রুমে তার যাওয়ার কথা—সেখানে সকাল ছ'টা পর্যন্ত ঘুমোবে সে, তখন ডোজা এসে তার সঙ্গে মিলিত হবে। তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে দুই বন্ধু তাদের কোয়ার্টারে ফিরে যাবে। আর ডোজার যখন রাতের শিফ্‌ট-এ ডিউটি থাকবে তখন এই একই রুটিনমাফিক কাজ হবে।

১০ আগস্ট সকালে ডোজা তার ডিউটি সেরে রেস্ট-রুমের দিকে এগিয়ে যায় ক্যারলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য। গত রাত্রে অর্থাৎ ৯ আগস্ট ক্যারলের রাতের শিফ্‌ট-এ ডিউটি ছিলো।

নার্সদের রেস্ট-রুম ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, দরজায় বেশ কয়েক বার নক করার পর ডোজা কিংবা ক্যারল যেই তখন ঘরে থাকুক না কেন, ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আজ? তার ব্যতিক্রম হলো। মাত্র একবার নক্ করার পর দরজা ভেতর থেকে ভেজানো দেখে অবাক হলো ডোজা, এরকম তো হওয়ার কথা নয়! তার মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগল, সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও দেখা দিলো তার মানে। ভয় বুকে চেপে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দরজা সম্পূর্ণ খুলে ঘরের ভেতরে বিছানার উপর তার চোখ পড়তেই সহসা আঁতকে উঠল সে, চোখ দুটো তার স্থির, অচঞ্চল।

তার সেই আর্ত চিৎকার শুনে বহু লোক ছুটে এলো রেস্ট-রুমের সামনে। আর যারা প্রথমে ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছিল, তারা বিছানার দিকে তাকাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিছানার উপর অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ক্যারল লেপস্কি। তাড়াহুড়ো করে

সে যেন পোশাক গায়ে চাপিয়ে ছিল, একটা বিশৃঙ্খলতার ছাপ ছিলো তার পোশাকে। তার চোখ ও মুখ খোলা। তার বিস্ফারিত চোখ দেখে মনে হয় আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে সে। ডাক্তার কেন, সাধারণ মানুষও যদি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে, নিঃসংকোচে বলে দেবে, মৃত সে। অনেক মানুষের ভিড় ঠেলে কোনো রকমে রেস্ট-রুমে প্রবেশ করে ক্যারল লেপস্কিকে পরীক্ষা করে দেখলেন ডঃ ডেনিস। তারমুখ গম্ভীর হলো, সেই সঙ্গে একটা আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে-মুখে। মুখে কিছু বলল না, তবে সে তার কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলো—ক্যারল মৃত, তার দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। সামনেই একটা সাদা চাদর পড়েছিল। সেটা টেনে নিয়ে ক্যারলের দেহটা আপাদমস্তক ঢেকে দিলো ডঃ ডেনিস। ট্রেনিং সেন্টারের প্রধান ডঃ মাজোকে ফোনে ঘটনার কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে মিসিগান পুলিশ স্টেশনে ফোন করতে গেলে ডোজা বলে উঠল, 'আমি আগেই পুলিশে খবর দিয়েছি স্যার।'

'বুদ্ধিমতীর মতোই কাজ করেছ।'

রেস্ট-রুম থেকে উপস্থিত লোকগুলোকে হটাতে গিয়ে ডঃ ডেনিস বলল, 'পুলিশ না-আসা পর্যন্ত ঘরের কোনো জিনিষে কেউ হাত দেবেন না, আর দয়া করে আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।'

প্রায় একই সঙ্গে ডঃ মাজো এবং মিসিগান পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর ক্যাপ্টেন হেনরি তার দলবল সঙ্গে নিয়ে সেই ট্রেনিং সেন্টারে এসে হাজির হলো।

ট্রেনিং সেন্টারের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিল ডঃ ডেনিস এবং নার্স ডোজা। ইন্সপেক্টর ক্যাপ্টেন হেনরিকে পুলিশের গাড়ি থেকে নামতে দেখেই প্রথম এগিয়ে যায় ডঃ ডেনিস, তাকে অনুসরণ করে নার্স ডোজা।

ডোজাই প্রথমে কথা বলল, 'হ্যালো ইন্সপেক্টর—'

'আমার নাম ক্যাপ্টেন হেনরি', নিজের পরিচয় দিয়েই ডোজাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামই তো ডোজা, আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই ক্যাপ্টেন হেনরি। আমিই আপনাকে প্রথমে

ফোন করি। আপনি এসে গেছেন, ভালই হয়েছে। আমার মাথা থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেছে!' তারপর সে জিজ্ঞেস করল, কে প্রথম ক্যারলকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান আপনাদের মধ্যে?'

'সবাই সবার দিকে তাকাতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। কেউ বলতে পারে না, কে প্রথম ক্যারলকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়?'

একটু ইতস্ততঃ করে ডোজা এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আমি, হ্যাঁ, আমিই প্রথমে দেখি। ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। সাহায্যের জন্য আমি তখন চিৎকার করে উঠি। আমার আর্ত চিৎকার শুনে ট্রেনিং সেণ্টারের লোকজন ছুটে আসে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রথমেই আপনাদের ফোন করি, তারপর ডঃ ডোনিসকে।'

'ঠিক কি রকম অবস্থায় আপনার সহকর্মিনী মিস্ ক্যারল লেপস্কিকে দেখেন?'

'রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়েছিলো সে।'

'এখনো ঠিক তেমনি অবস্থায় পড়ে আছে তো সে?'

'হ্যাঁ। আপনাদের তদন্তের কথা মনে রেখেই আমি কাউকে তার মৃতদেহ স্পর্শ করতে দিইনি। অবশ্য পরে ডঃ ডোনিস তাকে পরীক্ষা করার জন্য স্পর্শ করেছিলেন', এই বলে ডঃ ডোনিসের দিকে ফিরে তাকাল ডোজা।

'ভাল কথা', ক্যাপ্টেন হেনরি জিজ্ঞেস করল, 'ডঃ ডোনিস আসার আগে আপনি কি করে বুঝলেন, মিস্ ক্যারল লেপস্কি মৃত?'

'দেখুন, আমরা নার্স। প্রায় রোজই এখানে একটা-না-একটা মৃত্যুর দৃশ্য দেখছি, তাই কে মৃত, আর কেই বা জীবিত, সেটা চিনতে আমাদের একটুও ভুল হয় না।'

'তাই বুঝি!' ক্যাপ্টেন হেনরি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি যখন মিস্ লেপস্কির মৃতদেহ আবিষ্কার করেন, তখন আশে-পাশে অন্য কোনো নার্স কিংবা ট্রেনিং সেণ্টারের কোনো কর্মচারী ছিলো?'

'না।'

'কেউ না?'

'না, বললাম তো', একটু বিরক্ত হয়েই বলল ডোজা।

'মিস্ লেপস্কির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ!'

'স্কুল-জীবন থেকে। তারপর থেকে গতকাল পর্যন্ত আমরা

কেউই কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আজ—' কান্নায় ডোজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

'আপনার বন্ধুকে কে হত্যা করতে পারে বলে আপনার মনে হয় মিস্ ডোজা ?'

'হ্যাঁ, না, মানে কাকে সন্দেহ করব বলুন ? মিত্রর ছদ্মবেশে কেউ শত্রুতাও তো করতে পারে ?'

'তা পারে।' মাথা নেড়ে, ক্যাপ্টেন হেনরি বলল, 'কিন্তু আমি বলছিলাম কি, ধরুন কোনো বয়ফ্রেন্ড আপনার বন্ধুকে ভালবাসত, আর আপনার বন্ধুও তাকে ভালবাসত। তবে কোনো কারণে তাদের দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। আর সেই কারণে বয়-ফ্রেণ্ডটি মিস্ লেপস্কিকে হত্যাও তো করতে পারে, পারে না ?'

'তা পারে। তবে আমি যতদূর জানি—'

'কি জানেন মিস্ ডোজা ?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন হেনরি। 'থামলেন কেন, বলুন !'

'মাইকেল স্মিথ অত নিষ্ঠুর নয় !'

'কে এই মাইকেল স্মিথ ? আপনার বন্ধুর বয়ফ্রেণ্ড ?'

'হ্যাঁ।'

'তা এই মাইকল ছেলেটির সম্পর্কে আপনার এরকম বদ্ধমূল ধারণা কি করে হলো জানতে পারি ?'

'কারণ সে আমারও বন্ধু।'

'শুধুই বন্ধু ? না, অন্য আর কিছু মিস্ ডোজা ?'

'জানি না, এই মুহূর্তে আমার মাথায় কিছুই আসছে না। ক্যারলকে আমি কতো যে ভালবাসতাম বোঝাতে পারব না। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন হেনরি। আমার যা বলার আমি বলেছি। আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না।'

'ঠিক আছে, আর মাত্র একটা প্রশ্ন করতে চাই। মাইকেল স্মিথের ঠিকানাটা দেবেন ?'

'কেন, ওকে এর মধ্যে আবার জড়াচ্ছেন কেন ?' প্রতিবাদ করে উঠল ডোজা। 'আপনি কি ওকে সন্দেহ করেন ?'

'সন্দেহ। তা পুলিশের কাজই হলো সম্ভাব্য সবাইকে সন্দেহ করা। এমনকি আপনাকেও আমরা সন্দেহ করি মিস্ ডোজা!'

'সেকি! আ—আমি তো···'

'ঘাবড়াবেন না,' মৃদু হেসে ক্যাপ্টেন হেনরি বলে, 'এটা একটা কথার কথা মাত্র। যাইহোক, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আশাকরি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।'

'নিশ্চয়ই', মাথা নেড়ে মাইকেল স্মিথের ঠিকানা বলল ডোজা।

ক্যাপ্টেন স্মিথ তার নোটবুকে মাইকেলের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে এবার ডঃ ডেনিস এবং ডঃ মাজোর দিকে ফিরে কি যেন বলতে যায়, আর তখনি ডোজা বলে উঠল, 'আমরা এসে গেছি ক্যাপ্টেন হেনরি।'

থমকে দাঁড়িয়ে পরে ক্যাপ্টেন হেনরি সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখল নার্সদের রেস্ট-রুম। ঘরটা বন্ধ করে গিয়েছিল ডোজা ডঃ ডেনিসের পরামর্শমতো। সে তার পার্স থেকে চাবি বার করে রেস্ট-রুমের দরজা খুলে বলল, 'আসুন ক্যাপ্টেন হেনরি।'

ক্যাপ্টেন হেনরি তার দলবল নিয়ে রেস্ট-রুমের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তাকে অনুসরণ করল ডঃ ডেনিস এবং ডঃ মাজো।

ঘরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন হেনরি নিহত ক্যারল লেপস্কির শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়াল। ক্যারলের রক্তাক্ত শরীরটার দিকে তাকাতে গিয়েই চমকে উঠল সে। উঃ কী বীভৎস দৃশ্য! কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন, মনে হয় ছুরি জাতীয় কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার কণ্ঠনালী ছিদ্র করা হয়ে থাকবে, আর সেই কারণেই অত রক্ত ঝরে পড়েছে তার দেহ থেকে। মাথাটা বিছানা থেকে ঝুলছিল। বিস্ফারিত চোখ, হাঁ-করা মুখ, আলুথালু কেশ, অবিন্যস্ত পোশাক। দেখে মনে হয়, মৃত্যুর আগে আততায়ীর সঙ্গে তার জোর ধস্তাধস্তি হয়ে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আততায়ীর পাশব শক্তিই জয়ী হয়ে থাকবে, উনিশ বছরের সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত মেয়ে ক্যারলকে হার মানতে হয়েছিল তার আততায়ীর কাছে।

কাল বিলম্ব না করে ক্যাপ্টেন হেনরি তার তদন্তের কাজ শুরু

করে দিলো। পুলিশ ফটোগ্রাফার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যারলের মৃতদেহ এবং ঘরের ফটো তুলতে থাকে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও চুপ করে বসে থাকে না, সে তার কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ওদিকে পুলিশ ডাক্তার ডঃ ড্যানিয়েল মৃতদেহ পরীক্ষা করে সাফ জানিয়ে দিলো, 'এটা একটা পরিষ্কার দৈহিক অত্যাচারের কেস। আততায়ী প্রথমে মেয়েটির উপর দৈহিক অত্যাচার চালায়, তারপর লোক জানাজানির ভয়ে তাকে হত্যা করে চিরদিনের মতো তার মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।'

'হুম...এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আততায়ী নিহত মিস্ ক্যারল লেপস্কির পরিচিত ছিলো।' ক্যাপ্টেন হেনরি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘরের চারপাশ পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে পুলিশ ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল ঃ

'ডাক্তার, তোমার অনুমান যথার্থ। তবে সেই সঙ্গে আমার আরো মনে হয়, খুনী অত্যন্ত চতুর। দেখছ না, আমাদের জন্য কোন ক্লু-ই সে রেখে যায়নি! এখন খুনীকে ধরার একটাই রাস্তা পড়ে আছে—হাতের কিংবা পায়ের ছাপ সংগ্রহ করা।' তারপর সে পুলিশ ফটোগ্রাফারের দিকে ফিরে বলল, 'মিঃ ডেভিড, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফটো-প্রিণ্টগুলো ডেভেলপ করার চেষ্টা করবে, আর দেখবে, যত বেশী সম্ভব হাতের ছাপ পাওয়া যায়।'

'ও. কে. স্যার।'

ক্যারল লেপস্কির মৃতদেহ পোষ্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ডক্টরস চেম্বারে গিয়ে ঢুকল ক্যাপ্টেন হেনরি। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ডঃ মাজো এবং ডঃ ডেনিস। সেখানে ডঃ ডেনিস এবং ডঃ মাজোর জবানবন্দী নিতে হবে, ভাবল ক্যাপ্টেন হেনরি। মিস্ ডোজাকে তার আর দরকার ছিলো না—কারণ রেস্ট-রুমে প্রবেশ করার আগেই যা জানার দরকার ছিলো তার কাছে থেকে সব কিছু জেনে নিয়েছে ক্যাপ্টেন হেনরি।

ডক্টরস চেম্বারে প্রবেশ করার আগে মিস্ ডোজার উদ্দেশে বলল ক্যাপ্টেন হেনরি, 'মিস্ ডোজা, এখন আপনি আপনার কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, পুলিশ কিংবা এই

ট্রেনিং সেণ্টারের বিনা অনুমতিতে বাইরে কোথাও যাবেন না, বুঝলেন ?'

ডোজা মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।' বিষন্ন মনে ডোজা তার কোয়ার্টারে ফিরে যায়।

প্রথমেই ডঃ মাজোর জবানবন্দী নিলেন ক্যাপ্টেন হেনরি।

'ডঃ মাজো, আপনি এই ট্রেনিং সেণ্টার ছেড়ে শেষ কখন চলে যান ?'

'গতকাল সন্ধ্যায় (৯ আগস্ট) তখন সাতটা হবে, এই ট্রেনিং সেণ্টার থেকে আমি সোজা চলে যাই নাইট ক্লাবে। তারপর রাত ন'টায় নাইট ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে যাই। নৈশভোজের পর ঘুমিয়ে পড়ি। আজ সকালে ট্রেনিং সেণ্টারে আসার জন্য তৈরি হচ্ছি, সেই সময় ফোনে ডঃ ডেনিস দুর্ঘটনার কথা আমাকে জানালো। তারপরেই আমি এখানে চলে আসি।'

ডঃ মাজোর জবানবন্দীমতো ধরেনেওয়া যায় যে, তার এ্যালিবাই যথেষ্ট। গতকাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে আজ সকাল সাতটা পর্যন্ত ট্রেনিং সেণ্টারের ধারে কাছে ছিলো না সে। পুলিশ ডঃ ড্যানিয়েলের মতে মিস্ ক্যারল লেপস্কির মৃত্যু হয়েছে রাত আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। ট্রেনিং সেণ্টারের মেট্রন ডায়নার রিপোর্ট হলো, রাত দুটোর পর মিস্ লেপস্কির নাইট শিফ্ট-এর ডিউটি শেষ হতেই সে সোজা চলে যায় রেস্ট-রুমে বাকি রাতটুকু সেখানে কাটাবার জন্য। অতএব ডঃ মাজোকে খুনের দায় থেকে রেহাই দেওয়া যায় অনায়াসে, মনে মনে ভাবল ক্যাপ্টেন হেনরি।

মৃদু হেসে ক্যাপ্টেন হেনরি বলল, 'হ্যাঁ, ডঃ মাজো, আপনাকে আর বেশীক্ষণ ধরে রাখব না, আপনার তো আবার এখানে ডিউটি আছে!'

'হ্যাঁ, 'উঠে দাঁড়িয়ে ডঃ মাজো বলে, 'আপনার অশেষ দয়া—'

'না, না, সে সব কিছু নয়, ক্যাপ্টেন হেনরি তার শেষ কাজটুকু সেরে নেওয়ার জন্য বলল, 'আচ্ছা ডঃ মাজো, মিস্ লেপস্কির খুনের ব্যাপারে আপনার কাকে সন্দেহ হয় ?'

'সন্দেহ ?' কি যেন চিন্তা করল সে।

'হ্যাঁ, ভাল করে ভেবে বলুন।'

'না, এর মধ্যে ভাববার আবার কি আছে বলুন?' সহজ ভঙ্গিমায় ডঃ মাজো বলল, 'মিস্ ক্যারল লেপস্কির বয়ফ্রেন্ড মাইকেল স্মিথ ছাড়া অন্য আর কে হতে পারে বলুন?'

'তা এ রকম সন্দেহ আপনার হলো কেন জানতে পারি ডঃ মাজো?'

'নিশ্চয়ই! ইদানীং, ক্যারল তার ডিউটিতে ঠিক মতো আসছিল না।' তাছাড়া, ডিউটি শেষ হওয়ার অনেক আগেই ট্রেনিং সেন্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। মনে হয় সে তার ঐ প্রেমিক মাইকেলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।'

'ওঃ তাই বুঝি!'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে বলে ডঃ মাজো, 'আমার ধারণা, মাইকেল নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কথা বলে থাকবে! কিন্তু ক্যারল রাজি হয়নি। হয়তো ক্যারল শাসিয়ে থাকবে, তাদের প্রেমের ব্যাপারটা সে তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফাঁস করে দেবে। তাকে ভয় পেয়ে থাকবে মাইকেল। এদিকে মাইকেল তখন মিস্ ডোজার সঙ্গে নতুন করে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। দেখলেন না, আপনি যখন আন্দাজে বললেন, মাইকেলকে আপনি সন্দেহ করেন, তখন ডোজা কিভাবে আপত্তি জানিয়েছিল। দু'য়ে দু'য়ে চার, অঙ্কের মিলের মতো তাদের ব্যাপারটা "ত্রিভুজ" প্রেম হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর তাই কি মাইকেল তার পথের কাঁটা সরানোর জন্য মিস্ ক্যারল লেপস্কিকে সরিয়ে দিলো? অনুরূপভাবে মাইকেলকে পাওয়ার জন্য, মিস্ ডোজাও এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে, মনে রাখবেন ক্যাপ্টেন হেনরি।'

'হ্যাঁ, মনে থাকবে বৈকি ডঃ মাজো। আপনার যুক্তি কখনো মিথ্যে হয়? কিন্তু—'

'কিন্তু কি ক্যাপ্টেন হেনরি?'

'এখন দেখতে হবে মাইকেল স্মিথ আর মিস্ ডোজার সম্পর্কটা কতখানি মধুর!'

'সেটা জানতে খুব বেশী কষ্ট করতে হবে না', ব্যঙ্গের হাসি

হেসে ডঃ মাজো বলে, 'দেখুন এতক্ষণে ডোজা নিশ্চয়ই মাইকেলের কাছে গিয়ে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বসে আছে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাহলে আর বলছি কেন? আমি চিকিৎসক। মানুষের সাইকোলজি বেশ ভালভাবেই বুঝি। ডোজার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। মুখেই সে বলছিল, ক্যারল তার অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। বন্ধু না আর কিছু! শত্রু মশাই, শত্রু! পথের কাঁটা সরে যেতেই দেখলেন না ও কেমন ছটফট করছিল। ওর সেই ছটফটানি আর কিছু নয়, মাইকেলের কাছে কখন গিয়েও তাকে তার কৃতকর্মের তারিফ জানাবে, সেই চিন্তায় ছটফট করছিল আর কি!'

'আপনি দেখছি অনেকদূর ভেবে ফেলেছেন ডঃ মাজো, আমরা কিন্তু আপনার মতো অতো গতিশীল নই, আমাদের নীতি ধীরে চলা। অর্থাৎ সবুরে মেওয়া ফলানো।' বলে মৃদু হাসল ক্যাপ্টেন হেনরি। 'আপনি এখন যেতে পারেন ডঃ মাজো। প্রয়োজন হলে আবার আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। আর হ্যাঁ, আপনার একটু আগের পরামর্শের কথা অবশ্যই মনে থাকবে। তার জন্য ধন্যবাদ—'

ডঃ মাজো চলে গেলে পর ডঃ ডোনিসের সঙ্গে আলোচনায় বসল ক্যাপ্টেন হেনরি। ট্রেনিং সেন্টারটা প্রাইভেট হসপিটালও ছিলো। ডাক্তার আর নার্সরা রোগীদের দেখাশোনা করার জন্য রাতেও ডিউটি দিতো। ডঃ ডোনিস বেশীর ভাগ রাতের শিফ্‌ট-এ ডিউটি দিতো মেট্রন ডায়নার সঙ্গে। ডায়না নার্সদের ইনচার্জ।

মেট্রন ডায়না জেরার উত্তরে ক্যাপ্টেন হেনরিকে বলে, 'রাত দুটোর পর ক্যারল লেপস্কি তার নাইট শিফ্‌ট-এর ডিউটি শেষ করে আমার কাছে রিপোর্ট করতে আসে। রেস্ট-রুমে ঘুমোতে যাচ্ছে বলে যায় সে আমাকে। রাতের ডিউটি শেষ করে রেস্ট-রুমে নার্সদের বিশ্রাম নেওয়াটা যেহেতু একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য এ ব্যাপারে আমি তেমন মাথা ঘামাইনি তখন।'

'আপনি নার্সদের রেস্ট-রুম থেকে কোনো আওয়াজ কিংবা আর্ত চিৎকার শুনতে পাননি?' ক্যাপ্টেন হেনরি তাকে জিজ্ঞেস করল।

'না, শুনিনি তো।'

'শুনেছি আপনি রাত দুটো থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত সাতনম্বর ওয়ার্ডে ছিলেন, আর এই সাত নম্বর ওয়ার্ড রেস্ট-রুমের পাশেই। তবু কোনো আওয়াজ শুনতে পাননি?'

'না, বললাম তো শুনতে পাইনি। আসলে কোনো আওয়াজ হলে তবে তো শুনতে পেতাম।'

'তা অবশ্য ঠিক।' মাথা নেড়ে সায় দেয় ক্যাপ্টেন হেনরি। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জবানবন্দী নেওয়ার পর ক্যাপ্টেন হেনরি মিসিগান পুলিশ স্টেশনে ফিরে গেলো।

পুলিশ স্টেশনে ফিরতেই পুলিশ ফটোগ্রাফার ডেভিড ক্যাপ্টেন হেনরিকে জানিয়ে দিলো, ফটোগ্রাফ থেকে কারোর হাতের বা আঙুলের ছাপের চিহ্ন সে দেখতে পায়নি। খুনী অত্যন্ত চতুর। কোনো ক্লু কিংবা তার হাতের ছাপ কোথাও রেখে যায়নি। মনে মনে দারুণ বিরক্ত হলো সে। এর পর ফিরে আবার তদন্ত করার মতো তার মন কিংবা উৎসাহ বলতে আর কিছুই রইল না. এইরকম একটা কিছু যখন ভাবছিল ক্যাপ্টেন হেনরি, ঠিক তখনি তার চেম্বারে এসে পুলিশ ডঃ ড্যানিয়েল তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল।

'আচ্ছা ক্যাপ্টেন, মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের ডঃ হারবার্টের সঙ্গে আমরা দেখা করলে কেমন হয়?'

'তাতে কি এমন সাহায্য আমরা পেতে পারি বলো?' ড্যানিয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ক্যাপ্টেন হেনরি।

'হ্যাঁ, সাহায্য আমরা অবশ্যই পেতে পারি বৈকি!' মৃদু হাসল ডঃ ড্যানিয়েল।

'কি রকম?'

'মৃত ব্যক্তির চোখের মাইক্রোফটোগ্রাফ নিয়ে অপরাধীর সন্ধান করে দিতে পারেন ডঃ হারবার্ট। তারপর আমরা—'

ডঃ ড্যানিয়েল তার কথা শেষ করার আগেই ক্যাপ্টেন হেনরি লাফিয়ে উঠল তার আসন থেকে। হাসিমুখে বলল সে, 'ওহো, কি চমৎকার পরামর্শই না তুমি দিলে ডক্টর। এসো, এখনি যাওয়া যাক।'

ডঃ ড্যানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল ক্যাপ্টেন হেনরি। ওরা যখন সেখানে গিয়ে পেঁছাল, ঠিক তখনি ক্যারলের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ-কাটা টেবিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পোস্টমর্টেমের কাজ স্থগিত রেখে ক্যারলের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে তারা তখন ছুটল মেডিক্যাল রিসার্চ সেণ্টারে। সেখানে ডঃ হারবার্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্যাপ্টেন হেনরি তাকে সব খুলে বলল সংক্ষেপে। ক্যারল লেপস্কির মৃতদেহ গ্রহণ করে ক্যাপ্টেন হেনরিকে ডঃ হারবার্ট প্রতিশ্রুতি দিলো, আগামীকাল আমার রিপোর্ট ঠিক তোমার কাছে পেঁছে যাবে ক্যাপ্টেন। তুমি এখন যেতে পারো।'

'ধন্যবাদ!'

মৃত ক্যারলের একটা চোখের মণি সংগ্রহ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলো ডঃ হারবার্ট। অক্ষি-পটের (রেটিনায়) উপর প্রতিফলিত ছবি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটা ফটোপ্লেটে স্থানান্তরিত করল ডঃ হারবার্ট। আর সেটার মাইক্রোফটোগ্রাফ নেওয়ার পর ফিল্ম-এ একটা মানুষের ছবি প্রতিফলিত হতে দেখা গেলো।

চোখের মাইক্রোফটোগ্রাফ নেওয়ার পর ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টে ক্যারলের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিলেন ডঃ হারবার্ট। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেলো। রিপোর্টে ক্যারলের কণ্ঠনালি ছিন্ন করে তাকে হত্যা করার কথা উল্লেখ ছিলো। তার মৃতুর সময় নির্দেশিত হয়েছে রাত তিনটে। তাকে খুন করার আগে দু'বার তার উপর দৈহিক অত্যাচার করা হয়। মৃত ক্যারলের বয়স উনিশ এবং দৈহিক অত্যাচার করার আগে পর্যন্ত কুমারী ছিলো সে।

১৯ আগস্ট পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং চোখের মাইক্রোফটোগ্রাফ ক্যাপ্টেন হেনরির কাছে পাঠিয়ে দিলো ডঃ হারবার্ট।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখার পর মাইক্রোফটোগ্রাফের উপর চোখ রাখতেই লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন হেনরি। আরে, এতো পরিচিত মুখ! পুলিশ স্টেশনে কাউকে সে তার আবিষ্কারের

কথা প্রকাশ করল না। সোজা সে তার চেম্বার থেকে পুলিশ জেলে ছুটে গেলো। আগের দিন সন্ধ্যায় ক্যারলের প্রেমিক মাইকেলকে গ্রেপ্তার করে—জেলে পুরে রেখেছিল সে। পুলিশ জেল থেকে মাইকেলকে সঙ্গে নিয়ে ছুটল বেবলি নার্সিং ট্রেনিং সেণ্টারে।

ডঃ মাজোর চেম্বারে মাইকেলকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকতেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ডঃ মাজো চিৎকার করে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন ক্যাপ্টেন।' মাইকেলকে দু'একবার ক্যারলের সঙ্গে ট্রেনিং সেণ্টারে দেখেছিল ডঃ মাজো, তাই তাকে সে চিনতে পারল। তা আমার কথা মতো মাইকেলকে গ্রেপ্তার করে ভাল কাজই করেছেন। আমি চাই প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হোক!'

'হ্যাঁ, আমরাও চাই মিস্ ক্যারল লেপস্কির প্রকৃত হত্যাকারীর শাস্তি হোক। তাই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি ডঃ মাজো!' বলল ক্যাপ্টেন হের্নারি।

'আমার কাছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ডঃ মাজো, 'আমার কাছে কেন? আমার কাছে কি এমন দরকার হলো আপনার?'

'দরকার আছে বলেই তো এসেছি ডঃ মাজো!' ক্যাপ্টেন হের্নারি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ঐ যে একটু আগে আপনি বললেন, প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার। তাই তো আপনার কাছে চলে এলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' মাইকেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ডঃ মাজো বলল, 'আসামীকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে ভালই করেছেন।'

'আসামীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, মানে?'

'কেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম না, মাইকেলই ক্যারলের খুনী'—

'না ডঃ মাজো, মাইকেল খুন করেনি!' তীক্ষ্নস্বরে বলল ক্যাপ্টেন হের্নারি।

'তাহলে কে, কে তাকে খুন করেছে ক্যাপ্টেন হের্নারি?'

'আ—আমি? কি যা-তা বলছেন?'

'যা-তা নয় ডঃ মাজো, একেবারে খাঁটি সত্য।' দৃঢ়স্বরে বলল ক্যাপ্টেন হেনরি।

'আমি যে ক্যারলকে খুন করেছি, তার প্রমাণ কি ?'

'প্রমাণ দেখবেন ?' পকেট থেকে ডঃ হারবার্টের মাইক্রো-ফটোগ্রাফটা বার করে ডঃ মাজোর টেবিলের উপর মেলে ধরল ক্যাপ্টেন হেনরি।

'সেকি ? এ যে দেখছি আমারই ফটো !' চমকে উঠল ডঃ মাজো। 'এ ফটো আপনি কোত্থেকে পেলেন ? আর আমার এই ফটোর সঙ্গে ক্যারল হত্যার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?'

'হ্যাঁ, পারে বলেই তো এসেছি এখানে', ক্যাপ্টেন হেনরি সংক্ষেপে আধুনিক ফটোগ্রাফির ব্যাখ্যা করে বলে, মৃত ক্যারলের চোখের অক্ষিপটে আপনার চেহারার নেগেটিভের কাজ করেছে। আপনি যখন তাকে হত্যা করেন, সে তখন বিস্ফারিত চোখে আপনার দিকে তাকিয়েছিল, আর তাতেই কাজ হয়, তার অক্ষিপটে আপনার ছবি উঠে যায়। পরে মেডিক্যাল রিসার্চ সেণ্টারের ডঃ হারবার্ট আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মাইক্রোফটোগ্রাফে আপনার ছবি তুলে নিতে সমর্থ হন। এই বছরেরই গোড়ার দিকে এই পদ্ধতিটা আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে, কাগজে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন ? এখন বলুন, এর থেকে বড় প্রমাণ কি হতে পারে ? এর পরেও কি আপনি অস্বীকার করবেন, ক্যারলকে আপনি হত্যা করেননি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে হত্যা করেছি', শেষ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ডঃ মাজো স্বীকার করল, 'আমার ভেতরের পশুটা জেগে ওঠার ফলে ক্যারলকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে উপভোগ করেছিলাম সেদিন। তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্যই ক্যারলকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।' এই পর্যন্ত বলে নীরব হলো ডঃ মাজো।

ক্যারল হত্যার অপরাধে ডঃ মাজোকে এবং হত্যার প্রমাণ লোপাটে তাকে সাহায্য করার জন্য মেট্রন ডায়নাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হাজতে চালান করার ব্যবস্থা করল ক্যাপ্টেন হেনরি। পরে ডঃ মাজোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন হেনরি জানতে পারে, ডঃ মাজো ছিলো চরিত্রহীন। রাতের ডিউটির সময় প্রায়ই

সে যুবতী নার্সদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। আর সেই সব নার্সরা লোকলজ্জার ভয়ে পুলিশকে তার সেই অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে ভয় পেতো। আর তার সেই পাশব প্রবৃত্তির কাজে সাহায্য করত মেট্রন ডায়না। ১০ আগস্ট এই ভাবেই মিস্ ক্যারল লেপাস্কিকে দু'বার দৈহিক অত্যাচার করে। ডঃ মাজো তার কাম চরিতার্থ করার পর রেস্টরুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় ক্যারল তাকে শাসায়, পুলিশের কাছে তার সেই জঘন্য কাজের কথাটা ফাঁস করে দেবে বলে। তাই সে মেট্রন ডায়নার কাছ থেকে অপারেশন করার ছুরি সংগ্রহ করে ফিরে যায় রেস্টরুমে, এবং সেই ধারালো ছুরির আঘাতে ক্যারলের কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর তার ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুণ ক্যারলের মৃত্যু ঘটে। তারপর ট্রেনিং সেন্টার থেকে রাতের অন্ধকারে চলে আসার সময় মেট্রন ডায়নাকে ঘটনার কথা বলে, তাকে সতর্ক করে দিয়ে যায়, সেই ঘটনার কথা সে যেন কারোর কাছে প্রকাশ না করে। তবে রেস্টরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে ডঃ মাজো তার রুমাল দিয়ে ঘরের মধ্যে যেখানে যেখানে তার হাতের ছাপ পড়েছিল মুছে দিয়ে আসে। এই কারণেই পুলিশ ফটোগ্রাফার ঘটনাস্থল থেকে তার হাতের কোনো ছাপ পায়নি।

আদালতের বিচারে ২৯ মার্চ, ১৯৮৩ সালে ক্যারল হত্যার অপরাধে ডঃ মাজোর ফাঁসির হুকুম দেন বিচারপতি। এবং খুনের প্রমাণ চেপে যাওয়ার অপরাধে মেট্রন ডায়নার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন বিচারপতি।

আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক পুলিশ স্টেশনের ডায়েরী থেকে

ডাকাত, ডাকাত, ডাকাত

সেদিন সকালে পোয়ারোর ফ্ল্যাটে বসে বেশ আড্ডা জমিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। এক সময় সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রের উপর দৃষ্টি রাখা মাত্র বলে উঠলাম, 'দেখো, দেখো সম্প্রতি কতগুলো বণ্ড চুরির ঘটনা ঘটেছে!' সংবাদপত্রটা পোয়ারোর দিকে ঠেলে দিয়ে আমি হেসে বলে ফেললাম, 'আচ্ছা পোয়ারো, এক কাজ করলে হয় না? চলো, গোয়েন্দাগিরির পাট চুকিয়ে দিয়ে এই রকম ডাকাতির মতো অপরাধ শুরু করা যাক!'

'তা যা বলেছ বন্ধু।' মুচকি হেসে বললো পোয়ারো, 'রাতা-রাতি বিত্তবান হওয়া যায়। কিন্তু ধরা পড়লে পুলিশের মার সহ্য করতে পারবে তো?'

সেদিনকার সংবাদপত্রের প্রতি পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'বেশ, আজকের খবরটাই দেখো না কেন? পুরো দশ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বণ্ড নিউ ইয়র্কে পাঠাচ্ছিল দি লণ্ডন এ্যাণ্ড স্কটিশ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই বণ্ডগুলো অলিম্পিয়া জাহাজে করে যাবার পথে সতর্ক প্রহরীদের চোখের সামনে থেকে বিস্ময়কর ভাবে উধাও হয়ে যায়।'

'বেশ তাই যদি হয়, চুরি বিদ্যা রপ্ত করা কষ্টকর হলেও এই সব চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির পদ্ধতি অতুলনীয়। বিশেষ করে কয়েক ঘণ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সমুদ্রযাত্রার মধ্যে আমি একটা আলাদা রোমাঞ্চ অনুভব করে থাকি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই' উৎসাহী হয়ে আমি বললাম, 'তবে সেগুলোর মধ্যে আক্ষরিক অর্থে কিছু প্যালেসের মতো অবশ্যই থাকতে হবে; যেমন প্যালেস বলতে বোঝায়—সুইমিং-বাথ, লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি—সমুদ্রে ভাসমান এমন একটা প্যালেস যে থাকতে পারে, সত্যিই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।'

'আমি কিন্তু যখনই সমুদ্র-যাত্রায় যাই, সব সময়েই আমি সেটা

অনুভব করে থাকি, বলতে পারো এ আমার অনেক জানার মধ্যে একটা, দুঃখের সঙ্গে বললো পোয়ারো। 'কি জানো বন্ধু' প্যালেসের অঙ্গ হিসাবে যেগুলো তুমি উল্লেখ করলে, এ সবই তুচ্ছ ব্যাপার, এগুলো আমার মনে কোনো রেখাপাত করে না, কিংবা বলতে পারো, এগুলোর আমাকে বলার কিছুই নেই ; কিন্তু বন্ধু, এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখো, সেই ভ্রমণের আন্তরিকতাই বা কত-টুকু ? যেমন ধরো, যদি কোনো অপরিচিত কিংবা ছদ্মবেশী কেউ সেখানে থেকে থাকে ! জাহাজে সেই সব ভাসমান প্যালেসে আচমকা কেউ যদি অপরাধ জগতের কারোর মুখোমুখি হয়ে পড়ে ?'

পোয়ারোর কথা শুনে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না।

'ওহো, বুঝেছি, তোমার উৎসাহের জোয়ার এইভাবেই এসে থাকে। লিবার্টি বস্তুগুলো যে চুরি করেছে, তুমি তার মোকাবিলা করতে চাও, এই তো ?'

আমাদের আলোচনার মাঝে বাধ সাধলেন বাড়িউলি। তাঁর দৃষ্টি ছিলো পোয়ারোর দিকে।

'একজন যুবতী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারোর হাতে একটা ছোট্ট ভিজিটিং কার্ড তুলে দিয়ে বাড়ি-উলি তার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই কার্ডের উপর লেখা নামটা ভালো করে চোখ বোলালো পোয়ারো ঃ মিস্ এজমী ফারকুহার। নিচু হয়ে টেবিলের নিচে ওয়েস্ট-পেপার বক্সে কার্ডটা সযত্নে নিক্ষেপ করলো পোয়ারো। তারপর বাড়িউলির উদ্দেশে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো—'হ্যাঁ তাকে নিয়ে আসুন এখানে।'

মিনিট খানেক পরেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকলো। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী, এমন সুষমামণ্ডিত ও সৌন্দর্যে ভরা মেয়ে এর আগে আমি কখনো দেখিনি। সম্ভবতঃ তার বয়স প্রায় পঁচিশ হবে। বড় বড় বাদামী চোখ, তার চোখের চাহনি মনে করিয়ে দেয়, যেন সে কোনো কিছু জয় করতে এসেছে, হার স্বীকার করতে নয় ! নিখুঁত তার দেহের গঠন। নিখুঁত তার দেহ বল্লরী। দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার পরনের পোশাকের মধ্যেও একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

'মাদামোয়াজেল, বসতে আজ্ঞা হোক।' আমার দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দেয় পোয়ারো, 'উনিআমার বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। ছোটখাটো নানান সমস্যা কখনো দেখা দিলে উনি আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে থাকেন।'

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আজ আমি যে সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আমার আশঙ্কা, সেটা বেশ একটা বড় সমস্যা', মেয়েটি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঈষৎ আনত হয়ে মিষ্টি হেসে আমায় অভিবাদন জানালো। 'আমি নির্ভিকভাবে বলছি, খবরের কাগজে ঘটনাটা নিশ্চয়ই আপনার নজরে পড়ে থাকবে। হ্যাঁ, অলিম্পিয়া জাহাজ থেকে লিবার্টি বণ্ড চুরি যাওয়ার ঘটনার কথা আমি বলছি আপনাকে।'

মিস্ ফারকুহারের মুখে লিবার্টি বণ্ড চুরি যাওয়ার ঘটনার কথা শুনে পোয়ারো নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে থাকবে। সে কিছু বলার আগেই মেয়েটি তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'বুঝতে পারছি, নিঃসন্দেহে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছেন, দ লণ্ডন এ্যাণ্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের মতো অতবড় এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে। বলতে গেলে নেই, আবার আছেও। দেখুন মঁসিয়ে পোয়োরা মিঃ ফিলিপ রিজওয়ের বাগদত্তা আমি।'

'আঃ, বলেন কি মিস্ ফারকুহার? মিঃ ফিলিপ রিজওয়ে, যিনি—'

'হ্যাঁ, উনিই সেই বণ্ডগুলোর জিম্মায় ছিলেন, তখন সেগুলো চুরি যায়?' কথার মাঝে পোয়ারোকে বাধা দিয়ে মিস্ ফারকুহার নিজেই ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলো, 'অবশ্য এই চুরির ব্যাপারে ওকে দায়ী করা যাবে না। কারণ যে ভাবেই হোক ওর কোনো দোষ ছিলো না। তা সত্ত্বেও চিন্তায় চিন্তায় ও প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে। আর তার জ্যাঠামশাই, আমি জানি, ওর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে বলেছেন, ও নাকি বণ্ডগুলো যে তার হেপাজতে আছে, অসাবধানতাবশতঃ সে কারোর কাছে প্রকাশ করে থাকবে। এই অপবাদ তার চরিত্রে একটা বিরাট আঘাত বটে!'

'ওঁর সেই জ্যাঠামশাইকে বলুন তো?'

'মিঃ ভাবাসোর, তিনি লণ্ডন এ্যাণ্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের জয়েণ্ট ম্যানেজার।'

'ঠিক আছে মিস্ ফারকুহার, এবার আপনি দয়া করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন তো।'

'খুব ভালো কথা। আপনি হয়তো জানেন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমেরিকায় তাদের দাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশে দশ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বণ্ড পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফিলিপ ঐ ব্যাঙ্কে দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নিউ ইয়র্ক ব্যাঙ্কের কাজের যাবতীয় নিয়ম-কানুনগুলো বেশ রপ্ত করে পদোন্নতির পথ সুগম করেছিল ও। তাই ওর জ্যাঠামশাই মিঃ ভাবাসোর বণ্ড নিয়ে নিউ ইয়র্ক যাবার জন্য তাঁর ভাইপো ফিলিপ-কেই মনোনীত করেন। গত মাসের ২৩ তারিখে লিভারপুল বন্দর থেকে 'অলিম্পিয়া' জাহাজ আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জাহাজ ছাড়ার দিনই সকালে ঐ ব্যাঙ্কেরই দু'জন জয়েণ্ট ম্যানেজার—একজন মিঃ ভাবাসোর এবং অপরজন মিঃ শা ফিলিপের হাতে সমুদয় বণ্ড অর্পণ করেন। ওর সামনেই সেই বণ্ডগুলো গুণে একটা প্যাকেটের ভেতরে রেখে সীলমোহর করে দেওয়া হয়। প্যাকেটটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ওর পোর্টমেণ্টে ঢুকিয়ে তালাচাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়।'

'একটা সাধারণ তালা যুক্ত পোর্টমেণ্ট?'

না মঁসিয়ে পেয়ারো, মিঃ শা মেসার্স হাব কোম্পানির সহায়তায় বিশেষ ধরনের তালা তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। ফিলিপ প্যাকেটটা পোর্টমেণ্টের নিচে রেখেছিল। নিউ ইয়র্কে পেঁছবার ঘণ্টা কয়েক আগে চুরি যায় বণ্ডগুলো। সারা জাহাজ তন্নতন্ন করে তল্লাসী চালানো হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। আশ্চর্য, এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও বণ্ডগুলো যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।'

পোয়ারোর মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠলো।

'না মিস্ ফারকুহার, বণ্ডগুলো আদৌ উধাও হয়ে যায়নি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, 'অলিম্পিয়া' জাহাজ আমেরিকার বন্দরে

নোঙর করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই বড়গুলো ছোট ছোট পার্সেলে ভাগ করে বিক্রী করে দেওয়া হয়। সে যাই হোক, এখন আমার পরবর্তী কাজ হচ্ছে, মিঃ রিজওয়ের সঙ্গে দেখা কবা।'

'তাহলে এক কাজ করুন না মঁসিয়ে পোয়ারো', মিস্-ফারকুহার উৎসাহের সুরে প্রস্তাব করলো, 'চেশহায়ার চীজ-এ আপনারা আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে আসুন। ফিলিপও আসবে সেখানে। আমার সঙ্গে মিলিত হবে ও। তবে এখনও সে জানে না, আমি ওর হয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম আমরা। ট্যাক্সিতে চেপে তিনজন চেশাহার চীজে গিয়ে হাজির হলাম।

আমাদের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছিল রিজওয়ে। তার প্রেমিকার সঙ্গে আমাদের দু'জনকে যেতে দেখে রীতিমতো অবাক হলো সে। দেখতে সুপুরুষ যুবক সে, দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, তিরিশের বেশি বয়স নয়।

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে মিস্ ফারকুহার তার হাতে নিজের হাত মিলিয়ে হাসি হাসি মিষ্টি মুখখানা তুলে আবদারের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করে ফেলেছি ফিলিপ, তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না, আমাকে তার জন্য ক্ষমা করতে হবে।' একটু থেমে সে আবার বললো, 'এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন এরকুল পোয়ারো, যাঁর নাম তুমি প্রায়শই শুনে থাকবে। আর উনি হলেন ওঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস।'

খুবই অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালো রিজওয়ে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই আপন্যর নাম আমি শুনেছি মঁসিয়ে পোয়ারো, পোয়ারোর সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে বললো সে। 'কিন্তু এজমী যে আমার ব্যাপারে—আমাদের দুরবস্থার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা চিন্তা করছে, সেটা আমার ধারণা ছিল না।'

'তা তোমায় গোপন না করলে তুমি আমাকে এ কাজ করতেই দিতে না ফিলিপ', মিষ্টি হেসে বললো ফারকুহার। ফিলিপও হাসলো তেমনি মিষ্টি করে আর তার সেই হাসি হাসি মুখে-চোখে

ঝরে পড়লো একবন্যা স্নেহ, ভালোবাসা।'

'তাই তুমি আমার নিরাপত্তার যত্ন নিলে', তারপর সে পোয়ারোর দিকে ফিরে বললো, 'আমি আশাকরি মঁসিয়ে পোয়ারো এই অভূত-পূর্ব ধাঁধাটার সমাধানের ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত করতে পারবেন। কারণ আমি অকপটে স্বীকার করছি, এই ঘটনার দুশ্চিন্তায় এখন আর আমার মাথায় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। কি যে করবো ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না।'

সত্যিই তার ম্লান মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তার দেহ-মনের উপর দিয়ে বুঝি অনেক ঝড় বয়ে গেছে, যা সে সামাল দিতে পারছিল না।

'বেশ তো', বললো পোয়ারো, 'অতো মুষড়ে পড়ার কি আছে মিঃ রিজওয়ে? ভীষণ খিদে পেয়েছে, আসুন এখন মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করা যাক। মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা না হয় এক সঙ্গে মাথা ঘামিয়ে ঠিক করবো, কি করা যায় আপনার এই অঘটনের ব্যাপারে। মিঃ রিজওয়ের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনার কথা আমি শুনতে চাই।'

আমি আর মিস ফারকুহার যখন রেস্তোরাঁর খাবারের প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, সেই ফাঁকে মিঃ রিজওয়ে বণ্ড উধাও হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়ে গেলো। তার বিবৃতি মিস্ ফারকুহারের বিবৃতির সঙ্গে হুবহু মিলে গেলো। তার বলা শেষ হতেই তার দিকে আচমকা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলো পোয়ারো ঃ

আচ্ছা মিঃ রিজওয়ে, বলুন তো, আপনি কি করে বুঝলেন যে, বণ্ডগুলো চুরি হয়ে গেছে?'

তার মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'কোনো অস্বাভাবিক কিছু কখনোই আমার দৃষ্টি এড়ায় না মঁসিয়ে পোয়ারো', বললো রিজওয়ে। 'যখন নজরে পড়লো, ব্যাঙ্কের নিচে ঢুকিয়ে রাখা আমার ডোবিন ট্রাঙ্কটা ব্যাঙ্কের বাইরে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে, তখন সেটা ভেতর থেকে ঠেলে দেবার জন্য কাছে যেতেই আমি ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেলাম। যেখানে তালা লাগানো ছিলো, সেখানটার চারধারে বিশ্রী ধরনের আঁচড়

আর কাটা দাগ দেখতে পেয়ে সহজেই বুঝতে পারলাম, তালা ভাঙ্গবার জন্য তস্কর-চূড়ামণি রীতিমতো বলপ্রয়োগ করছে।

'কিন্তু আমি তো জেনেছি, চাবি দিয়েই তালা খোলা হয়েছে।'

'তা হতে পারে মঁসিয়ে পোয়ারো। তবে চাবি দিয়ে তালা খোলার আগে ওটা ভাঙ্গবার জন্য চোর চেষ্টা করে থাকবে, কিন্তু ভাঙ্গতে পারেনি। তারপর শেষমেশ যে কোনো ভাবেই হোক তালা খুলে বণ্ডগুলো সরিয়ে থাকবে তারা।'

'ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো বটে!' বললো পোয়ারো। তার চোখ দুটো যে সবুজ সংকেতে জ্বলজ্বল করে উঠলো, এমনটি হবে আমি জানতাম। 'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রথমে তালা খোলবার জন্য অনেক সময় নষ্ট করে শেষে তাদের মনে পড়ে গেলো তাদেরই একজনের পকেটে চাবিটা রয়েছে। অথচ হাব কোম্পানির প্রতিটি তালার চাবিই তো আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী হয়ে থাকে এবং অদ্বিতীয়। তবু তা সত্ত্বেও—'

'আর সেই কারণেই তো বলছি, চাবি তাদের কাছে ছিলো না। আমার এমন জোর দিয়ে বলার আরো একটা বড় কারণ কি হলো জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো? দিনে কিংবা রাতে কোনো সময়েই চাবি আমার হাতছাড়া কখনো করিনি।'

'এ ব্যাপারে আপনি একেবারে নিশ্চিত তো?'

'আমি শপথ নিয়েই বলছি। তাছাড়া এটা ভেবে দেখুন না কেন, যদি তালার চাবি চোরেদের কাছে একান্তই থেকে থাকতো, তাহলে কেনই-বা তারা বৃথা তালা ভাঙ্গবার জন্য অত সময় নষ্ট করতে যাবে?'

'হুঁ? কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। ঠিক এই প্রশ্নটাই আমরা ভাবছিলাম নিজেদের মধ্যে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, যদি কখনো আমরা এই বিস্ময়কর চুরির রহস্য খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে তার প্রধান সূত্রই হবে ঐ অদ্ভুত ঘটনাটা। যাকগে, মনে কিছু করবেন না, আপনাকে আমি আরো একটা প্রশ্ন করতে চাই? ট্রাঙ্কটা যে তালা খোলা অবস্থাতেই বাঙ্কের নিচে আপনি রাখেননি, সে বিষয়ে আপনি হলপ করে নিঃসন্দেহ হতে পারেন?'

ফিলিপ রিজওয়ে বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে রইলো তার

প্রশ্নটা শুনে। পোয়ারো তার এমন দুরবস্থা দেখে ক্ষমা করে দিলো তাকে।

তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় পোয়ারো বললো, 'আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলতে পারি, এরকম ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়! থাকগে সেই কথা—ট্রাঙ্ক থেকে বণ্ডগুলো চুরি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বণ্ডগুলো নিয়ে চোর কি করবে, কি করতে পারে? আর জাহাজ থেকে বামাল, শুদ্ধ পালালোই বা কি করে সে?'

'আঃ!' মৃদু চিৎকার করে উঠল রিজওয়ে, আপনি ঠিকই বলেছেন। কি করেই বা পালালো সে? সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, চুরির ঘটনাটা আমার নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুল্ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিই। তার ফলে জাহাজের প্রতিটি যাত্রী থেকে শুরু করে কর্মচারী এমনকি নাবিক-খালাসী পর্যন্ত সবাইকে তন্ন তন্ন করে তল্লাসীও করা হয়েছিল।'

'আর বণ্ডের প্যাকেটটাও বেশ বড়-সড়ই ছিল, তাই নয় কি?

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ওটা জাহাজের কোথাও লুকিয়ে রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব আর—আর 'অলিম্পিয়া' জাহাজ আমেরিকার বন্দরে পেঁছবার আধঘণ্টার মধ্যেই বণ্ডগুলো বিক্রীর জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তো তার আগেই বেতার মারফত বণ্ড চুরির ঘটনাটা আর বণ্ডের নম্বর-গুলো সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করেছিলাম। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজন দালাল হলপ করেই জানায়, 'অলিম্পিয়া' জাহাজ সেখানে পেঁছনোর আগেই লিবার্টি বণ্ড কিনেছে সে। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, জাহাজ পেঁছানোর আগেই বণ্ডগুলো আমেরিকায় পেঁছলো কি করে? বেতার তরঙ্গে তো আর বণ্ড পাঠানো সম্ভব নয়?'

'তা অবশ্য ঠিক মিঃ রিজওয়ে, বেতার তরঙ্গে সম্ভব নয়। কিন্তু জাহাজের পাশাপাশি কোনো স্টীমার আসছিল না তো?'

'না, কোনো স্টীমার আমার ঠিক নজরে পড়েনি। কেবল একটা সরকারী ছাড়া। আর তাও সেটা আমার কাছ থেকে বিপদ

সংকেত পেয়ে। তখন সবাই খোঁজ করতে শুরু করে দেয়। অন্য কোনো স্টীমারে বণ্ডগুলো চালান করে দেওয়া হয় কিনা, এব্যাপারে আমিও তীক্ষ্ন নজর রেখেছিলাম বৈকি! হায় ঈশ্বর! জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারটা আমাকে পাগলের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। লোকে এখন বলতে শুরু করেছে, আমি নাকি নিজেই সেই বণ্ডগুলো চুরি করেছি?'

'কিন্তু আমেরিকার বন্দরে অবতরণ করার পর আপনাকেও তো তল্লাস। করা হয়, তাই নয়কি?'

'হ্যাঁ'।'

তরুণ ফিলিপ হতবাকের মতো স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'দেখছি, আপনি আমার কথার অর্থটা ঠিক ধরতে পারেননি', রহস্যময় হাসি হেসে বললো পোয়ারো। 'সে যাই হোক, এখন আমি একবার ব্যাঙ্কে খোঁজ খবর নিতে চাই, যদি কোনো সূত্রের হদিশ পেয়ে যাই।'

একটা কার্ড পকেট থেকে বার করে তার উপর কি যেন লিখে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিলো রিজওয়ে।

'এটা দেখালেই আমার জ্যাঠামশাই সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

অতঃপর পোয়ারো তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মিস্ ফারকুহারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর পোয়ারো থ্রেড-নিডল স্ট্রীটে লণ্ডন এ্যাণ্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের হেড অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে পেঁ।ছে রিজওয়ের কার্ডটা দেখাতেই বিভিন্ন কাউণ্টার এবং ডেস্ক পেরিয়ে দোতলায় একটা ছোট্ট অফিসঘরে নিয়ে গেলো একজন বেয়ারা। সেখানে জয়েণ্ট ম্যানেজাররা আমাদের অভ্যথনা জানালেন। ভদ্রলোকদের খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল, দুজনেই বেশ বয়স্ক। দ'জনের মাথাল চুল ধূসর। মিঃ ভাবা-সোরের মুখ ভর্তি সাদা পাকা দাড়ি-গোঁফ, আর মিঃ শা'র পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো।

আমরা দুজনে চেয়ারে বসতেই পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় মিঃ ভাবাসোর বলে উঠলেন, 'বুঝতে পেরেছি, আপনি পুরো-

পুরি একজন বেসরকারী গোয়েন্দা! তা বেশ, তা বেশ। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছি। ইন্সপেক্টর ম্যাকলীনের উপর এ কেসের তদন্তের ভার পড়েছে। আমার বিশ্বাস, তিনি একজন দক্ষ অফিসার। মনে হয় না, ওঁর হাত থেকে কোনো অপরাধী রেহাই পেতে পারে!'

'তা আপনি ঠিকই বলেছেন', শান্ত নম্রস্বরে বললো পোয়ারো। 'আপনি আপনার ভাইপো'র হয়ে গোটা কয়েক প্রশ্ন করার অনুমতি দেবেন আমাকে? এই মানে ট্রাঙ্কের তালা-চাবির প্রসঙ্গে আর কি —বলতে পারেন হাব কোম্পানির কাছে সেই তালা-চাবির ফরমাস কে দিয়েছিলেন?

'আমি নিজে ফরমাস দিয়েছিলাম, বললেন মিঃ শা। 'এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনো কেরানীকে কাজের ভার দেওয়াটায় আমার বিশ্বাস ছিলো না। আর চাবি সম্পর্কে বলছি, একটা মিঃ রিজওয়ের কাছে ছিল, বাকী দুটোর একটা আমার নিজের কাছে এবং অপরটি আমার সহকর্মী মিঃ ভাবাসোরের কাছে ছিল।'

'ব্যাঙ্কের কোনো কেরাণীর সেই চাবি দুটোর অন্তত একটাও পাবার সুযোগ ছিল না?'

মিঃ শা প্রশ্নটা শোনা মাত্র ভ্রূ কুঁচকে মিঃ ভাবাসোরের দিকে ফিরে তাকালেন।

মিঃ ভাবাসোরই মিঃ শা'র হয়ে জবাব দিলেন, 'গত ২৩ তারিখে চাবিগুলো সিন্দুকে রাখার পর থেকে সেগুলো ওখানেই ছিলো বলে আমার বিশ্বাস। আমার সহকর্মী মিঃ শা দিন পনেরো আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন—অর্থাৎ ফিলিপ যেদিন বণ্ডগুলো নিয়ে রওনা হয়েছিল। মিঃ শা এই সবে আরোগ্যলাভ করেছেন।'

মিঃ ভাবাসোরের কথা শেষ হতেই মিঃ শা খেদের সঙ্গে বললেন, 'তা আমার মতো বয়সের লোকের পক্ষের কঠিন ব্রঙ্কাইটিস থেকে বেঁচে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, বুঝলেন মঁসিয়ে পোয়ারো? আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ ভাবাসোরের খুবই অসুবিধা হয়েছে সত্য, কিন্তু কি করবো, আমার তো কোনো উপায় ছিলো না অফিসে আসবার। বিশেষ করে এই সাংঘাতিক ঘটনার জন্য মিঃ ভাবাসোরই বেশী দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এখন।'

এরপর পোয়ারো আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলো ওঁদের। আমি দেখছিলাম পোয়ারো জ্যাঠা-ভাইপোর সম্পর্ক কত গভীর তা জানবার চেষ্টা করছে। মিঃ ভাবাসোরের উত্তরগুলো যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি যথাযথ ও বটে! ভাবাসোর জানালেন, ওর ভাইপো ব্যাঙ্কের একজন বিশ্বাসী উচ্চপদস্থ অফিসার, কোনো ধার-দেনা কিংবা আর্থিক কষ্ট তার ছিলো বলে তাঁর অন্তত জানা নেই। অতীতেও কয়েকবার তাকে এ ধরনের কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছিল তার উপর। অবশেষে বেশ নম্রভাবে আমরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

রাস্তায় নেমে বেশ হতাশকণ্ঠে বললো পোয়ারো, 'বৃথাই পরিশ্রম করলাম হেস্টিংস, আমার আশা পূর্ণ হলো না।'

'সেকি? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আরো বেশী কিছু আবিষ্কার করার আশা করছিলে? বজ্জাত বুড়ো ভাম দুটো ভারী সেয়ানা—একটাও ফালতু কথার মধ্যে নেই।'

'না হে বন্ধু, ওঁদের ঐ বজ্জাতিপনার জন্য আমি হতাশ হইনি; হতাশ হয়েছি এই কারণে যে রহস্যের সমাধানটা এতই সহজ যে আমার কল্পনার বাইরে।'

'সহজ? বলো কি হে?'

'হ্যাঁ। কেন, তুমি বোঝোনি? এতই সহজ যে, যে-কোনো নাবালকও ধরে ফেলতে পারে।'

'তাহলে তুমি জানো, কে বণ্ডগুলো চুরি করেছে?

'হ্যাঁ, জানি বৈকি।'

'তাহলে তো এখনই—অবশ্যই এখনই আমরা—কেন—'

'আনন্দের আতিশয্যে ধৈর্য হারিও না হেস্টিংস। এই মুহূর্তে আমরা কিছুই করতে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু কেন? আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছি, তা তো বলবে তুমি?'

'অলিম্পিয়ার জন্য বন্ধু। মঙ্গলবার জাহাজ এসে পৌঁছবে নিউইয়র্ক থেকে।'

'কিন্তু তুমি যখন জানতেই পেরেছো, কে আসলে চোর, কেন তাহলে অযথা সময় নষ্ট করছো? তস্কর-চূড়ামণি তো সুযোগ

পেয়ে এখান থেকে চম্পটও দিতে পারে !'

পালিয়ে দক্ষিণ সাগরের কোনো এক জনহীন দ্বীপে গিয়ে লুকোবে সে, তুমি কি তাই বলতে চাও ? না বন্ধু, সে রকম সৎ সাহস তার নেই। আর গেলেও সেখানকার নির্জনতায় একদণ্ডও তিষ্ঠতে পারবে না সে। চুরিটার সম্পর্কে কিছু প্রমাণ কিংবা কিছু তথ্য ইন্সপেক্টর ম্যাকলীনকে দিতে না পারলে ভদ্রলোকের সম্মান যে থাকবে না। পোয়ারো বলে চলে, 'আর সেই জন্যই অপেক্ষা করছি এরকুল পোয়ারোর বুদ্ধির কাছে এ কেস জলের মতোই স্বচ্ছ, পরিষ্কার, কিন্তু অন্যদের লাভের প্রসঙ্গে বলবো, ঈশ্বর প্রদত্ত সেসব গুণ তাদের নেই। যেমন ধরা যাক ইন্সপেক্টর ম্যাকলীন। তাই তার স্বার্থেই আমার বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখনও আরো কিছু খোঁজ-খবর নিতে হবে। এ ধরনের লোকের প্রতি ঈশ্বরের কৃপণতার ব্যাপারে অবশ্যই প্রত্যেককে বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

'হায় ঈশ্বর! কিন্তু পোয়ারো, তুমি কি জানো, একবার, অন্তত একবারের জন্যও তোমাকে গর্দভ প্রতিপন্ন করার জন্য আমি যথেষ্ট টাকা খরচ করতে প্রস্তুত ? তুমি তোমার যত সব উদ্ভট ধারণায় এতোই মশগুল যে, তোমার নিজের আত্মগর্ব নির্ভর গণ্ডির বাইরে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চাও না।'

'নিজেকে এত উত্তেজিত করো না হেস্টিংস। আমি যথার্থই উপলব্ধি করেছি, এমন এক সময় আসবে যখন তুমি আমাকে পুরো-পুরি ঘৃণা করবে! হায়, মহান হওয়ার জন্য আমাকে খেসারত দিতে হবে।'

ওর পাগলাটে কথাবার্তা শুনে আগেই আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার সেই খুদে মানুষটা তার বুক চাপড়ে এমন হাস্যকারভাবে কথা বললো যে, আমাকে একরকম বাধ্য হয়েই হো-হো করে হেসে উঠতে হলো রাগ করার পরিবর্তে।

মঙ্গলবার দিন এল. এ্যাণ্ড এন. ডব্লু আর-এর লিভার-পুলগামী ট্রেনের এক প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসেছি দুজনে। পোয়ারো সেই বণ্ড চুরির রহস্যের ব্যাপারটা গোঁ দেখিয়ে আমায় না বলে এমন সব হাবভাব দেখাতে লাগলো যেন আমি একটা

বুদ্ধিশুদ্ধিহীন মানুষ—ওর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। তাই আমি নতুন করে আর কোনো তর্কে যেতে চাইলাম না, এবং আমার সব কৌতূহল আপাততঃ মুলতুবি রেখে ক্ষুণ্ন মনে জানালার বাইরে প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকলাম।

জাহাজঘাটের জেটিতে পৌঁছেই পোয়ারোর চালচলনে বিশেষ সতর্কতার ভাব লক্ষ্য করলাম। তদন্তে এসে 'অলিম্পিয়ার' চারজন স্টুয়ার্ড আর পোয়ারোর যে বন্ধুটি ঐ জাহাজে চড়ে ২৩ তারিখে নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে সার তথ্যটুকু পাওয়া যায়, একজন স্টুয়ার্ডের মুখের কথাই এখানে উল্লেখ করছি ঃ

'চোখে রঙিন চশমা লাগানো একজন বৃদ্ধ বলতে গেলে প্রায় পঙ্গু মতো ভদ্রলোক নিউইয়র্ক গিয়েছিল সেই জাহাজে কেবিন ভাড়া করে ঐ ২৩ তারিখেই। ভদ্রলোককে কেবিন থেকে একদম বেরুতে দেখা যায়নি।'

ফিলিপ রিজওয়ের কেবিন সংলগ্ন সি-২৪ নম্বর কেবিনে মিঃ ভেণ্টনর নামে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর চেহারাটা এদের বিবরণের সঙ্গে হুবহু মিলে গেলো। মিঃ ভেণ্টনরের কেবিনে উপস্থিতি আর তাঁর চেহারার তথ্য নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগেই আমি একজন স্টুয়ার্ডের হাত চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম ঃ

বলুন, বলুন আমাকে, আপনারা নিউ ইয়র্কে পেঁছলে ঐ ভদ্রলোকটি কি প্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন ?

'না স্যার, মাথা নেড়ে সেই স্টুয়ার্ড বলেন, সবার শেষে জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন তিনি।'

উত্তর শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আর লক্ষ্য করলাম, আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে পোয়ারো। ধন্যবাদ জানাল সেই স্টুয়ার্ডকে। তারই মাঝে একটা চিরকূট হস্তান্তরিত হতে দেখলাম দুজনের মধ্যে। অতঃপর আমরা স্থান ত্যাগ করলাম।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে বললাম, 'সবই তো ভালো হলো, কেবল স্টুয়ার্ডের শেষের উত্তরটা তোমার মূল্যবান সিদ্ধান্তটাকে একেবারে খেলো করে দিয়েছে।'

স্বাভাবিকভাবেই কিছুই তোমার চোখে পড়ে না হেস্টিংস। তার সেই শেষ উত্তরটা অপর পক্ষে আমার সিদ্ধান্তেরই কার্বন কপি মাত্র।

উত্তেজনায় আমি মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলাম। 'আমি সেটা বাতিল করে দিলাম।'

স্টেশনে পেঁছে ট্রেনে চেপে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম। পোয়ারো ব্যস্তভাবে একটা সাদা কাগজে মিনিট কয়েক ধরে কি যেন লিখলো। তারপর সেই লেখা কাগজখানা ভাঁজ করে খামে পুরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ইন্সপেক্টর ম্যাকলীনের কাছে চিঠি লিখলাম। যাবার পথে স্কটল্যাণ্ড ইয়াডে' এটা দিয়ে রেনডেজ-ভাজ রেস্তোরাঁতে গিয়ে উঠবো। আমাদের সঙ্গে আহারের জন্য মিস এজমি ফারকুহারকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

'ফিলিপ রিজওয়ের কি হলো ?'

'তার কথা কি আবার ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো পোয়ারো। তার চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তার কথাই বলছি। তুমি নিশ্চয়ই ভাবতে পারো না যে……'

'আঃ, উত্তেজনায় তুমি দেখছি অসংলগ্ন হয়ে পড়ছো হেস্টিংস। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রিজওয়ের উপরেই আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথমে। আর সত্যি সত্যি যদি মিঃ রিজওয়েই বণ্ডগুলো চুরি করতো তাহলে রহস্যটা আরো জমতো ভালো।'

'কিন্তু মিস্ ফারকুহারের পক্ষে সেটা মোটেই সুখের হতো না নিশ্চয়ই!'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো হেস্টিংস। অতএব সব কিছুই ভালোর জন্য। সে কথা থাক। এসো, এখন ঘটনাটা আবার পর্যালোচনা করা যাক, কি বলো? আর সেটা জানতে তোমার খুবই আগ্রহ, অস্বীকার করতে পারো না তুমি। প্রথমতঃ মিস্ ফারকুহারের বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সীলমোহর করা বণ্ডের প্যাকেটটা ট্রাঙ্ক থেকে সরানোর পর সেটা হাওয়ায় মিশে গেছে। এই হাওয়ায় মিশে যাওয়ার থিওরি কিংবা সিদ্ধান্তটা

আমরা বাতিল করে দেবো, কারণ আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে ঐ থিওরির সম্পূর্ণ অচল, বস্তুবোচিত নয়। আর আমাদের এখন দেখতে হবে, সেই প্যাকেটের কি গতি হতে পারে। প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছে, গুপ্ত পথে সেটা অন্যত্র পাচার করাটা অবিশাস্য ব্যাপার—'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু আমরা জানি—?'

'তুমি হয়তো জানতে পারো হেস্টিংস, কিন্তু আমি জানি না। আমার ধারণা, যেহেতু এটা অবিশাস্য বলে মনে হয়েছিল, সেহেতু ও ব্যাপারটা আদৌ সংঘটিত হয়নি। তবে এর পরেও দুটি সম্ভাবনা থেকে যায়ঃ অসুবিধাজনক মনে হলেও হয় প্যাকেটটা জাহাজের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আর নয়তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে বাইরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

'তার মানে তুমি কি বলতে চাও প্যাকেটটার সঙ্গে কর্ক বাঁধা হয়েছিল?'

'না, কর্ক ছাড়াই ছুঁড়ে ফেলা হতে পারে।'

আমি অবাক চোখে তাকালাম।

'কিন্তু বণ্ডগুলো যদি জাহাজ থেকে ছুঁড়েই ফেলা হয়ে থাকে, নিউইয়র্কে সেগুলো বিক্রী হতে পারে না।'

'আমি তোমার যুক্তি-গ্রাহ্যের মনোভাবের প্রশংসা করি হেস্টিংস। হ্যাঁ, বণ্ডগুলো নিউ ইয়র্কে বিক্রি করা হয়েছিল। অতএব ওগুলো জাহাজ থেকে মোটেই ছুঁড়ে ফেলা হয়নি। তাহলে দেখো, আসল রহস্য আমাদের কোথায় নিয়ে যায়?

'কেন হাতে নেওয়ার আগে যেখানে ছিলাম এখনও ঠিক সেখানেই পড়ে আছি আমরা।'

বন্ধু, একটু বুদ্ধি খরচ করে ভাববার চেষ্টা করো। ধরো সত্যি সত্যিই যদি প্যাকেটটা জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে, আর বণ্ডগুলো নিউ ইয়র্কে বিক্রি হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে প্যাকেটের ভেতরে আদৌ কোনো বণ্ড ছিল না। তাছাড়া, প্যাকেটের ভেতরে বণ্ডগুলো যে ছিলো, তার কোনো প্রমাণ আছে? মনে করে দেখে, লণ্ডনে প্যাকেটটা রিজওয়েব হাতে তুলে দেবার পর আর কখনো সেটা খুলে দেখেনি সে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে—'

অধৈর্য হয়ে হাতের ইশারায় পোয়ারো আমাকে থামতে বললো।

'আঃ, আমাকে বলতে দাও হেস্টিংস, আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। বণ্ডগুলো সর্বশেষে দেখে যায় ২৩ তারিখের সকালে দি লণ্ডন এণ্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের অফিস কক্ষে। আর সেই বণ্ডগুলো নিউ-ইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করে 'অলিম্পিয়া' নিউইয়র্ক বন্দরে পেঁছানোর আধঘণ্টা পরে। তবে কেউ বিশ্বাস না করলেও একজনের মতে আসলে কিন্তু সেই জাহাজ পেঁছানোর আগেই নিউইয়র্কে বণ্ড-গুলো পেঁছে গিয়েছিল। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে দেখতেই পাচ্ছো, বণ্ডগুলো আদৌ অলিম্পিয়াতে ছিল না। এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো তাহলে বণ্ডগুলো নিউ ইয়র্কে গেল কি করে? হ্যাঁ, উত্তরটা খুবই সহজ। একটু বুদ্ধি খরচ করলে রহস্য তুমিও ধরে ফেলতে পারো। জাইগ্যান্টিক জাহাজ যেদিন সাউদাম্পটন বন্দর ছাড়ে, সেই দিনেই অলিম্পিয়াও নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। দ্রুতগতির জন্য জাইগ্যান্টিকের যথেষ্ট সুনামও আছে। কাজেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন, 'জাইগ্যান্টিক' 'অলিম্পিয়ার' একদিন আগেই নিউইয়র্কে পেঁছবে তখন জাইগ্যান্টিকেই বণ্ডগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করেন ব্যাঙ্কের কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার। এবং অতি সংগোপনে। হেস্টিংস, আশা করি সমস্ত ব্যাপারটা এবার তোমার কাছে খোলস হতে শুরু করেছে। শোনো আরো আছে! সীল-মোহর করা প্যাকেটটা ছিলো নকল, আর সেটা হস্তান্তর করার কাজটাও হয়েছিলো ব্যাঙ্কের অফিস কক্ষে। উপস্থিত তিন ব্যক্তির মধ্যে যে কেউ আসলের অনুরূপ একটা নকল প্যাকেট তৈরী করে-ছিল। আসল প্যাকেটটা জাইগ্যান্টিক জাহাজ করে নিউ ইয়র্কের শাখা অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, অলিম্পিয়া পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন সেগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে একজন নিশ্চয়ই 'অলিম্পিয়া' জাহাজে উঠে বণ্ড চুরির নিখুঁত অভিনয় করে থাকবে।'

'কিন্তু কেন?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম পোয়ারোকে।

'কারণ, মিঃ রিজওয়ে যদি প্যাকিট খুলে বুঝতে পারে, ওটা নকল, তাহলে তার সব সন্দেহ তখনই গিয়ে পড়বে লণ্ডন অফিসে। না, যে ব্যক্তি মিঃ রিজওয়ের পাশের কেবিনে ছিলো সে ঐ কাজটি

করেছে। চুরিটা যাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে, সেজন্য তালা ভাঙ্গবার চেষ্টার ভানও দেখিয়েছে। আসলে সে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে, প্যাকেটটা ট্রাংক থেকে বার করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো, আর সবার শেষে অবতরণ করার জন্য অপেক্ষা করে। যাতে সহজে চট করে কেউ তাকে চিনতে না পারে সেজন্য রঙিন চশমা পরেছিল সে। আর মিঃ রিজওয়ের দৃষ্টি এড়াবার জন্য পঙ্গুতার ভান করে কেবিনেই পড়ে থাকতো সব সময়। নিউ ইয়র্কে পেঁছেই সে আবার লন্ডনগামী জাহাজে চেপে চলে আসে যথাস্থানে।'

'কিন্তু, কিন্তু সেই ধুরন্ধর তস্কর চূড়ামণিটা কে?'

মুচকি হাসলো পোয়ারো। তারপর একটা আলস্যভরা হাই তুলে শান্ত গলায় বললো সে, 'যে ব্যাক্তিটির কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি ছিলো, যিনি হাব কোম্পানিতে তালা-চাবি তৈরী করতে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর দেশের বাড়িতে গিয়ে আদৌ কঠিন ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হননি, যিনি সেই তস্কর চূড়ামণির অভিনয় করেছিলেন তিনিই অর্থাৎ সেই রাশভারী বৃদ্ধ মিঃ শা। বন্ধু, সমাজের উপরতলায় কিছু সংখ্যক অপরাধীও থাকে সময় সময়। আঃ, আমাদের তদন্তের কাজ এখানেই শেষ। আমি সফল মাদা-মোয়াজেল! আপনি অনুমোদন করবেন তো?

মিস্ ফারকুহারকে দেখে পোয়ারোর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিস্মিত মেয়েটির চিবুকে আলতো চুমু খেলো পোয়ারো।

সাপের ছোবল

"মৃত্যুর তিন দিন পরে জর্জ যোশেফ স্মিথকে ব্রিস্টল কবরখানায় কবর দেবার সব আয়োজন প্রায় শেষ, ঠিক তখনি ব্রিস্টল পুলিশ স্টেশন থেকে ছুটে এলো ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম। তার হুকুমে কবরখানা থেকে জর্জ যোশেফ স্মিথের মৃতদেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো পোস্টামর্টেম করানোর জন্য। সেই সঙ্গে পুলিশ স্টেশন থেকে সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে সে তার দলবলসহ ছুটল জর্জ যোশেফ স্মিথের হ্যানোভার স্কোয়ারের বাড়িতে। সঙ্গে তার সদ্য বিধবা স্ত্রী মিসেস আইরিণ স্মিথকেও তুলে নিয়ে এলো কবরখানা থেকে। পুলিশের সন্দেহ, যদিও জর্জের মৃত্যু এক দুর্ঘটনায়—বিষাক্ত সাপের কামড়ে, কিন্তু তার মৃত্যু শুধুই সর্পাঘাতে নয়, তাকে খুন করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে…"

হ্যানোভার স্কোয়ারে জর্জ যোশেফ স্মিথের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে পুলিশ জিপ থামিয়ে ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম নামল, সঙ্গে তার সহকারী টম বার্নেট।

মিসেস আইরিণ স্মিথ তার রোভার গাড়ি থেকে নেমে লনের মাঝখানে পাথরের নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে তাদের নিয়ে এলো সেই বাড়িতে।

মিস্ট্রেস মিস জোয়ানা উইলকিন্স দরজা খুলে দেয়। তার উদ্দেশ্যে আইরিণ বলল, 'জোয়ানা' এঁরা ব্রিস্টল পুলিশ স্টেশন

থেকে আসছেন, এঁদের ড্রইংরুমে বসার ব্যবস্থা করো, পোশাক পাল্টিয়ে এখুনি আসছি আমি—'

'কিন্তু পুলিশ কেন ম্যাডাম?' বিস্মিত জোয়ানা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি তো জানো জোয়ানা, সাপের কামড়ে তোমার মনিবের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ব্যাপারে এঁরা এসেছেন একটু খোঁজ-খবর নিতে, এই আর কি!'

'কিন্তু ম্যাডাম, ডঃ গ্রাহাম স্কট তো ডেথ সার্টিফিকেটে স্পষ্টই লিখে দিয়েছিলেন—'

'আহ্, তুমি থামো তো!' ধমকে উঠল আইরিণ, 'পুলিশের 'কাজ পুলিশকে করতে দাও, তুমি তোমার কাজ করো।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম,' মাথা নিচু করে জোয়ানা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমার ভুল হয়েছে—'

তার উত্তরটা শোনবার প্রয়োজন মনে করল না আইরিণ। দ্রুত ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো সে। ড্রইংরুমের দরজা পথ দিয়ে দোতলায় ওঠার প্রশস্ত মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দেখা যায়। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অপসিয়মান আইরিণ স্মিথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'স্যার!' সহকারী টম বার্নেটের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো ডিটেকটিভ সার্জেন্ট হেনরি উইলিয়াম।

'কিছু বলবে?'

জোয়ানা উইলকিন্স-এর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে টম বলল, 'কোত্থেকে আমাদের কাজ শুরু করা যায় বলুন তো!'

'কেন, মিস, জোয়ানা উইলকিন্সকে দিয়েই তো শুরু করা যেতে পারে', হেনরি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলেন মিস্ উইলকিন্স?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কি জানতে চান বলুন?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জোয়ানা।

'আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?'

'বছর খানেক হবে' উত্তরে জোয়ানা বলল, 'ওঁদের বিয়ের ঠিক

পরেই আমি এ বাড়িতে মিস্ট্রেস হয়ে আসি।'

'আহ্, মিস্টার এবং মিসেস স্মিথের বিয়ে বুঝি বছর খানেক আগে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আগে আপনি কোথায় কাজ করতেন ?'

'মিসেস আইরিণ ·· · মানে মিস্ আইরিণ ব্রাউনের বাড়িতে।'

'তাই বুঝি ? মিসেস স্মিথের সঙ্গে আপনার পরিচয় তাহলে আগে থেকেই ?'

'হুঁ', জোয়ানা বলে, 'বিয়ের আগে উনি একটা হাসপাতালে নার্সের কাজ করতেন। ওঁর বাবা ছেলেবেলায় মারা যান। বাড়িতে বিধবা মা ছিলেন। উনি হাসপাতালে ডিউটিতে গেলে ওঁর মা'র দেখাশোনার ভার ছিল আমার।'

'কেন ওঁর বাপের বাড়িতে অন্য কেউ ছিল না ?'

'হ্যাঁ, না মানে ছিলো একজন', আমতা আমতা করে জোয়ানা বলল, 'ওঁর দূর সম্পর্কের এক ভাই পিটার হীথ ছিলো। তবে ওঁদের সম্পর্ক আমি ঠিক আজও জানি না। ঐ রকম একটা সম্পর্ক আমার মনে হতো, বলতে পারেন, এ আমার অনুমান মাত্র।'

'হ্যাঁ, পিটার মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়িতে আসতেন। তবে বেশির ভাগ সময় মিস্ ব্রাউন, স্যরি, আমি ওঁর বাবার পদবী ধরে বলছি বলে যেন কিছু মনে করবেন না—'

'না, না, আপনি আপনার সুবিধেমতো বলে যান,' বলল হেনরি।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বেশীর ভাগ সময় উনি কাটিয়ে দিতেন মিস ব্রাউনের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তারপর ওঁরা দুজনে এক সঙ্গে মিস্ ব্রাউনের হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয়ে যেতেন।'

'বিয়ের পরেও কি হাসপাতালের চাকরিটা করতেন মিসেস স্মিথ ?'

'না, তা কেন করবেন ?' সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানা বলে উঠল, 'মিঃ জর্জ স্মিথের প্রচুর অর্থ, বিষয় সম্পত্তি। তাছাড়া তিনি ছিলেন

একজন নামকরা ব্যবসায়ী। ক্রোড়পতি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চাকরী করতে দেবেন ? বিয়ের আগে মিস্ ব্রাউনের অভাবী সংসার ছিলো। বাবা নেই, বাড়িতে বিধবা মা, তাই ওঁকে চাকরি করতে হয়েছিলো ওঁর বাবার মৃত্যুর পর।'

'তার মানে ওঁর মায়ের ভরণপোষণের ভার মিঃ স্মিথই নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।' জোয়ানা এবার চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায়, 'আপনাদের কফির ব্যবস্থা করি, কফি খাবেন তো ?'

'না, ধন্যবাদ', তাকে থামিয়ে দিয়ে ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম বলল, 'আর একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই মিস্ উইলকিন্স—মিসেস স্মিথের ঐ দূর সম্পর্কের ভাই কি যেন নাম বললেন মিঃ—'

'মিঃ পিটার হীথ—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো। তা উনি এ বাড়িতে আসেন না ?'

'হ্যাঁ, আসেন বৈকি!' জোয়ানা উত্তরে বলল, বলতে গেলে প্রায়ই আসেন দুপুরে, মিঃ জর্জ স্মিথ তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে চলে গেলে পর।'

'ধন্যবাদ মিস্ উইলকিন্স, আপনি এখন যেতে পারেন। তবে', ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'তবে হ্যাঁ, আমাদের না জানিয়ে অন্য কথাও যাবেন না যেন, কথাটা মনে থাকবে তো ?'

'হুঁ,' ঘাড় নেড়ে ড্রইংরুম থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো জোয়ানা।

'জোয়ানা চলে যাওয়ার পর সহকারী টম বার্নেটের দিকে ফিরে হেনরী জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে টম ?'

'কি ব্যাপারে ? জর্জ স্মিথের মৃত্যুর ব্যাপারে ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'আমি ভেবেছিলাম আমার মতো তুমিও হয়তো আন্দাজ

করতে পারবে, পারলে না তো?' মৃদু হাসল হেনরি।

'স্যার, আমার ঠিক জানা নেই।'

'ত, এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমারই কি তাই মনে হয়েছিল?'

'কি মনে হয়েছিল স্যার?'

'এত সহজে অপরাধীকে যে ধরা যেতে পারে, মনেই হয়নি।'

'আপনি নিশ্চিত, খুনী কে জেনে গেছেন।'

'হুঁ!

'কে সে, কে সে স্যার?'

'নামটা আমি ঠিক এখনই মনে করতে পারছি না!' হেনরি আরো বলল, 'তবে খুনীর নামটা যখন জানব, তখন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার কাজে এক সেকেণ্ডও অপচয় করবো না। কিন্তু মুশকিলটা কি জানো টম, খুনী খুবই চতুর। ধর-ছোঁয়ার বাইরে সে এখন। মনে হয় না, আমরা এখানো কোনো ক্লু খুঁজে পাবো! তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে যতো চালাকই হোক না কেন, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাছাড়া, ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে না—"ক্রাইম মাস্ট পে!" অতএব মিঃ জর্জ যোশেফ স্মিথ যদি সত্যি সত্যি খুন হয়ে থাকেন, খুনীকে আমাদের মুখোমুখি হতেই হবে!'

ঐ যে এসে গেছে স্যার?' হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে টম বলে উঠল।

'কে খুনী?' চমকে উঠল হেনরী।

'মিসেস স্মিথ।'

'মিসেস স্মিথ!' মনে মনে কি যেন বলে হেনরি বলল, 'ও' তাই বলো।' তারপরেই ঘরে এসে ঢুকল আইরিণ।

পরনে তার শোক-জ্ঞাপক পোশাক হলেও তাতে তার সৌন্দর্য্য একটুও ঢাকা পড়েনি। এক মাথা সোনালী চুল, টিকোল নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মাপা কথাবার্তা।

'বসুন!' 'সামনের দিকে ইশারা করে ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট বলল, 'আপনার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখাবেন মিসেস স্মিথ।'

'নিশ্চয়ই!' আইরিন তার হাতব্যাগের ভেতর থেকে ডঃ গ্রাহাম স্কটের দেওয়া জর্জ যোশেফ স্মিথের ডেথ সার্টিফিকেটটা বার করে হেনরির হাতে তুলে দিলো।

হেনরি সেটা উল্টে-পাল্টে ভাল করে দেখে নিলো। না, জাল সার্টিফিকেট নয়, আসলই! নিজের মনে বলল হেনরি। সর্পাঘাতে জর্জের যে মৃত্যু হয়েছিল, এই সার্টিফিকেট তার বড় প্রমাণ। কিন্তু—তারপরেও একটা কিন্তু—থেকে যায়। ডঃ স্কট স্পটতই দেখেছিলেন, এটা একটা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। তাহলে কেনই বা সে জর্জের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠাল না, কেনই বা পুলিশে খবর দিলো না। 'সর্পাঘাতে মৃত্যু—' শুধু এটা লিখে দিলেই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সব দায় সারা হয়ে যায় না। তাকে দেখতে হবে, সাপটা দোতলার ঘরে গেল কি করে? গল্পের গরু গাছে চড়তে পারে। কিন্তু জঙ্গলের একটা বিষাক্ত সাপ ব্রিস্টলের মতো জনবহুল শহরে এলো কি করে? সেটাও তো খতিয়ে দেখতে হবে! ভাবল ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম।

হেনরি ডেথ সার্টিফিকেট তার ব্রীফকেসে রাখতে গিয়ে আইরিনের উদ্দেশে বলল, 'আপাতত এটা আমার কাছে থাক, পরে যথাসময়ে ফেরত পেয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে', মাথা নেড়ে সায় দিলো আইরিন।

'মিসেস স্মিথ, আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে, তার আগে আপনার স্বামীর শয়নকক্ষটা দেখতে চাই, আপনি যদি অনুমতি দেন—'

'বেশ তো, আমার সঙ্গে আসুন—' উঠে দাঁড়াল আইরিন।

সিঁড়ি পথে আইরিনকে অনুসরণ করল ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম এবং তার সহকারী টম বার্নেট।

দোতলায় একেবারে শেষ প্রান্তে দক্ষিণ দিকে মৃত জর্জের শয়নকক্ষ। করিডোর পথে তারা সেই ঘরে এসে ঢুকল, বেশ বড় সাইজের ঘর। ঘরের সব জানালাগুলোই বন্ধ। জানুয়ারি মাস, এই শীতের প্রকোপে জানালা খুলে রাখার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। ঘরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ

করে দিলে একেবারে নিশ্ছিদ্র ঘর। সাপ কেন একটা মাছি কিংবা মশাও প্রবেশ করতে পারবে না বোধহয়, হেনরি ভেবে পায় না এহেন অবস্থায় একটা বেশ বড় আকারের কাল কেউটে জাতীয় বিষাক্ত সাপ কি করে এই ঘরে ঢুকল ?

'মিসেস স্মিথ !'

'হ্যাঁ বলুন !'

'আপনার স্বামীকে কখন সাপে কামড়ায় ?'

'মাঝ রাতে, তখন রাত প্রায় দেড়টা হবে।'

'তখন আপনারা দুজনে নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, জর্জের আর্ত চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও তখন ওঁর ডান পায়ের দিকে ইশারা করে বলে ওঠে, "আমাকে কি যেন কামড়াল আইরিন, ভীষণ জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো বিষাক্ত সাপ। শীগ্গীর ডঃ স্কটকে খবর দাও।" তা দিচ্ছি, আমি ওকে আশ্বস্ত করে বলি, কিন্তু জর্জ, দোতলার ঘরে—সাপ এলো কি করে ?

'সে প্রশ্ন তো আমারও !' হেনরি বলল, 'দোতলার ঘরে সাপ আসে কি করে ? কাছে-পিঠে কোনো জঙ্গল তো নেই—'

'আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বাগান আছে মিঃ উইলিয়াম সাপটা সেখান থেকে আসেনি তো ?'

'হতে পারে। তবে বাগান আপনারা নিশ্চয়ই পরিচর্যা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে সাপের কোন গর্ত থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা কিংবা বাগানের মালির চোখে ঠিক পড়তই। পড়েছিল কি ?'

'না', মাথা নাড়ল আইরিন।

'ঠিক আছে। এখন বলুন। সেদিন রাতে আপনার স্বামীর পরামর্শমতো ডঃ স্কটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ?

'হ্যাঁ', আধঘণ্টা পরেই তিনি এখানে চলে আসেন। এবং জর্জকে পরীক্ষা করে তিনি জানিয়ে দেন, সে মৃত। জর্জের ডান পায়ের সাপের কামড়ের চিহ্ন দেখা যায়। এর ফলে ডঃ স্কটের আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই তিনি নির্বিচারে ডঃ জর্জের ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেন।'

'পরে সেই সাপটার হদিশ পেয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল হেনরি।

'হ্যাঁ, জর্জের বিছানার মধ্যে কুঁকড়ে পড়েছিল সাপটা।'

'তারপর সাপটাকে নিয়ে কি করলেন জানতে পারি?'

'ইচ্ছে ছিলো কোনো প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তাদের কারোর কাছ থেকে কার্যকর কোনো প্রস্তাব না পাওয়া যেতে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম কোনো সরকারী চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবো। আর সেই মতো গতকাল মানে ৫ জানুয়ারি, ১৯১৩ চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেই সাপটা রেখে আসি।'

'তাই বুঝি!' হেনরি এবার বলে, 'বেশ। এখন আপনাদের বাগানটা একটু দেখতে চাই।'

'আসুন আমার সঙ্গে।' এবারেও আইরিনই বাড়ির পিছন দিকের বাগানে নিয়ে গেলো তাদের।

বাগান বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার। সাপের কিংবা ইঁদুরের একটা গর্তও চোখে পড়ল না। একটু পরেই ড্রইংরুমে ফিরে এলো তারা।

তারা তিনজন কৌচের উপর বসার পর ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস স্মিথ, আপনাদের মিস্ট্রেস মিস্ জোয়ানা উইলকিন্স-এর মুখে শুনলাম, আপনাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর—কিছু মনে করবেন না। আপনাদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিলো?'

'হ্যাঁ, সুখের থাকবে না কেন?' মৃদু হেসে আইরিন বলে, আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ বলতে কিছু ছিলো না।'

'সেকি!' বিস্মিত হেনরি বলে, 'আপনারা তো তাহলে আদর্শ দম্পতি বলুন?'

'হ্যাঁ, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের হিংসার পাত্র হয়ে উঠি।'

'খুবই স্বাভাবিক।' প্রশংসার চোখে আইরিনের দিকে তাকিয়ে হেনরি জিজ্ঞেস করল, 'এবার একটা বৈষয়িক প্রশ্ন করছি, 'আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী কি আপনি একা?'

'হুঁ!'

'আপনাদের কোনো সন্তান—'

'না, সে সম্ভাবনা নেই।'

'অত্যন্ত দুঃখিত—' একটু থেমে হেনরি বলে, 'আমার শেষ প্রশ্ন, 'আচ্ছা, মিঃ পিটার হীথ আপনার কি রকম ভাই হন?'

'পিটার! পিটার হীথ?' একটু চমকে উঠে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে আইরিন বলল, 'ও, হ্যাঁ, উনি আমার দূর সম্পর্কের ভাই হন। আমার মাকে দেখাশোনা করে থাকেন।'

'এবং আপনাকেও!'

'হ্যাঁ, না, মানে, মাঝে মাঝে ঐ মা'র খবর দিতে আসেন উনি।'

'তাই বুঝি!'

'হুঁ! কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'কেন, আপনাদের ঐ মিস্ট্রেস মিস্ জোয়ানার কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর ওকে আমি এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। বড় গরীব ও বেচারী।'

'ও কে. মিস্ আইরিন, অনেক ধন্যবাদ—'

'আপনার কি এখনো সন্দেহ হয়, আমার স্বামী খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, এখনো আমরা মত বদলাতে পারিনি।'

'কে আমার স্বামীকে খুন করতে পারে মিঃ উইলিয়াম? কাকেই বা আপনার সন্দেহ হয়?'

'এ বাড়ির সবাইকে। এমনকি আপনাকেও।'

'আমাকেও কেন?' প্রতিবাদ করে উঠল আইরিন, 'স্বামীকে খুন করে আমার লাভ কি বলুন?'

'ওঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজের করায়ত্ত করার জন্য।'

'সে তো ওঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও আমি পাই।'

'এত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় বলে।' এখানে একটু থেমে হেনরি বলে। 'তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এমনি কথার কথা বলছিলাম, এই আর কি!'

'উঃ আপনি আমাকে অযথা ধুকফুকুনির হাত থেকে বাঁচালেন!' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আইরিন।

'আচ্ছা আজ চলি', চলে আসার সময় হেনরি বলে, ভাল কথা। মিঃ পিটার হ্বীথের ঠিকানাটা দেবেন, তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।'

'বেশ তো, লিখে নিন, আমি বলছি—'

হেনরি তার নোটবুকে পিটার হ্বীথের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে হ্যানোভার স্কোয়ারে জর্জ যোশেফ স্মিথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন সারা ব্রিস্টল শহরে ঘুরে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট হেনরি উইলিয়াম খোঁজ নিলো, সাপের সংগ্রাহক কারা কারা। মাত্র একজনকেই পাওয়া গেলো। ভদ্রলোকের নাম এ্যালবার্ট মার্টিন। তার সখ হলো বিষাক্ত সাপেদের সঙ্গে দিনের পর দিন অক্ষত অবস্থায় কাটানো। ইতিমধ্যে দীর্ঘ একশো ঘন্টা কাটিয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করে ফেলেছে সে। ব্রিস্টল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে সাউথ স্কোয়ারে তার বাড়ি। কাঁচের ঘরের মধ্যে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছিল। তারই মাঝে বসে সাপ নিয়ে খেলা করছিল সে। তার নিগ্রো পরিচারক হাণ্ট তাকে নিয়ে যায় সেই কাঁচের ঘরের সামনে। পুলিশ দেখে এ্যালবার্ট সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেনরিকে তার ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসায়।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট হেনরি উইলিয়াম তার পরিচয় দিয়ে বলে, 'একটা খুনের তদন্তের কেসে আমি এসেছিলাম আপনার কাছে।'

'বলুন আমি কি করতে পারি?'

'দেখলাম আপনার সংগ্রহশালায় অনেক সাপ।'

'হ্যাঁ, সবই প্রায় বিষাক্ত সাপ।'

'এগুলোর মধ্যে কোনো সাপকে আপনি ধার হিসেবে দেন?'

'হ্যাঁ, অনেকে নিতে আসে। কেউ নেশাগ্রস্ত লোক, নানান ড্রাগে অভ্যস্ত। ড্রাগে নেশা আর না হওয়াতে শেষে আমার শরণাপন্ন হয়। উদ্দেশ্য সাপের ছোবল খেয়ে বুদ হয়ে পড়ে থাকা।'

'তা এরকম লোক শেষ কবে আপনার কাছে এসেছিল বলতে পারেন মিঃ মার্টিন?'

'শেষ কবে।' কি যেন ভাবল এ্যালবার্ট। পরক্ষণেই বলল।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গত চারদিন আগে পিটার হীথ নামে এক যুবক এসেছিল. সাপের ছোবল খেতে চায় সে তার বাড়িতে বসে। এক দিনের জন্য সে আমার কাছ থেকে একটা বিষাক্ত সাপ, কালকেউটে নিয়ে যায়। অবশ্য পরের দিনই সে সেটা ফেরত দিয়ে যায়। বেচারা !'

'কি নাম বললেন সেই ছোকরার ? পিটার হীথ।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। তার সঙ্গে একটি যুবতী মহিলাও এসেছিল', বলল এ্যালবার্ট।

'মেয়েটি কি রকম দেখতে বলুন তো ? জিজ্ঞেস করল হেনরি।

'বেশ সুন্দরী। স্বর্ণকেশী, আর—'

'আর বলতে হবে না আপনাকে', হেনরি জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সম্পর্কের কথা কিছু বলেছিল ওরা ? মানে ওঁরা আপনার কাছে ওদের কি পরিচয় দিয়েছিল ?'

'বলেছিল, ওরা নাকি খুব শীগ্‌গীর বিয়ে করবে। আর—'

'আর কি ?'

'মেয়েটি বলেছিল হাসতে হাসতে, ওর হবু স্বামী মানে পিটার হীথ নাকি ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বিয়ের পর সে সব নেশা ছেড়ে দেবে। পিটারের শেষ নেশা সাপের ছোবলের আস্বাদ নেওয়ার পরেই সে বিয়ে করবে মেয়েটিকে।'

'ধন্যবাদ মিঃ মার্টিন', হেনরি তাকে বলে, 'এই খবরটা দেওয়ার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে আর একটা উপকার করতে হবে।'

'কি করতে হবে বলুন ?'

'পিটার হীথ আর তার ভাবী স্ত্রীকে সনাক্ত করে দিতে হবে।'

'কিন্তু কেন বলুন তো ?'

'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, দেরী করলে পাখি উড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতে চলে আসুন। প্লিজ মিঃ মার্টিন -'

'বেশ চলুন—'

পুলিশ জীপে উঠে বসল এ্যালবার্ট মার্টিন।

পুলিশ জীপ ছুটে চলল হ্যানোভার স্কোয়ারে জর্জ যোশেফ

স্মিথের বাড়িতে।

জর্জ যোশেফ স্মিথের ড্রইংরুম। পিটার হীথের সঙ্গে গল্প করছিল মিসেস আইরিন স্মিথ। হেনরিকে দেখে আইরিন পরিচয় করিয়ে দেয়, 'আসুন মিঃ উইলিয়াম', তারপর পিটারের দিকে ফিরে সে বলে, 'আমার সেই দূর সম্পর্কের ভাই পিটার হীথ।'

পিটার হাত বাড়িয়ে হেনরির সঙ্গে করমর্দন করতে যায়। কিন্তু তার পিছনে এ্যালবার্ট মার্টিনকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। তারপর সামলে নিয়েই সে পালাতে যায়! সঙ্গে সঙ্গে হোলস্টার থেকে রিভলবার বার করে তার দিকে উঁচিয়ে ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট হেনরি উইলিয়াম বলে উঠল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না মিঃ হীথ। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

'আমাকে গ্রেপ্তার করছেন? কেন? কি আমার অপরাধ জানতে পারি?' প্রতিবাদ করে উঠল পিটার।

'মিঃ জর্জ যোশেফ স্মিথকে হত্যা করার অপরাধে।'

'কিন্তু মিঃ স্মিথ তো সাপের কামড়ে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর তাঁকে সেই সাপের ছোবল মারার ব্যবস্থা করেছিলেন আপনি আর তাঁর স্ত্রী, মানে আপনার প্রেমিকা মিসেস আইরিন স্মিথ—' আইরিনের দিকে ফিরে হেনরি এবার বলল, 'একই অপরাধে আপনাকেও গ্রেপ্তার করা হলো মিসেস স্মিথ!'

এদিকে এ্যালবার্ট মার্টিন তাদের কাছে এগিয়ে এসে হেনরির উদ্দেশে বলে উঠল, 'সার্জেণ্ট, এঁরাই চারদিন আগে আমার কাছ থেকে একটা বিষাক্ত সাপ ধার নিয়েছিল সাপের ছোবল খেয়ে নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু তখন কে জানত, একজন নিরীহ মানুষকে খুন করার জন্য বিষাক্ত কালকেউটে সাপটা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল ওরা!'

আদালতের বিচারে মৃত জর্জ যোশেফ স্মিথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাকে হত্যা করার অপরাধে পিটার হীথ ও আইরিন স্মিথকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন ব্রিস্টল কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্ল লিওনার্ড নেলসন গত ২৫ জুলাই।

লণ্ডনের বাকিমহামশায়ার পুলিশের ডায়েরী থেকে ঃ

প্রেমিক যখন নিজেই ঘাতক

"হ্যালো বাকিমহামশায়ার পুলিশ স্টেশন, আমি বাকিম-হামশায়ারের সাইন্টিফিক রিসার্চ সেণ্টার থেকে বলছি। দেখুন, আমাদের হোস্টেলে বৈজ্ঞানিক মিস্ ইউজিন ডেলহাম খুন হয়েছে। আপনারা এখনি একবার এখানে চলে আসুন। আপনার নাম? ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর জিজ্ঞেস করল। দূরভাষে সংবাদদাতা তার নাম ও পরিচয় দেয়—মাইকেল গ্রেগস্টেন, হোস্টেল সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট। ঠিক আছে মিঃ গ্রেগস্টেন, আমরা এখুনি যাচ্ছি, হোস্টেলের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে জন টেলর তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'দেখবেন, নিহত মিস্ ইউজিন ডেলহামের মৃতদেহ কিংবা তার ঘরের কোনো জিনিষ কেউ যেন স্পর্শ না করে……।' 'ও.কে স্যার, তাই হবে।' ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। একটু পরেই দেখা গেলো বাকিমহামশায়ার পুলিশ স্টেশন থেকে পুলিশ জীপ তীব্রবেগে ছুটে চলেছে বাকিমহামশায়ারের সাইন্টিফিক রিসার্চ সেণ্টারের উদ্দেশে। সেই জীপে তার সহকারী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আর্থার মরিস, পুলিশ ডাক্তার জেমস স্টুয়ার্ট, ফটোগ্রাফার মিঃ ডেভিড, এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মিঃ হ্যারিস লুইসও ছিলো……"

বাকিমহামশায়ার সাইন্টিফিক রিসার্চ সেণ্টার। তখন সকাল আটটা দশ…একটা পুলিশ জীপ সেখানে এসে থামল। হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেন হোস্টেলের গাড়ি বারান্দার নিচে অপেক্ষা করছিল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলরের জন্য।

জীপ থেকে নেমেই ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর চকিতে একবার হোস্টেলের চারদিক দেখে নিলো জানুয়ারির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে সাইনটিফিক রিচার্সের বৈজ্ঞানিক এবং কর্মচারীরা এসে ভিড় করেছিল। সবার মুখে একটা থমথমে ভাব, চাপা গুঞ্জন ; বৈজ্ঞানিক মিস্ ইউজিন ডেলহাম ছিলো অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, মিশুকে, কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ছিলো না তার, এ হেন একটি নিরীহ মেয়ের যে কোনো শত্রু থাকতে পারে, কেউ যে তাকে খুন করতে পারে, সে কথাই বলাবলি করছিল তারা নিজেদের মধ্যে। সেই সঙ্গে তারা হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের কাছে দাবী করেছে, ইউজিনের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর এসে হাজির হলো। তারাই আবার স্লোগান দিলো, "মিস্ ইউজিন ডেলহাম-এর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে হবে। আমরা তার উপযুক্ত শাস্তি চাই…"

ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর হাত নেড়ে তাদের উদ্দেশে বলল, 'আপনারা শান্ত হোন। আপনাদের মতো আমরাও অপরাধীকে খুঁজে বার করতে চাই। আর তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। প্রয়োজনে যথাসময়ে আপনাদের বক্তব্য শোনবার জন্য ডাকা হবে। আপনারা ধৈর্য ধরে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। প্লীজ –'

"প্রয়োজনে আপনাদের ডাকা হবে", কথাটা শুনতেই ভিড় পাতলা হয়ে যায়। পুলিশী ঝামেলা এড়াতে অধিকাংশ লোক সরে পড়ে ডিটেকটিভ চীফ জন টেলরের সামনেই। তা দেখে জন মনে মনে হাসে এবং স্বগতোক্তি করে. এই তো পাবলিক! এই সব ভীতু লোকরাই আবার নিহত মিস্ ইউজিন ডেলহামের শাস্তির দাবী করে।.......

যাইহোক, হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে ফিরে বলল যে, 'চলুন মিঃ গ্রেগস্টেন, মিস্ ডেলহামের ঘরটা কোথায় দেখিয়ে দেবেন চলুন!'

'হ্যাঁ স্যার, আসুন—'

পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো মাইকেল। তাকে

অনুসরণ করল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর এবং তার সহকর্মীরা। দোতলায় লম্বা করিডোর পেরিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে মিস্ ইউজিন ডেলহামের ঘর। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেন বুদ্ধি করে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছিল।

ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল মাইকেল। দরজা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল জনের নাকে। পুলিশ ডাক্তার ডঃ জেমস স্টুয়ার্ট নাকে রুমাল চাপা দিলো।

'কি রকম মনে হয় ডঃ স্টুয়ার্ট?' ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর জিজ্ঞেস করল।

'মনে হচ্ছে, মিস্ ইউজিন ডেলহামের দেহে রাইগার ফর্ম করে গেছে।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'দেখা যাক!' বলল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর।

তারপর তারা ইউজিন ডেলহামের খাটের দিকে এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

কাছে যেতেই শিউরে উঠল জন।

'উঃ, কি বীভৎস মুখ! হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আততায়ী মেয়েটির কণ্ঠনালীই শুধু ছিন্ন করেনি, সেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে সে তার মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, যাতে করে কেউ না তাকে চিনতে পারে।'

'মুখ বিকৃত করার উদ্দেশ্য কি হতে পারে স্যার?' সহকারী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আর্থার মরিস বলল।

'বুঝলে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল জন। 'তোমার স্নায়ুকোষগুলো একটু মেলে ধরার চেষ্টা করো, দেখবে তাহলেই ঠিক বুঝতে পারবে।' পরক্ষণেই হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'মিঃ গ্রেগস্টেন, মেয়েটির কোন ফটো আপনাদের কাছে আছে?'

'না তো!' উত্তরে মাইকেল গ্রেগস্টেন বলল, 'এখানে কারোর ফটো রাখার তো ব্যবস্থা নেই।'

'কেন কোনো কনভোকেসনে বৈজ্ঞানিকদের যৌথ ফটো তোলার ব্যবস্থা নেই ?'

'তা থাকবে না কেন ? কিন্তু মিস্ ইউজিন ডেলহাম মাত্র ছ'মাস হলো রিসার্চ করতে এসেছিলেন এই রিসার্চ সেণ্টারে। ওঁর আসার পর পরবর্তী কনভোকেসন হওয়ার সময় এখনো হয়নি। তাই ওঁর ফটো তোলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'তা ঠিক।' এই বলে ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর ফটোগ্রাফারকে নির্দেশ দিলো, 'মিঃ ডেভিড, বিভিন্ন দিক থেকে যতোগুলো সম্ভব ফটো তুলে রাখো।' তারপর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হ্যারিস লুইসের দিকে ফিরে বলল সে, 'মিঃ লুইস, দেখবেন ঘরের মধ্যে থেকে একটা হাতের ছাপও যেন বাদ না যায়।'

'ও কে স্যার।' মাথা নেড়ে সায় দিলো হ্যারিস লুইস।

ফিরে ডঃ জেমস স্টুয়ার্টের দিকে তাকাতে গিয়ে জন দেখল, সে বলার আগেই মৃতদেহ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। তার প্রশংসা করে মনে মনে বলল সে, লোকটা সত্যিই কর্মিৎকর্মা বটে !

ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর এবার নিজে প্রয়োজনীয় তদন্ত করতে গিয়ে ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখতে থাকল। ঘরের একটাই মাত্র প্রবেশ পথ, যে দরজা পথ দিয়ে তারা এ ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল। এ ছাড়া দরজার উল্টোদিকে দুটি জানালা। একটি জানালা সব সময় বন্ধ থাকে, লক্ করা। অপর জানালাটি ভেজানো ছিল। সেই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে গুটি গুটি পায়ে। দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিতেই সে দেখল, জানালার কোনো গরাদ বা গ্রীল বলতে কিছু নেই। জানালা পথে তাকাতে গিয়ে সে দেখল নিচে বাগান, বাড়ির পিছন দিক সেটা। একটা দেবদারু গাছ, জানালা বরাবর দোতলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। জানালা আর সেই দেবদারু গাছের ব্যবধান মাত্র এক হাত। অর্থাৎ অনায়াসে সেই দেবদারু গাছ বেয়ে দোতলায় মিস্ ইউজিন ডেলহামের ঘরের জানালা টপকে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কথাটা মনে হতেই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'মি. গ্রেগস্টেন—?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনারা কখন জানলেন, মিস্ ডেলহাম খুন হয়েছেন ?'

'দেখুন স্যার, আমাদের এই রিসার্চ সেণ্টারে সকাল থেকেই রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে যায়। তাই খুব ভোরে। মানে সকাল ছ'টার আগেই সবাই ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এটাই নিয়ম। কিন্তু আজ সকাল সাতটার পরেও মিস্ ডেলহামকে তাঁর ঘর থেকে বেরুতে না দেখে তাঁর ঠিক পাশের ঘরের বোর্ডার তাঁর সহকামনী মিস্ জেনি লুয়াড' তাঁর ঘরে প্রথমে নক্ করেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। সেটাই স্বাভাবিক। বেশ কয়েকবার নক্ করাব পরেও মিস্ ডেলহামের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে তিনি তখন আমার অফিস ঘরে ছুটে এসে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমি তখন অফিস থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে এসে মিস্ ডেলহামের দরজা খুলতেই ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে চমকে উঠি। আর তারপরেই ফোনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে তো আপনি জানেনেই স্যার !'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে সায় দিলো ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর। তারপর জন বলল, ঘরের মধ্যে দেখছি একটা জানালা ভেতর থেকে লক্ করা। ওটা কি —'

হ্যাঁ, সব সময়েই ওটা বন্ধ থাকে।'

'আর অপর জানালাটা ? এখানে এসে দেখলাম, ওটা ভেজান ছিলো। তা আপনি যখন আজ সকালে প্রথম এ ঘরে এসে ঢোকেন তখনো কি ঐ জানালাটা ঐ ভাবেই ভেজানো ছিলো ?'

'না, হ্যাঁ, আমার ঠিক খেয়াল নেই স্যার। বলতে পারবো না।'

'ওটা মাঝে মাঝে খোলা হয়ে থাকে কিনা, তা তো বলতে পারবেন ?'

'দেখুন, এটা মেয়েদের হোস্টেল। খুব একটা প্রয়োজন না হলে এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। তাই মেয়েরা কখন তাদের ঘরের জানালা বন্ধ করল কি খুলল, সেটা আমাদের জানার কথা নয়।'

'তাই বুঝি ?' সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে তাকালো জন। বয়স তার তিরিশ ছুঁই ছুঁই। সুপুরুষ। দীঘল চেহারা। স্বপ্নালু চোখে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। যে কোনো যুবতী মেয়ের কাছে আকর্ষণীয় পুরুষ সে।

কি মনে করে নিজের থেকেই জন আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্ ডেলহামের কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিলো ?'

'বয়ফ্রেন্ড ?' কি যেন ভাবল মাইকেল একটু সময়। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'দেখুন এখানে যে সব মহিলা বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোনো-না-কোনো পুরুষ কিংবা নারী প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে, তাদের নির্দিষ্ট করে মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'তা না হতে পারে, কিন্তু এখানে কোনো মেয়ে-বোর্ডারের সঙ্গে বাইরের কেউ দেখা করতে এলে তাকে তো আপনার মাধ্যমেই এখানে আসতে হয়। আর হোস্টেলের নিয়মমাফিক তাদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় এসব আপনাকে রেজিস্টারে নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করতে হয়।

'হ্যাঁ, তা করতে হয় বৈকি !'

'তাহলে মিস্ ইউজিন ডেলহামের সঙ্গে যারা যারা দেখা করতে এসেছিল, তাদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় সব লেখা আছে। যাওয়ার সময় সেই রেজিস্টারটা একবার দেখে যাবো।'

'ও. কে. স্যার।'

মাইকেলের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ইউজিনের খাটের নিচে একটা কার্পলিং পড়ে থাকতে দেখল জন। নিচু হয়ে সবার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সাবধানে সে তার ব্রীফকেসে চালান করে দিলো।

তদন্তের কাজ সারতে ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশি সময় লেগে গেলো। তারপর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করে নিচে নেমে এলো ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর মেয়েদের হোস্টেলের অন্য বোর্ডারদের জবানবন্দী নেওয়ার জন্য।

জবানবন্দী নেওয়ার ব্যবস্থা হলো সুপারিনটেন্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের অফিস ঘরে। প্রথমেই ডাক পড়ল ইউজিনের পাশের ঘরের বোর্ডার মিস্ জেনি লুয়ার্ডের, সেও এই রিসার্চ সেণ্টারের একজন বৈজ্ঞানিক।

'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?' ঘরে ঢুকে হোস্টেল

সুপারিনটেন্ডেন্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল জেনি।

ডিটেকটিভ চীফ জন টেলরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে মাইকেল বলল, মিস্ ডেলহামের খুনের ব্যাপারে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'তাই বুঝি!' টেলরের দিকে ফিরে জেনি বলে 'সুপ্রভাত, বলুন আপনি কি জানতে চান?'

'হ্যাঁ, মিস্ লুয়ার্ড।' টেলর গলা পরিষ্কার করে বলল, আজ আপনিই প্রথম আপনার সহকর্মিনী মিস ডেলহামের ঘরের দরজায় নক্ করেন?'

'হুঁ!' মাথা নাড়ল জেনি।

আপনি কি রোজই ওঁকে ডেকে ওঁর ঘুম ভাঙ্গান?'

'হ্যাঁ, ও ভীষণ ঘুম-কাতুরে ছিলো। ওকে না জাগালে কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গত না ওর। অথচ সকালের শুরুতেই আমাদের রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে যায়।'

'তা না হয় হলো', টেলর বলল। 'এ তো গেলো কাজের দিনগুলোতে, কিন্তু ছুটির দিনে?'

'ছুটির দিনে আমাদের অফুরন্ত অবসর। বলতে গেলে হাতে আমাদের কোনো কাজই থাকে না তখন। তাই আমরা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। কেউ কাউকে বিরক্ত করতে যাই না।'

'খুব ভাল কথা, মৃদু হেসে টেলর বলল, 'কিন্তু আজও তো ছুটির দিন, রোববার। তাহলে আজ কেনই বা সকালে ডাকতে গেলেন ওঁকে!'

'সে আমাদের একটা বিশেষ ব্যাপারে।'

'তা সেই বিশেষ ব্যাপারটা কি জানতে পারি মিস্ লুয়ার্ড?

'সেটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'না যদি বলতে চান, ঠিক আছে, আশাকরি আমরা জেনে নিতে পারব।'

'সে খবর কি আপনার একান্তই জানার দরকার?'

'হ্যাঁ, জানলে আমাদের তদন্তের পক্ষে বিশেষ সুবিধে হতো। এই আর কি!' প্রসঙ্গ বদল করে টেলর এবার জিজ্ঞেস করল, 'মিস্ ডেলহামের কোনো পুরুষ বন্ধু ছিলো?'

'হ্যাঁ, ছিলো বৈকি!' বলল জেনি।

'কি তার নাম?'

'হেনরি অস্টিন।'

'ঠিকানা?'

'এখানেই থাকে সে।'

'এখানে থাকে মানে, মেয়েদের এই হোস্টেলে?' জনের চোখে গভীর বিস্ময়।

'না না, আমাদের হোস্টেলে থাকতে যাবে কেন?' মৃদু হেসে জেনি বলল, 'মানে আমি বলতে চাইছি এই বাকিমহামশায়ারে নর্থ স্কোয়ারে। ২০৪ নম্বর নর্থ স্কোয়ার। বুলেভার্ড।' একটু থেমে জেনি বলল, 'এবার আমি যেতে পারি?' ভেতরে ভেতরে ভীষণ ছটফট করছিল সে।

'বসুন!' কতকটা হুকুমের সুরেই বলল জন। 'আমার প্রশ্ন এখনো শেষ হয়নি।'

বেশ, আরো কি জানতে চান বলুন!'

'মিস্ ডেলহামের কোনো শত্রু ছিলো?'

'না, সেরকম তো কাউকে শত্রু বলে মনে হয় না। জেনি বলে, খুবই ভাল মেয়ে ছিলো ইউজিন। সবার সঙ্গেই ভাল ব্যবহার ছিলো তার। অমন শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ের যে কোনো শত্রু থাকতে পারে বিশ্বাসই হয় না আমার।'

'ভাল! আচ্ছা মিস্ লুয়ার্ড, মিস্ ডেলহামের সেই বয়ফ্রেন্ড কি যেন নাম বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হেনরি অস্টিনের সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক ছিলো? মানে এই হোস্টেলে সে যখন মিস্ ডেলহামের কাছে আসত বলছেন আপনি তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গেও তার আলাপ হয়েছিল, তাই বলছিলাম—'

'হ্যাঁ অবশ্যই হেনরির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি আর ইউজিন খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। ইউজিনই ওর সঙ্গে আসাকে আলাপ করিয়ে দেয়। হেনরিকে আমি আমার বন্ধুর মত মনে করতাম।'

'শুধুই কি বন্ধুর মতো?'

'কি বলতে চান আপনি ?'

'যা আপনি লুকোতে চান।'

'তার মানে ?' চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাগত স্বরে জেনি জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এমন লুকিয়েছি যে আপনার সন্দেহ হলো।'

'সন্দেহের অবকাশ তো আপনি শুরুতেই করে ফেলেছেন মিস্ লুয়ার্ড!' তীক্ষ্নস্বরে বলল জন, 'আজ রোববার। আপনি বলেছেন ছুটির দিনে অন্য দিনের মতো ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠার তাড়া থাকে না কারোর। তা সত্ত্বেও আজ ছুটির দিনেও আপনি ভোর সকালেই মিস্ ডেলহামকে ঘুম থেকে জাগাতে গিয়েছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন যে, সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারটা যে কি আমি এখন বুঝতে পেরেছি। মিস্ ডেলহামের খুনের ব্যাপারটা আপনি সবার আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। আর সেটা সরকারীভাবে প্রকাশ করার জন্যই যেচে নিজের থেকে ওভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন আপনি।'

'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন ?'

'সন্দেহ আমাদের সবাইকে করতে হয় মিস্ লুয়ার্ড। আপনাদের হোস্টেলের সবাইকে!' হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে ফিরে সে বলল, 'এমনকি মিঃ গ্রেগস্টেনকেও।'

'আমাকে ?' বিস্ময়ভরা চোখে জনের দিকে তাকাল মাইকেল। 'আমাকে সন্দেহ করার কারণ কি জানতে পারি ?'

'আপনার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে বলে। ঐ ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মিস্ ডেলহামের ঘরের দরজা অনায়াসে খুলে নিঃশব্দে তাঁকে খুন করে আপনি চলে যেতে পারেন। কাকপক্ষীও টের পাবে না—'

'না না, এ শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তবও বটে! কেন আমি ওঁকে খুন করতে যাবো ? খুনের উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে বলুন ?'

'মোটিভটা এখনও জানতে পারলে আপনাকে কি আর এখানে ছেড়ে রেখে যেতাম। অনেক আগেই গ্রেপ্তার করতে পারতাম।' মৃদু হেসে জন এবার বলল, 'আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন মিঃ

গ্রেগস্টেন। আমি শুধু আমার সম্ভাব্য ধারণার কথাই বলেছি, কিন্তু আমার শেষ সিদ্ধান্তের কথা এখনো জানাইনি, সে কথা ভুলে যাবেন না।'

'ওহো, তাই বলুন,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মাইকেল।

জেনি লুয়ার্ডের দিকে ফিরে জন এবার বলল, 'ঠিক আছে মিস্ লুয়ার্ড। আপনি এখন যেতে পারেন, তবে হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে—বাকিমহামশায়ারের বাইরে কোথাও যাবেন না, বুঝলেন ?

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মাথা নেড়ে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো জেনি।

জেনি চলে যেতেই মাইকেল বলে উঠল, 'এবার কাকে ডাকব স্যার ?'

'আপনাদের হোস্টেলের দারোয়ানকে ডেকে পাঠান।'

বেল টিপতেই অফিসের বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। তার দিকে ফিরে মাইকেল বলল, 'গতকাল রাতের দরোয়ান টমকে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরেই টম এসে ঘরে ঢুকল। বাধিত ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করে বলল, 'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার ?'

'হ্যাঁ টম', মাইকেল বলল, 'ডিটেকটিভ চীফ মিঃ জন টেলর তোমার কাছ থেকে কিছু খবর জানতে চান। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, বুঝলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।' মাথা নেড়ে সায় দিলো টম। তারপর সে ফিরে তাকাল জনের দিকে।

'বলুন স্যার, আপনি কি জানতে চান ?'

'তুমি এখানে কতদিন ধরে কাজ করছ টম ?'

'তা প্রায় দশ বারো বছর হবে।'

'ভাল', টমের মুখের দিকে তাকাল জন। লোকটার বয়স প্রায় চল্লিশ হবে। বোকা বোকা চেহারা হলেও তার চোখে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। 'গত রাত্রে তোমার ডিউটি ছিলো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

'শুনেছি', বলে জন আবার তার চোখের দিকে ভাল করে

তাকালো। এবার তার মনে হলো, লোকটা যেন ড্রাগ নেশাগ্রস্ত, দ্বারোয়ানদের যা পেশা, সাধারণতঃ তারা একটু নেশা করতেই অভ্যস্ত। সেই কথাটা মাথায় রেখে বলল সে, 'তুমি ড্রিঙ্ক করো? তা কাল রাতে কি তুমি ড্রিঙ্ক করেছিলে?'

'না কখনো নয় স্যার। ডিউটি দেবার সময় আমি ভুলেও কখনও মদ ছুঁই না।'

'ডিউটি দেবার সময় তুমি মদ ছোঁও না?' এবার ফুঁসে উঠল সুপারিনটেন্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেন, 'কেন, গতমাসেই তো রাতে ডিউটি দেবার সময় তোমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে আমি তোমাকে সাসপেণ্ড করেছিলাম, মনে নেই?'

'হ্যাঁ স্যার, খুব মনে আছে?' বিনীত সুরে টম বলল, 'আমি তো সেদিন শপথ নিয়ে বলেছিলাম স্যার, ওরকম ভুল আর কখনো করবো না।'

'তোমাদের শপথের কি-ই বা মূল্য আছে বলো?'

'কেন স্যার, আমরা কি মানুষ নই?'

'না, তা উনি বলছেন না', এবার মাইকেলের হয়ে মৃদু হেসে জন বলল, 'আমি স্বীকার করছি, তোমাদের ডিউটি যে রকম কষ্টকর, তাতে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক সবাই করে থাকে। সে যাই হোক, ধরে নিলাম, গত রাত্রে তুমি ড্রিঙ্ক করনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই তুমি তোমার ডিউটি দিয়েছিলে। ঠিক আছে, এখন মনে করে দেখ তো, এই হোস্টেলে গত রাত্রে বাইরের কাউকে প্রবেশ করতে দেখেছিলে?'

'না স্যার, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে কারোর প্রবেশ করা সম্ভব নয়।'

'বাড়ির পিছনে বাগানে কাউকে দেখেছিলে?'

'না, তবে হ্যাঁ—'

'তবে হ্যাঁ কি টম?'

'রাত তখন দু'টো হবে। খস্ খস্ পায়ের শব্দ শুনতে পাই। প্রথমে ভাবলাম হোস্টেলের আলসেসিয়ান জ্যাকি বোধহয় বাগানে ঘোরাফেরা করছে ইঁদুরের খোঁজে। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার

সেই রকম শব্দ। তখন আমি ছুটে যাই বাগানে, কিন্তু সন্দেহ-জনক সেরকম কিছু চোখে পড়েনি আমার।'

'ঠিক বলছ তুমি?'

'হ্যা স্যার, বিশ্বাস করুন, কাউকেই আমি সেখানে দেখতে পাইনি।'

'জ্যাকিকে?'

'না, তাকেও না।'

'কুকুরটাকে তো রাতে পাহারা দেবার জন্য হোস্টেল কম্পাউণ্ডে ছেড়ে রাখা হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

অপরিচিত কাউকে দেখতে পেলে তো বটেই, আবার দেখতে না পেলেও অকারণ মাঝে মাঝে কুকুরের স্বভাবই হলো চিৎকার করে ওঠা, তার কোনো চিৎকার তুমি শুনতে পাওনি?'

'না স্যার, সারা রাতে একবারও তার ডাক শুনতে পাইনি।'

'আশ্চর্য!' জন বলল, 'আজ সকালে তাকে দেখেছ?'

'না। কই দেখিনি তো! সত্যি তো গেলো কোথায় সে?' সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের দিকে তাকাল টম, 'স্যার জ্যাকি কোথায়?'

'তা আমি কি করে জানবো?' খিঁচিয়ে উঠল মাইকেল, 'এখান-কার মানুষজনদের দেখাশোনা করার ভার আমার, জানোয়ারদের নয়। তাছাড়া কুকুরদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে এখানকার দারোয়ান আর চাকর-বাকরদের, সে তো তুমি বেশ ভালো করেই জানো টম!' একটু থেমে সে আবার তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'দেখ গিয়ে সে তার রাস্তার সঙ্গিনীর সঙ্গে খেলা করছে হয়তো—'

'না মিঃ গ্রেগস্টেন', বাধা দিয়ে বলে উঠল জন, 'রাস্তার কোনো কুকুর তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী নয়। মানুষই তার মিত্র, আবার মানুষই তার শত্রু।'

'তার মানে, কি বলতে চান আপনি?' বিস্মিত মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

'মানে জ্যাকি মৃত। মানুষই তাকে হত্যা করেছে গতকাল রাত্রে। আর সেই মানুষটি হলো মিস্ ইউজিন ডেলহামের খুনী।'

'সে কি?'

'বিশ্বাস না হয় তো চলুন বাগানে গিয়ে দেখা যাক। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে জ্যাকির মৃতদেহ সেখানে কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যাবে।' কথা শেষ করেই ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর এক রকম ছুটে গেলেন হোস্টেলের পিছন দিকে বাগানে। তাকে অনুসরণ করল মাইকেল গ্রেগস্টেনও।

জনের অনুমানই ঠিক। মিস্ ইউজিন ডেলহামের ঘরের ঠিক নিচে সেই দেবদারু গাছের কাছে জ্যাকির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল সবাই। মনে হয় তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। মনে মনে ভাবল জন। কিন্তু ভেবে সে আশ্চর্য হচ্ছে, নিশুতি রাতে বাগানে একজন আগন্তুককে দেখে একবারও চিৎকার করল না সে। তবে। তবে কি সে তার পরিচিত ছিল? পরিচিত জনকে দেখে পোষা কুকুর কখনো চিৎকার করে না। বড় জোর কেঁউ কেঁউ করে তার গা ঘেঁষে ল্যাজ নাড়ে খুশিতে। আর তার সেই খুশির সুযোগ নিয়েই কি সে তাকে বিষ খাইয়ে থাকবে? কিন্তু সে যখন জ্যাকির অতি পরিচিত, অত রাত্রে যে উদ্দেশ্য নিয়েই চোরের মতো গোপনে বাগানে গিয়ে থাকুক না কেন, সে তো সেই কুকুরের সামনেই তার কাজ হাসিল করতে পারতো, জ্যাকিকে হত্যা করার প্রয়োজন ছিলো না তার। তাহলে কেনই বা সে তাকে হত্যা করতে গেল? তবে কি সেখানে অন্য আর কোনো লোকের আসার কথা ছিলো, যে মিস্ ডেলহামের প্রকৃত হত্যাকারী, আর যে কিনা জ্যাকির কাছে ছিলো অপরিচিত, আগন্তুক। তাকে দেখলে জ্যাকি নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠত। আর তার সেই চিৎকার শুনে দারোয়ান টম নিশ্চয়ই ছুটে আসত। সেক্ষেত্রে টমের কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতো তারা। তাই কি সেই অপরিচিত লোকটা, মিস্ ডেলহামের হত্যাকারী যে আসবার আগেই জ্যাকির পরিচিত লোকটি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল? হ্যাঁ, এ ছাড়া অন্য আর কিছুই ভাবা যায় না বলে মনে করল জন। আর সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে হতেই মাইকেলের দিকে ফিরে তাকালো জন।

'মিঃ গ্রেগস্টেন, এই হোস্টেলে জ্যাকির পরিচিত কারা কারা?

'কেন আমরা সবাই!' উত্তরে মাইকেই বলল, আমি, এখানকার

মহিলা বিজ্ঞানীরা, দারোয়ান টম আর চাকর-বাকর সবার প্রিয় ছিলো সে।'

'আমি সবার কথা বলছি না মিঃ গ্রেগস্টেন। বিশেষ কয়েক জনের কথা বলছি। যারা জ্যাকির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশত।'

আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতাম ব্যাস এটুকু বলতে পারি, একটু বিরক্ত হতেই মাইকেল বলল, 'কিন্তু আর কারা তার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশত সে আমি কি করে বলব বলুন!'

'এতেই যথেষ্ট, ধন্যবাদ মিঃ গেগস্টেন। চলুন আপনার অফিস ঘরে এবার ফেরা যাক। আপনাদের ভিজিটার্স রেজিস্টার একবার দেখতে চাই।'

'বেশ চলুন!' বলল মাইকেল।

যাওয়ার আগে আর একবার কুকুরটার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল, 'বেচারা, তোমার অতি মিত্রই তোমার শত্রু ছিলো।' তার-পর সে সেই দেবদারু গাছটার কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করল। হ্যাঁ, তার অনুমান মিথ্যে নয়। দেবদারু গাছ খুবই মসৃণ, একটু আঁচড় পড়লেই সেটা ফুটে ওঠে গাছের মসৃণ গায়ে। হ্যাঁ, দেবদারু গাছে জুতোর দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ল জনের। দিনের আলোয় স্পষ্ট সে দেখতে পেলো, সেই দাগগুলো দোতলায় মিস্ ডেলহামের ঘর পর্যন্ত উঠে গেছে, কিন্তু গাছটা তিনতলা সমান উঁচু হলেও দোতলার উচ্চতার পর সেই দাগ আর দেখতে পাওয়া গেলো না। তার মানে গতকাল রাত্রে ইউজিনের হত্যাকারী ঐ জানালা পথেই তার দোতলার ঘরে উঠে গিয়ে থাকবে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মিস্ ডেলহাম জানুয়ারির এই প্রচণ্ড শীতের রাতে কেনই বা তার ঘরের জানালা খুলে রাখতে গেলো? তবে কি সেই আগন্তুকের জন্যই জানালা খুলে রেখেছিল সে। সে কি তার পূর্ব পরিচিত? কে, কে সে? মিস্ ডেলহামের প্রেমিক—হেনরি অস্টিন?

কিন্তু হেনরি তার প্রেমিকাকে খুন করতে যাবে কেন? ইউজিনের সঙ্গে তার ভালবাসা কি শুধুই অভিনয়? তবে কি সে অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসত? কিন্তু সে যদি ইউজিনকে ভালই না বাসত, অনায়াসেই তো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারত।

কিন্তু তা না করে কেনই বা সে তাকে হত্যা করতে গেলো ? এই হত্যার মোটিভ কি হতে পারে ? সেটা জানতে পারলেই খুনীকে চিহ্নিত করা যাবে। মনে মনে ভাবল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর।

সুপারিনটেন্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনের অফিস ঘরে এসে ভিজিটার্স রেজিস্টারের পাতা ওল্টাতে থাকে ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর।

মিস্ ইউজিন ডেলহামের সাক্ষাৎপ্রার্থী বলতে মাত্র একজনই—হেনরি অস্টিন। গত ছ'মাসে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে এসেছিল সে। হেনরি অস্টিনের নাম ঠিকানা লিখে নিলো সে।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে সুপারিনটেন্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলল, 'আমাদের অনুমতি না নিয়ে হোস্টেল ছেড়ে কেউ যেন না যায়।'

'ও. কে স্যার, আপনার নির্দেশ সবাইকে জানিয়ে দেবো', বলল মাইকেল।

'হ্যাঁ, তাই করুন।' জন বলল, 'আর আপনার এই জবানবন্দীতে সই করে দিন', পকেট থেকে জন তার কলমটা বার করে মেলে ধরল মাইকেলের দিকে।

জনের কলম দিয়ে মাইকেল তার জবানবন্দীতে সই করে দিল।

কলমটা তার হাত থেকে সাবধানে ফেরত নিয়ে জন তার পকেটে না রেখে কেমন সতর্কতার সঙ্গে তার ব্রীফকেসে রেখে দিলো। তারপর জেনি লুয়োর্ডের জবানবন্দীর কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল, মিস্ লুয়ার্ড এবার আপনি আপনার জবানবন্দীতে সই করে দিন।' এবার সে তার সহকারী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আর্থার মরিসের দিকে ফিরে বলল, 'আর্থার তোমার কলমটা ওঁকে দাও সই করার জন্য।'

সঙ্গে সঙ্গে আর্থার তার পকেট থেকে কলমটা বার করে জেনির হাতে তুলে দিলেন।

জেনি লুয়ার্ড তার জবানবন্দীর উপর সই করে কলমটা আর্থারের হাতে ফেরত দিতে যায়, কিন্তু মাঝপথে বাধা দিয়ে জন বলে উঠল, 'উঁহু কলমটা আমার হাতে দিন।'

'আপনার হাতে ? কিন্তু কলমটা তো ওঁর—'

'জানি। ওটা এখন আমার দরকার, আমাকে দিন', জন বলল, 'আমার কলমের কালি ফুরিয়ে গেছে, বুঝলেন ?' আর্থারের কলমটা জন তার ব্রীফকেসে চালান করে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ।' তারপর আর্থারের দিকে ফিরে বলল সে, 'চলো আর্থার, এবার যাওয়া যাক।'

পুলিশ স্টেশনে ফিরতে গিয়ে আর্থার জিজ্ঞেস করল, 'স্যার। সত্যিই কি আপনার কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল ?'

'না।'

'তাহলে ?' বিস্মিত আর্থার জিজ্ঞেস করল, 'আমার কলমটা মিস্ জেনি লুয়ার্ডকে যে দিতে বললেন ?'

'বুঝলে না আর্থার', বলল জন, 'তোমাকে আবার বলছি আর্থার, তোমার স্নায়ুকোষগুলো সক্রিয় রাখার চেষ্টা করো। তাহলেই বুঝতে পারবে কেন আমি ওদের জবানবন্দীতে সই করার জন্য দুটো আলাদা কলম ব্যবহার করেছিলাম! বুঝলে না ?' মৃদু হাসল জন। 'বুঝলে না ? দুটো কলম আমি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। ওদের দুজনের হাতের ছাপ আলাদা আলাদা করে নেবার জন্য। এবার বুঝলে আমার উদ্দেশ্যের কথা ?'

'হুঁ!' একগাল হেসে আর্থার বলল, 'খুব বুঝেছি। আপনি একজন জিনিয়াস স্যার! আপনার জবাব নেই। সে যাই হোক, আপনি কি ওদের সন্দেহ করেন ?'

'হ্যাঁ, তবে ওরা খুনী নয়! মিস্ ইউজিনকে খুন করার কাজে সহায়তা করেছে মাত্র। কিন্তু আসল খুনী এখনও অজ্ঞাত।'

'কোনো ক্লু পেয়েছেন ?'

'একটা ক্লু পেয়েছি, আর সেটাই মনে হয় মোক্ষম ক্লু', এই বলে পকেট থেকে একটা কাফলিং বার করে আর্থারের সামনে মেলে ধরল জন।

কাফলিংটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল আর্থার। অনেকক্ষণ পরে বলল সে, 'একটা ইনসিওরেন্স কেম্পানির মনোগ্রাম করা কাফলিং।'

'আর এই কাফলিংটা, আমার বিশ্বাস, খুনীর।'

'খুনী কি তবে সেই ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট ?'

'সম্ভবত তাই। আর সে যে ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট, সেটাই একটা প্রধান সূত্র এই কেসের!'

'আপনার কথার ঠিক অর্থ বুঝতে পারলাম না স্যার।'

'স্নায়ুকোষগুলো আবার একটু কাজে লাগাও তাহলেই ঠিক বুঝতে পারবে, দোস্ত!' বলল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর।

ইতিমধ্যে তারা বাকিমহামশায়ার পুলিশ স্টেশনে ফিরে এসেছিল। পুলিশ জীপ থেকে নেমেই জন তার চেম্বারে গিয়ে ঢুকল, তাকে অনুসরণ করল আর্থার মরিস।

চেম্বারে ঢুকেই রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে বলল জন, 'হ্যালো অপারেটার, বাকিমহামশায়ার ইউনাইটেড ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার পিটার জর্জের লাইন দিন।

'ও কে স্যার…'

মিনিট খানেক পরেই দূরভাষে অপারেটারের পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'স্যার আপনার ফোন, ইউনাইটেড ইনসিওরেন্সের লাইন—'

'ঠিক আছে লাইনটা দিন আমাকে।'

'হ্যালো জর্জ! আমি ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর কথা বলছি—'

'কি বন্ধু হঠাৎ তোমার মতো ঝানু গোয়েন্দা এই অধমের স্মরণাপন্ন হলো যে বড় ?

'তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো সাপে-নেউলের। তবে এক্ষেত্রে—'

'মনে হচ্ছে খুন জখমের কিছু হবে—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বন্ধু।' জন টেলর বলল, 'একটা খবর দিতে পারো ?'

'কি খবর জানতে চাও বলো ?'

'তোমাদের সব থেকে দামী এজেন্ট কে বল তো ?'

'দামী এজেন্ট, মানে মোটা টাকার লাইফ ইনসিওর করায়, এই তো ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বন্ধু।'

'দাঁড়াও, এক মিনিট, রেকর্ড দেখে বলছি'—

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে জন ··

মিনিট দুই পরেই দূরভাষে ইউনাইটেড ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার পিটার জর্জের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে আসে।

'হ্যালো জন, আমাদের রেকর্ড বলছে, এই ব্যাকিমহামশায়ারের সব থেকে দামী এজেণ্ট হলো 'হেনরি অস্টিন।' তরুণ এজেণ্ট। সুপুরুষ, বলিয়ে-কিরয়ে। চোখে-মুখে কথা বলতে জানে। তার মিষ্টি মধুর কথা শুনে বোধহয় মরা মানুষও হেসে ফেলতে পারে, এমনই মিষ্টি স্বভাবের ছেলে সে। তার কথায় সবাই গলে যায়। মোটামোটা টাকার জীবন বীমা করায়। এই তো গত তিন মাস আগে একলক্ষ পাউণ্ডের একটা জীবন বীমা করায় একজন বৈজ্ঞানিকের নামে। মহিলা বৈজ্ঞানিক। সেই বৈজ্ঞানিকের বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে। তার সেই সঙ্গিনী আবার তার প্রেমিকা। আসছে মাসে ওদের বিয়ে। বিরাট পার্টি দেবে বলেছে সে।'

'সেই মেয়েটির নাম কি মিস্ জেনি লুয়ার্ড?'

'হ্যাঁ, ঐ নামই তো। কিন্তু তুমি কি করে জানলে বন্ধু? মেয়েটিকে তুমি চেনো নাকি?'

'হ্যাঁ, আজই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হলো। একটা দুর্ঘটনাস্থলে।

'দুর্ঘটনাস্থলে?'

'হ্যাঁ, জেনি লুয়ার্ডের বন্ধু বৈজ্ঞানিক মিস্ ইউজিন ডেলহাম খুন হয়েছে আজ!'

'সেকি? কি নাম বললে যেন?'

'মিস্ ইউজিন ডেলহাম।'

'আরে এই মেয়েটির নামেই তো গত তিনমাস আগে হেনরি অস্টিন একলক্ষ পাউণ্ডের একটা জীবন বীমা করিয়েছিল।' আঃ, আক্ষেপ করে পিটার বলল, 'আমাদের কোম্পানির আর একটা মোটা টাকা লোকসান হতে চলেছে। জানো বন্ধু এই হেনরি যেমন আমাদের সব থেকে দামী এজেণ্ট, আবার ওর জন্যই এরই মধ্যে কোম্পানির অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেছে, অসময়ে জীবনবীমাকারীর মৃত্যু হয়ে।'

'তাই নাকি ?' জন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ইনসিওরেন্স ক্লেম কতদিনে দেওয়া হয় ?'

'মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে।'

'মিস্ ইউজিন ডেলহামের ক্লেম কবে নাগাদ তোমরা পাঠাবে বলে মনে করো ?'

'ঐ রকমই, সপ্তাহ খানেক পরে। তার ওপর হেনরি অস্টিনের তদ্বির আছে, দু'একদিন আগেও হতে পারে।'

'তা মিস্ ডেলহাম কাকে নমিনি করে গিয়েছিল বলো তো ?'

'ওঁর মাকে', রেকর্ড দেখে বলল পিটার।

'শোনো বন্ধু, হেনরি অস্টিন যতই তদ্বির করুক না কেন, আপাতত আমার নির্দেশ ছাড়া ক্লেম-চেক তুমি এখন মেয়েটির মা'র কাছে পাঠাবে না।'

'সেকি ! তাহলে তো আমাদের কোম্পানির বদনাম হয়ে যাবে বন্ধু।'

'তোমাদের কোম্পানির সুনাম রক্ষা করার ভার না হয় আমার ওপর ছেড়ে দাও। যা বলছি শোনো—ক্লেম-চেক পাঠানোর বদলে এক কাজ করবে তুমি, তোমাদের কোম্পানির তরফ থেকে মেয়েটির মাকে চিঠি লিখবে, তিনি যেন নিজে এসে তোমাদের কাছ থেকে ক্লেম-চেক নিয়ে যান।'

'তুমি বলছ ?'

'হ্যাঁ, এ আমাদের পুলিশের তরফ থেকে হুকুমও ধরে নিতে পারো।' বলল ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর। 'আর হ্যাঁ, কবে নাগাদ চিঠিটা পাঠাবে বলো তো ?'

'ক্লেম-চেক পাঠাতে হলে ঐ বললাম সাতদিন তো লাগবেই। তবে তোমার কথামতো শুধু চিঠি পাঠালে ক্লেম জমা দেওয়ার পরদিনই উত্তর দিয়ে দেবো'খন।'

'না, এত তাড়াতাড়ির দরকার নেই। এক কাজ করো, আমার মনে হয়, তোমাদের ঐ এজেন্ট হেনরি অস্টিনের মাধ্যমে আগামীকালই ক্লেম জমা পড়তে পারে। আর তোমাদের সময়-মতো হেনরি অস্টিনকে জানিয়ে দিও ক্লেম-চেক ঠিক সাতদিন পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছ। তবে হ্যাঁ, ও যেন না জানতে পারে, ক্লেম–

চেক যাচ্ছে না, শুধু চিঠি যাচ্ছে নিহত মিস্ ইউজিন ডেলহামের মা'র কাছে, বুঝলে?'

'হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ ব্যবস্থা কেন? তুমি কি মেয়েটির মাকে সন্দেহ করো? তিনিই কি মোটা টাকার লোভে তাঁর মেয়েকে —'

'পুলিশের লোক হয়ে, তুমি আমার যতো অন্তরঙ্গ বন্ধুই হও না কেন, ঠিক বলা যাবে না, তবে যথাসময়ে তোমাদেরও আমরা পার্টি করব বুঝলে? ও. কে. তাহলে ঐ কথা রইল। খুব গোপন রাখবে ব্যাপারটা, বুঝলে?'

'হুঁ।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জন

পরদিনই পোস্টমর্টেম এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট পাওয়া গেল। নিহত মিস্ ইউজিন ডেলহামের ঘর থেকে পাওয়া হাতের ছাপের সঙ্গে সেই কলম দুটির উপর হাতের ছাপ হুবহু মিলে গেলো। অর্থাৎ হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মাইকেল গ্রেগস্টেন এবং মিস্ ডেলহামের বন্ধু মিস্ জেনি লুয়াডের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তার ঘর থেকে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে মিস্ ডেলহাম নিহত হওয়ার সময় তারা তার ঘরে অবশ্যই উপস্থিত ছিলো। মাইকেল তার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মিস্ ডেলহামের ঘর খুলে জেনিকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে থাকবে সেদিন রাত দুটোর কিছু পরে। দারোয়ান টম স্বীকার করেছে সেদিন রাত দুটো নাগাদ বাগানে খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে। তৃতীয় যে ব্যক্তির হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, সেই মিস্ ডেলহামের প্রকৃত খুনী। হাতের ছাপ দেখে খুনীকে এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি। তবে মনে হয় খুব শীগ্‌গীর সে আর গা ঢাকা দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারবে না। আর এই লোকটিই, জন ভাবল, সেদিন মিস্ ডেলহামের ঘরের পাশে দেবদারু গাছ বেয়ে তার ঘরে ঢুকে থাকবে খোলা জানালা পথে। সে ছিল তার সাজানো প্রেমিক। মিস্ ডেলহাম প্রায় রাত্রেই তাকে

সেই জানালা পথে গ্রহণ করে থাকবে। বেচারী! সে জানত না, তার প্রেমিকই তার ঘাতক!

ঠিক সাতদিন পরে ইয়র্কশায়ারে মিস্ ইউজিন ডেলহামের মা'র কাছে গিয়ে হাজির হলো বাকিমহামশায়ার পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ চীফ জন টেলর তার সহকারী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আর্থার মরিসকে সঙ্গে নিয়ে। তখন বিকেল পাঁচটা বেজে দশ।

জনের অনুমান মতো হেনরি অস্টিনও সেখানে হাজির হয়েছিল তাদের সেখানে পৌঁছনোর আধঘণ্টা আগে। জন মনে মনে তার বন্ধু ইউনাইটেড ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার পিটার জর্জকে ধন্যবাদ দিলো। বন্ধুর মতোই কাজ করেছে সে। হেনরি এসেছিল ক্লেম-চেকটা যেভাবেই হোক মিস্ ইউজিন ডেলহামের মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। তারপর মিস্ ইউজিনের মা'র নামে অন্য কোনো মহিলাকে দিয়ে একটা ব্যাংক এ্যাকাউণ্ট খুলে সেই চেকটা ভাঙ্গিয়ে নিলেই চলবে। জনের কাছে রিপোর্ট আছে, ইউজিনের মা প্রায় অন্ধ। অতএব চেকটা হাতে এলে সেটা তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ডিটেকটিভ চীফ জন টেলরকে দেখে চমকে উঠল হেনরি অস্টিন। মিস্ ইউজিন ডেলহামের খুনের কেসে জন তার জবান-বন্দী নিতে গিয়েছিল। সেই সূত্রে সে তাকে চিনতে পেরে বলল 'স্যার আপনি এখানে?'

'মিস্ ইউজিন ডেলহামের খুনীকে ধরবার জন্য।' মৃদু হেসে বলল জন।

'তা খুনীকে আপনারা চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। চিনতে পেরেছি বৈকি।

'কে, কে সে?' হেনরির চোখে অদম্য কৌতূহল।

'একটু পরেই জানতে পারবেন, ধৈর্য ধরুন মিঃ অস্টিন—'।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল জন, থামতে হলো সেই সময় পোস্টম্যানকে আসতে দেখে। পোস্টম্যান বেশ কয়েকটা চিঠি ড্রইংরুমের টেবিলের উপর রেখে গেল।

জন তাড়াতাড়ি সেই চিঠিগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকল।

সেই চিঠিগুলোর মধ্যে থেকে একটা খাম তুলে নিয়ে হেনরির দিকে মেলে ধরল সে।

'হ্যাঁ, মিঃ হেনরি, এই নিন আপনার চিঠি। এর জন্যই তো আপনি বাকিমহামশায়ার থেকে ইয়র্কশায়ারে ছুটে এসেছিলেন। নিন আপনার সেই চিঠি—'

কাঁপা কাঁপা হাতে ইনসিওরেন্সের চিঠিটা নিজের হাতে তুলে নিলো হেনরি। তারপর দ্রুত হাতে খামটা খুলতে যেতেই জন বলে উঠল ঃ

'মিঃ অস্টিন, ওতে ক্লেম-চেক নেই। ওতে ইনসিওরেন্স কোম্পানির একটা চিঠি আছে—মিস্ ইউজিন ডেলহামকে লেখা সেই চিঠিতে ইনসিওরেন্স কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাদের অফিসে গিয়ে চেক নিতে বলেছে।'

'সেকি!' চমকে উঠল হেনরি অস্টিন।

'শুনেছি এর আগে আপনি মোটা টাকার ইনসিওর করিয়ে বীমাকারীকে হত্যা করে তাদের ক্লেম-চেক আত্মসাৎ করেছেন। পুলিশ অনেক দিন ধরেই আপনাকে খুঁজছিল, কিন্তু আগের কেসগুলোত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে এবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিস্ ইউজিন ডেলহামকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে!'

বাকিমহামশায়ারের আদালতের বিচারে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় হেনরি অস্টিনকে। এবং খুনের কাজে সহায়তা করার জন্য হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাইকেল গ্রেগস্টেনও মিস্ জেনিলুয়ার্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন বিচারপতি।

লণ্ডনের লিভারপুল পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের স্বীকারোক্তি

গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনী

"লিভারপুল পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহন গ্রেস্টান একরকম উপযাচক হয়েই স্যার ড্যানিয়েল নেলসন হত্যার কেসের তদন্ত করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলো। তার যুক্তি নিহত স্যার ড্যানিয়েল নেলসন তার পরিচিত—অতএব তার মতো নিষ্ঠার সঙ্গে অন্য কেউ বোধহয় তদন্ত করতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কারণেই হোক সেই কেসের তদন্তের ভার তার হাত থেকে নিয়ে তার বস ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেণ্ট মিঃ পিটার ম্যাথুসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর তদন্ত করতে গিয়ে দেখে সে, সরষের মধ্যেই ভূত…"

বৃদ্ধ স্যার ড্যানিয়েল নেলসন ব্ল্যাকপুলের অতি বিত্তবানদের মধ্যে একজন। সারাটা জীবন তাঁর কেটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়—সেখানে তাঁর হীরের ব্যবসা ছিলো। সাদা-কালো মানুষের বিরোধ শুরু হওয়ার পরেই তিনি সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে চলে আসেন লিভারপুলে। ব্ল্যাকপুলে ছিলো তাঁর পৈত্রিক বাড়ি, প্রাসাদোপম বাড়ি, বাড়ির পেছনে বিরাট বাগান, সামনে লন। দুই ছেলে এডওয়ার্ড এবং ডেভিড। বড় ছেলে এডওয়ার্ড বরাবরই তাঁর সঙ্গে থেকে এসেছিল। তবে ছোট ছেলে ছিল ভীষণ অপচয়ী এবং ভবঘুরে। স্যার নেলসনের অমতে আফ্রিকান মেয়ে প্যাট্রিসিয়াকে বিয়ে করার জন্য তিনি তাকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্রই করে দিয়েছিলেন, তবে তার জন্য একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁর পুরনো উইলে তিনি তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি, অর্থ বড় ছেলে এডওয়ার্ডকে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ছোট ছেলে ডেভিডকে ব্ল্যাকপুলের বাড়িতে ফিরে আসতে বলে চিঠি লেখেন। সেই ডেভিড এবং তার আফ্রিকান স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া গত পরশু ব্ল্যাকপুলের বাড়িতে এসে উঠেছিল। ডেভিডের ষোলো বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে দেখেই হোক, কিংবা রক্তের টানেই হোক, বৃদ্ধ স্যার নেলসন নতুন করে উইল তৈরী করার মনস্থ করেন। এবং সেই মতো আজ বিকেলে তিনি তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ডেকে পাঠালেন তাঁর স্টাডিরুমে, তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। এক এক করে তিনি তাঁর দুই ছেলে ও পুত্রবধূদের কাছ থেকে তাঁর নতুন উইলের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ১ জানুয়ারি, ১৯১৩। শুভ নববর্ষের দিন, তাই শুভ কাজটা সেদিনই সেরে নিতে চাইলেন তিনি। নৈশভোজের পর তাঁর পারিবারিক ব্যারিস্টার নেভিল জর্জ-এরও আসার কথা। পুত্র ও পুত্রবধূদের মতামত নেওয়ার পরেই ব্যারিস্টার নেভিল জর্জকে নতুন উইলের খসড়া তৈরি করার প্রস্তাব দেবেন, এই রকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন।

প্রথমেই ডাক পড়ল বড় ছেলে এডওয়ার্ড এবং তার স্ত্রী রোজির। এডওয়ার্ডের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক কম, চল্লিশ এখনো পেরোয়নি। এই বয়সেও রীতিমতো সুন্দরী সে, সোনালী চুল, পিঙ্গল চোখ, বুদ্ধিমতী। স্যার ড্যানিয়েলের স্ত্রী বিয়োগ হয় প্রায় বাইশ বছর আগে। তাঁর স্ত্রী ভ্যালেরির মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। এক রকম আত্মাহুতি দেওয়া বলা যেতে পারে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। স্বামীর সঙ্গে কোনোদিনই তাঁর বনিবনা হয়নি। তাই বোধহয় মনের দুঃখে নিজেকে তিনি তিল তিল করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর মিসেস ভ্যালেরির মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই ছোট ছেলে ডেভিডের সঙ্গে স্যার ড্যানিয়েলের মনোমালিন্য হওয়ার একটা কারণ, এবং তার ব্ল্যাক-পুল ছেড়ে চলে যাওয়াও এই কারণে বলা যেতে পারে। যাই হোক, তাঁর বড় ছেলের স্ত্রী রোজি তার মৃত শাশুড়ির স্থান পূরণ করে আসছে সর্বতোভাবে এডওয়ার্ডের সঙ্গে তার বিয়ে

হওয়ার পরের দিন থেকেই। স্যার ড্যানিয়েল খুবই সন্তুষ্ট রোজির উপর। প্রয়োজনে সংসারের সমস্ত সমস্যার ব্যাপারে তিনি কেবল রোজিরই পরামর্শ নিয়ে থাকেন, এমনকি বড় ছেলে এডওয়ার্ডের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করেন না তিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে এডওয়ার্ডের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। কারণ স্ত্রী রোজির উপর তারও পুরোপুরি আস্থা আছে। রোজি যে কোনো ব্যাপারে ভুল করতে পারে না, নিশ্চিত সে। আর রোজিকেও দেখা যায় সব সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে। এমনকি সময় সময় সে তার স্বামীর বিরোধিতাও করেছে অকপটে।

সেই এডওয়ার্ড এবং রোজি স্টাডিতে ঢুকতেই বৃদ্ধ স্যার নেলসন বললেন, 'এসো—'

'বাবা, আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন?' বলল, এডওয়ার্ড একটা কোচে বসতে গিয়ে। রোজি তার পাশের কোচে বসল।

'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা আছে', স্যার ড্যানিয়েল বললেন, 'ডেভিডকে আমি ফিরিয়ে এনেছি, দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ দেখেছি', মাথা নেড়ে বলল এডওয়ার্ড। 'কিন্তু ওরা কি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছে?' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ, ওদের আমি সেইরকমই লিখেছিলাম', শান্তস্বরে বললেন তিনি।

'কিন্তু বাবা, আপনি ডেভিডের স্বভাব চরিত্রের কথা তো জানেন', এডওয়ার্ড আপত্তি তুলল, বিশ বছর আগে আপনার চেকের সই জাল করে আপনার ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড তুলে নিয়েছিল ডেভিড?'

'জানি এডওয়ার্ড, আমি সব জানি, কোনো কিছুই ভুলিনি। তা তুমি আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ এডওয়ার্ড—'

এডওয়ার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে মনে উল্লসিত হলো সে এই ভেবে যে, বাবা তাহলে আমার কথায় কান

দেবেন এবার, তাঁর মত পাল্টাবেন, ডেভিডকে ফিরে যেতে বলবেন। খুশি হয়ে সে বলল, 'ডেভিডের ব্যাপারে আপনি তো সবই জানেন বাবা—'

'তোমার ব্যাপারেও আমি সব জানি এডওয়ার্ড,' স্যার ড্যানিয়েল শূন্যে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'জানি না তোমার মনে আছে কিনা. 'দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা গুটিয়ে এখানে চলে আসার সময় ব্যবসার গুডউইল বাবদ এক লক্ষ পাউন্ড নগদে পাই, বাকিটা চেকে। সেই এক লক্ষ পাউন্ড আমি তোমাকে দিই ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্য। ব্যাঙ্কে তুমি গিয়েও ছিলে। কিন্তু সেই এক লক্ষ পাউন্ড তুমি জমা দাওনি। বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে তুমি আমাকে বলেছিলে, পথে সেটা নাকি ডাকাতি হয়ে যায়। আজকাল ইংলন্ডে চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম খুব বেড়ে গেছে। তাই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে রোজি জিজ্ঞেস করল।

'কিন্তু পুলিশ তোমার কথা বিশ্বাস করেনি। এক লক্ষ ডলারের কেস। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কেসটা হাতে নেয়। লন্ডন পুলিশের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তা পুলিশই আমাকে বলেছিল, "স্যার ড্যানিয়েল আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিই—আপনার এক লক্ষ পাউন্ড বাইরের কেউ চুরি করেনি, চোর আপনার ঘরেরই। আপনার বয়স হয়েছে, আপনি বুদ্ধিমান, আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমরা কাকে চোর বলে অভিযোগ করতে চাইছি?" হ্যাঁ, পুলিশের অভিযোগ আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম, এক লক্ষ পাউন্ড তুমিই আত্মসাৎ করে নিয়েছিলে ডাকাতি হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে।'

'তাই যদি হয়, আমার উপর যদি আপনার আস্থা না থেকে থাকত, আমার কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করে থাকতেন,' এডওয়ার্ড অনুযোগ করে বলল, 'আপনি তো তখনই আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন!'

'হ্যাঁ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশও সেইরকম পরামর্শ দিয়েছিল,' উত্তরে বৃদ্ধ নেলসন বললেন, 'কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছিলাম, দরকার নেই, আমি আমার এক

লক্ষ পাউণ্ড চুরি যাওয়ার কেস তুলে নিচ্ছি। আমার সেই অদ্ভুত কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ। হোকগে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম কেন জানো? আমার ছেলেকে তো জেলে যেতে হলো না? নিজের রক্তের সম্পর্ক আমি তো আর কলঙ্কিত করতে চাই না। তাছাড়া তোমাকে সেদিন ক্ষমা করার মূলে আর একটা কারণও অবশ্য ছিলো। দফায় দফায় আমার চেকের সই জাল করে ডেভিড প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড আমার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে থাকবে। তাই ভাবলাম, সবই তো আমার টাকা; আর আমার মৃত্যুর পর এ সবই তো তোমরা দুই ভাই পাবে। মৃত্যুর পরে তোমা দ। জন। না রেখে গিয়ে মৃতু র আগেই না হয় কিছু অর্থ তোমা'দর দি.য় গেলাম। কি বুঝলে? আমি ঠিক করিনি?'

মাথা নিচু করে রইল এডওয়ার্ড। কিই বা উত্তর দিতে পারে সে। আর প্রতিবাদ করার মতো তার মনের জোরই বা কোথায়! পুলিশ তো মিথ্যে রিপোর্ট দেয়নি, আমার বিরুদ্ধে এক লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অভিযোগ মিথ্যে তো নয়! ডেভিড দফায় দফায় বাবার চেকের সই জাল করে যদি এক লক্ষ পাউণ্ডের মতো অর্থ চুরি করে থাকতে পারে সুযোগ পেয়ে আমিই বা কেন সেটার সদ্ব্যবহার করবো না? সেদিন নিজের মনকে এভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে আমি বাবার কাছে রটিয়ে দিই, পথে সে টাকাটা ডাকাতি হয়ে যায়।

নীরব থাকা মানেই অভি.যাগ মেনে নেওয়া। এডওয়ার্ডকে চুপ করে থাকতে দেখে রোজি তার স্বামী এডওয়ার্ডের দিকে ঘৃণার চোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে স.ঙ্গ সঙ্গে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। রোজির মুখ থেকে অস্ফুটে শুধু দু'টি শব্দ বেরিয়ে এলো: 'ছিঃ ছিঃ '

স্যার ড্যানিয়েল নেলসন এডওয়ার্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবার তাঁর প্রয়োজনীয় কথাটা বলেই ফেললেন:

'শোনো এডওয়ার্ড, তুমি হয়তো জানো না, আমার আগের উইলে আমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি ব্যাঙ্কের এফ ডি আর., বাকি টাকা সবই তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম। তখন অবুঝের মতো ডেভিডের উপর রাগ করে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত

করেছিলাম আমার এক পেনি ও তাকে না দিয়ে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। ডেভিড এখন আগের থেকে অনেক বেশী সমঝদার হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, তাছাড়া ওর সেদিনের অন্যায় আচরণের জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা যখন চেয়েই নিয়েছে, তখন কেনই বা তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করি বলো! তাছাড়া ওর রক্তে মিশে রয়েছে আমার রক্ত। সেই রক্তের সম্পর্ক আমি অবহেলা করি কি করে বলো?'

'কিন্তু বাবা, আমাদের মা'র মৃত্যু সম্পর্কে ও আপনার বিরুদ্ধে একটা বাজে কটাক্ষ করেছিল, সে কথা আপনার বোধহয় মনে নেই। বলল এডওয়ার্ড।

'খুব মনে আছে। তবে কি জানো এডওয়ার্ড,' স্যার ড্যানিয়েল বিষণ্ন গলায় বললেন, 'সেদিন সত্যিই বোধহয় আমি তোমাদের মা'র প্রতি অবিচার করেছিলাম। ও তো মিথ্যে বলেনি!' একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলেন, 'অতীতের সে সব অপ্রিয় কথা থাক। এখন বলো, ডেভিড, তার স্ত্রী ও পুত্রকে তোমরা গ্রহণ করবে কিনা!'

'না, বাবা, ডেভিডের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ আছে। ওরা যদি ওদের কাকার চরিত্র পায়?'

'এডওয়ার্ড?' রাগে চিৎকার করে উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল। ছিঃ ছিঃ, একথা তুমি বলতে পারলে? ডেভিড না তোমার আপন ভাই। তোমার রক্তের সম্পর্কের—'

'সেই জন্যই তো আরো বেশি ভয়! একজন খারাপ চরিত্রের লোকের জন্য অনেক পরিবার—'

এবার রোজি তার স্বামীকে বাধা দিয়ে বলে উঠল 'কি যা তা বলছ এডওয়ার্ড? বাবা তো ঠিকই বলেছেন। ডেভিড কত আশা নিয়ে দীর্ঘ দিন পরে এখানে ফিরে এসেছে। এখন তাকে যদি তুমি—'

'আমার মতামত আমি জানিয়ে দিয়েছি, এর বেশি কিছু আমার বলার নেই। আমি চললাম, এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নাকি থাকবে এখানে?'

একটু ইতস্তত করল রোজি। এডওয়ার্ড কোনো দিকে না তাকিয়ে স্যার ড্যানিয়েলের স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেলো দ্রুত পায়ে। তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রোজি। তার তখন উভয় সংকট। এক দিকে বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই, অপর দিকে তার অবুঝ স্বামী। কাকে সে বোঝাবে? শ্বশুরকে ফেলতে পারে না, আবার স্বামীকেও চটাতে পারে না। কে তাকে বলে দেবে—কোন টা ঠিক আবার কোনটাই বা বেঠিক। সঠিক পথ ধরেই চলতে চায় সে। কিন্তু সেই সঠিক পথের আলো দেখাবেই বা কে!

এডওয়ার্ড যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ, সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না রোজির। ওর আবার রাগ চড়ে গেলে সে রাগ পড়তে অনেক সময় লাগে। তাই রোজি স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন তো যাই—'

'ও হ্যাঁ,' বৃদ্ধ ড্যানিয়েল বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যাও, এডওয়ার্ড বড় অভিমানী, ওকে একটু বুঝিয়ে বলো, ডেভিড আর তার পরিবারদের এখানে থাকতে বলে আমি কোনো ভুল করিনি। হাজার হোক ও তো আমার ছেলে। এডওয়ার্ড আমার কাছে যেরকম ডেভিডও ঠিক তেমনি। তাই কেনই বা ডেভিডকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করব বলো?' এখানে স্যার ড্যানিয়েল থামলেন, রোজির মনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকালেন তিনি। তারপর কি বুঝে তিনি আবার তাঁর কথার জের টেনে বললেন, 'হ্যাঁ, রোজি, তুমি তোমার স্বামীকে একটু বুঝিয়ে বলো, তোমার কথা তো ও শোনে, দেখ তুমি ওকে বোঝাতে পার কিনা!'

'শোনো রোজি?'

স্যার ড্যানিয়েলের ডাকে ফিরে এলো রোজি দরজার কাছ থেকে।

'আমাকে আরও কিছু কি বলবেন?'

'হ্যাঁ, বসো।' রোজি চেয়ারে ফিরে আবার বসতেই তিনি বললেন, 'ডেভিডের এখানে থাকার ব্যাপারে তোমার মতামত তো জানা হলো না। তা তুমি কি বলো?'

'আমি আর কি বলবো, আমি তো এ বাড়ির বৌ, তাছাড়া আপনার যখন ইচ্ছে—'

'তবু তোমার মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই জানার খুব ইচ্ছে, তোমার চিন্তা-ভাবনা কি বলো?'

'আপনার প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে বাবা।'

'ব্যাস, এতেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি আমার ভার অনেকটা লাঘব করে দিলে। আমি খুব খুশি রোজি। তুমি এখন যেতে পারো। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, ডেভিড আর তার স্ত্রী প্যাট্রি-সিয়াকে ডেকে দিও। ওদের সঙ্গেও কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, আমি এখনি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

রোজি চলে যাওয়ার পর ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসলেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন। স্বভাবতই এখন তাঁর চিন্তা হলো ডেভিডকে নিয়ে। কুড়ি বছর আগে ডেভিড এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে ডেভিডের খুব মনোমালিন্য হয়। উপলক্ষ তার মা। ডেভিডের অভিযোগ, তাঁর অবহেলার দরুণই ভ্যালেরি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ডেভিডের অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু ভ্যালেরির একগুয়েমি, জেদ, সর্বোপরি তাঁর বিরুদ্ধে অহেতুক সন্দেহ, দুর্নাম রটানোটাও বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু ঠিক কি কারণে যে ভ্যালেরি আত্মহত্যা করে-ছিল, সে কথা কাউকে বলা যায় না, ডেভিডও জানে না। তবে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে সে। আর তার সেই সন্দেহ নিরসন করার কোনো চেষ্টা তিনি করেন নি। কারণ তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, সেটা করা মানেই উপর দিকে থুতু ফেলার মতো সেই থুতু তো নিজের গায়েই পড়বে শেষ পর্যন্ত। তাঁর অবস্থা তখন কতকটা কিল খেয়ে কিল হজম করার মতো। ডেভিড তার মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ না জেনেই অকারণ তাঁর উপর দোষারোপ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

সেই ডেভিড দীর্ঘ কুড়ি বছর পর আবার বাড়ি ফিরে এসেছে, হয় তো নিজের ভুল বুঝতে পেরে, কিংবা তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি পেয়ে সে তার মত পরিবর্তন করে থাকবে। তবে এখন কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ও এখানে চিরদিনের জন্য বসবাস করতে এসেছে, নাকি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দু'চারমাস থাকার পর আবার সে ফিরে যাবে তার নিজের

জীবনে। আর ওর জীবন মানেই তো ছন্নছাড়া জীবন! স্যার ড্যানিয়েল চান না ডেভিডের জীবনটা ঐভাবে চিরদিন থাকুক। তিনি চান, ও স্থিতি হয়ে এক জায়গায় বসবাস করুক। আর এই জন্যই তো তিনি তাঁর আগের উইল বদল করে এ বাড়িতে ডেভিডের থাকার অধিকার আইনসিদ্ধ করতে চান। মনে হয় ডেভিড তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা জানলে তার মনে এখনো যে একটু দ্বিধাবোধ আছে, সেটা কেটে যাবে শেষ পর্যন্ত। এবং সে এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য রাজী হয়ে যাবে। তাকে তাঁর শেষ উইলের প্রস্তাবটা শোনানোর জন্যই তিনি এখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন।

দরজা খোলার শব্দ হতেই তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে প্রথমে ডেভিডকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। তার পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল প্যাট্রিসিয়া।

বৃদ্ধ ড্যানিয়েল তাঁর সামনের দুটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন ওদের।

মুৎসই ভাবে চেয়ারে উপবেশন করে স্যার ড্যানিয়েলের মুখের দিকে তাকালো ডেভিড। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে এই প্রথম পিতা-পুত্রের চাক্ষুস মিলন ঘটতে দেখা গেলো। কারোর চোখের দৃষ্টিতেই কোনো রকম ঘৃণা নেই, নেই ক্লেদ, গ্লানি কিংবা অভিযোগ। বিশেষ করে ডেভিডের চোখে। তার চোখের তারায় এখন শান্ত নিবিড় ছায়া বিরাজ করছিল।

'বাবা, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'হ্যাঁ', বৃদ্ধ ড্যানিয়েল আবার তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমার চিঠিতে তো সব খুলেই জানিয়েছিলাম। এখন বলো, তুমি কি ঠিক করলে?'

'আপনি আমাকে এখানে থাকার কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আমি এখানে সম্মানের সঙ্গে যদি থাকতে পাই, কেন থাকব না, না থাকার তো কোনো কারণ নেই?'

'হ্যাঁ, সে কথা আমিও জানি', স্যার ড্যানিয়েল মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'সেই মতো আমাদের পারিবারিক

ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জকে খবর দিয়েছি, আজ রাত্রেই তার এখানে আসার কথা, ডিনারের পর। আমি আমার আগের উইল বদল করতে চাই। নতুন উইলে এডওয়ার্ড আর তোমার মধ্যে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আর আমার ব্যাংক ব্যালেন্স সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাই। তাতে তুমি রাজী তো?'

'এ তো খুব উত্তম প্রস্তাব বাবা, এর থেকে ভাল সম্মান আমার কি হতে পারে বলুন?'

'তাহলে তুমি খুশি তো?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি খুশি।' বলল ডেভিড।

'তুমি আমাকে একটা চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার করলে ডেভিড। কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবা?'

'এডওয়ার্ড-এর আপত্তি আছে এতে।'

'মানে, সে আমাকে তোমার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে মেনে নিতে চায় না, এই তো?'

'হ্যাঁ, মানে ঐ রকম আর কি!'

'তুমি কি বললে?'

'আমার প্রস্তাব তো ও সরাসরি নাকচ করে দিয়ে গেলো। তবে রোজিকে বলেছি, ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানোর জন্য। দেখি, ওর সুমতি হয় কিনা!'

'আর না হলে, তুমি কি তোমার আগের উইল বহাল রাখবে?'

'না, তবে আমার যে এখন ভীষণ ভয় করছে ডেভিড।'

'কেন, তোমার ভয় কিসের বাবা?'

'যতক্ষণ না নতুন উইল করতে পারছি, এ ভয় থেকেই যাবে।'

'কেন ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জ তো আজ রাতেই আসছেন। উনি এলে তখন তোমার আর কোনো ভয় থাকবে না, এ আমি বলে দিতে পারি।'

'তা পারো', আমিও তাই মনে করি। মাথা নেড়ে স্যার ড্যানিয়েল বলেন, 'কিন্তু তার আগে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়?'

'জল অতদূর পর্যন্ত গড়াবে বলে আমার মনে হয় না বাবা।' ডেভিড তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'তুমি নিশ্চিত থাক। আজ রাতের পর কেন, এখনো বেশ কয়েক সহস্র রজনী তুমি আমাদের

সঙ্গে এভাবে গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'পারলেই ভাল, তা না হলে', স্যার ড্যানিয়েল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার জন্যই যা দুঃখ আমার। নতুন উইল করার আগে যদি আমার কিছু অঘটন ঘটে যায়, তোমার কথা ভেবে মরেও আমি শান্তি পাবো না।'

'আপনি অহেতুক মনে কষ্ট পাচ্ছেন বাবা, মনে ভরসা রাখুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ডেভিড বলল, 'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'না, আপাততঃ নেই, স্যার ড্যানিয়েল বলেন, 'তবে রাতে ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জ এলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে তুমিও তাঁর সামনে হাজির থেকো বুঝলে!

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। 'তাহলে আমরা এখন যাই!'

'তুমি যাও', তবে, প্যাট্রিসিয়ার দিকে ফিরে স্যার ড্যানিয়েল বললেন, 'ও এখন কিছুক্ষণ এখানে থাকবে।'

'তোমাদের বিয়ের সময়, ওকে আমি কিছু দিতে পারিনি। ভাবছি আজ ওকে তোমার মায়ের কিছু গহনা দেবো।'

'বেশ তো, ও সব তো মেয়েলী ব্যাপার, ও থাক আমি চলি।' ডেভিড ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অতঃপর।

প্রায় মিনিট খানেক পরে প্যাট্রিসিয়ার উদ্দেশে বৃদ্ধ ড্যানিয়েল বললেন, 'এই চাবিটা নাও প্যাট্রিসিয়া, লোহার সিন্দুক খুলে প্রথম তাকে দেখবে একটা বড় সাইজের বাক্স আছে, ওটা নিয়ে এসো তো!'

প্যাট্রিসিয়া উঠে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুলল ড্যানিয়েলের দেওয়া চাবি দিয়ে। জানাটা খুলে তাঁর নির্দেশ মতো সিন্দুকের উপরের তাক থেকে বড় বাক্সটা বার করে তাঁর কাছে গিয়ে টেবিলের উপর সেটা রাখল।

স্যার ড্যানিয়েল প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাক্সটা খোলো।'

ধীরে ধীরে বাক্সের তালাটা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো প্যাট্রিসিয়া। 'এত সব দামী দামী হীরের গহনা!' নিজের মনে বলল সে, কম করেও কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড দাম হবে এগুলো। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিষ্ঠুর

ভাগ্যের প্রতি ধিক্কার দিলো।

প্যাট্রিসিয়ার মনে পড়ল, তার বাবা পিটার ম্যাণ্ডিজ ছিলো স্যার ড্যানিয়েলের বিজনেস পার্টনার। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার বাবার সঙ্গে প্রথম হীরের ব্যবসা ফেঁদে বসেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন। তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিলো – নেলসন ম্যাণ্ডিজ জুয়েলার্স।' তার খুব ছেলেবেলার ঘটনা। পুরো ঘটনা তার মনে নেই। সবই অস্পষ্ট আজ। তবে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে তার। সেদিন সকালে তার বাবা যথারীতি ন'টার সময় তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে যান। ফেরার কথা সন্ধ্যার সময়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে রাত হওয়ার পরেও বাবাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন তার মা। প্যাট্রিসিয়া ছিলো তার বাবা মা'র একমাত্র সন্তান ফোনে মা'ই কেবল বাবার খোঁজ নিচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি ফোন। করে বাবার পার্টনাব ডেভিডের বাবা স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের বাড়িতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, সেদিন তার বাবা নাকি অন্যদিনের থেকে একটু আগেই কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন বিকেল চারটে হবে। তারপরের কথা স্যার ড্যানিয়েল আর বলতে পারেন না। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন স্থানীয় হাসপাতাল এবং পুলিশ স্টেশনে খোঁজ করার জন্য, যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে থাকেন তিনি, তাহলে তাদের কাছে খবর থাকতে পারে। না, হাসপাতালে সেদিন কোনো পথ দুর্ঘটনার কেস যায় নি। তবে গভীর রাতে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর এসে হাজির। মা'র সঙ্গে তার কিসের কথা হয় নিচু গলায়, তাদের সব কথা সে ভাল শুনতে না পেলেও তাদের কথা বলার ধরণ এবং হাব ভাব দেখে প্যাট্রিসিয়া বুঝতে পারে, তার বাবা আর বেঁচে নেই। আর তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তিনি খুন হয়েছেন নৃশংস ভাবে শহরতলীর একটা নির্জন জায়গায়।

পরে খুনের কেস বেশ কিছুদিন চলে। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ অভাবে বাবার মৃত্যুর মামলা বাতিল করে দেয় মহামান্য আদালত। এবং পুলিশও সেই কেসটা "অসমাপ্ত" আখ্যা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। আর তারপর থেকেই প্যাট্রিসিয়ার জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। তখন তার কতই বা বয়স হবে? বড় জোর ষোলো কিংবা সতেরো।

সেই অল্প বয়সেই সে তাদের সংসারের সব ভার মাথায় তুলে নেয়। পরে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ডেভিডের সঙ্গে তার আলাপ একটা বারে। প্যাট্রিসিয়া তখন সেই বারে নর্তকীর কাজ করত। আর সেই বারেই ডেভিডের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়, এবং প্রথম পরিচয়েই পরিণয়ে পরিণত হয় শেষ পর্যন্ত।

বিয়ের পরেই প্যাট্রিসিয়া তার মা'র কাছ থেকে জানতে পারে তার বাবার খুনী কে! কিন্তু সেই খুনী এতই চতুর যে, সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলো। আর সেই কারণেই তার বাবার খুনের কেসটা পুলিশ ধামা-চাপা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাবার খুনীর অন্বেষণ আজও শেষ হয়নি, আজও সেই খুনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্যাট্রিসিয়া!

'প্যাট্রিসিয়া!'

স্যার ড্যানিয়েলের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো প্যাট্রিসিয়া।

'হ্যাঁ, বলুন!'

'এর মধ্যে থেকে যে সব অলঙ্কার তোমার পছন্দ, নিতে পারো।'

ইচ্ছে তো হয় সব অলঙ্কার গুলোই নিয়ে নিই, মনে মনে বলল প্যাট্রিসিয়া। এ সবই তো আমার। আমার প্রাপ্য। কিন্তু তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ আলাদা। ভয়ঙ্কর চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে বলল সে, 'এ সবের কোনটার প্রতিই আমার বিন্দু মাত্র লোভ নেই বাবা। তাছাড়া ডেভিডের বিনা অনুমতিতে আমি তো নিতে পারব না।'

'এখানে ডেভিডের প্রসঙ্গ আসে কেন!' বললেন স্যার ড্যানিয়েল। 'এসব তো আমার উপার্জিত। সেই আমি তোমাকে দিচ্ছি, কেন তুমি নেবে না।'

'না বাবা, তা হয় না,' অনীহা প্রকাশ করে প্যাট্রিসিয়া বলল, 'আমাকে মাপ করবেন, এ আমি নিতে পারব না।' উঠে দাঁড়াল সে। তারপর সে দাঁড়াল না সেখানে। এক রকম ছুটেই চলে এলো সেখান থেকে সে।

ওদিকে প্যাট্রিসিয়া স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে বেরুনোর প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহন গ্রেস্টান এসে ঘরে ঢুকল।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যার ?' বৃদ্ধ ড্যানিয়েলের সঙ্গে করমর্দন করে মাইকেল বলল, 'কি ব্যাপার ? অসময়ে আমার ডাক পড়ল ?

'অসময়ে নয় মাইকেল, তুমি আমার ছেলের মতো, তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করবো না। ক্লান্ত, বিষণ্ণ গলায় বললেন বৃদ্ধ ড্যানিয়েল, 'আমার আশঙ্কা, আমি বোধ হয় খুন হতে পারি। এবং আজ রাতেই ! তাই তোমাকে আগাম বলে রাখছি, রাত ন'টায় আমার ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জ আসছেন, আমি আমার নতুন উইল করাতে চাই তাকে দিয়ে। মনে হয় তার আগেই আমি খতম হয়ে যেতে পারি। তাই বলছি, তুমি ঠিক ন'টার সময় এখানে এসো। তখন তুমি আমার পাশে থাকলে, আমি অনেক ভরসা পেতে পারি। অতএব ঐ কথা রইল। তুমি এখন যেতে পারো। ও. কে. !'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মাইকেল বলল, 'ঠিক আছে স্যার, আপনার কথা মতোই আমি আজ ঠিক রাত ন'টার সময় আপনার কাছে ফিরে আসছি। আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। ঠিক সময়ে আমি এসে পড়ব। খুনী আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।'

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহন গ্রেস্টান স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে পা দিতেই খানসামা টমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। টম তাকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। দু'একবার পুলিশের এই অফিসারটিকে সে এ বাড়িতে আসতে দেখেছে। কিন্তু তাঁর আজকের আসাটা যেন কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। মিঃ এডওয়াড তাকে বলে রেখেছিল, পুলিশের কেউ এলে একটু নজর রেখো। মাইকেল আড় চোখে তাকে একবার দেখে নিতে ভুলল না। লোকটা আড়ি পাতছিল নাকি ? কেমন যেন সন্দেহ হলো তার।

টমের কাছে এসে সে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ?'

'এমনি দাঁড়িয়েছিলাম।'

'এমনি দাঁড়িয়েছিলে ? চালাকি পেয়েছ ? বেশি বেয়াদপি করলে পুলিশ স্টেশনে চালান করে দেবো !'

'কেন, আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে, আমাকে লক্-আপ রুমে থাকতে হবে?'

'এখন হয়তো করনি। ভবিষ্যতে যে করবে না, তার কি গ্যারাণ্টি বলো?' মাইকেল এবার ফিস্ফিসিয়ে বলল, 'আমি এখানে কেন এসেছিলাম, যদি এ বাড়ির কেউ জিজ্ঞেস করে বলবে, দুঃস্থ পুলিশ ফাণ্ডে চাঁদা আদায় করার জন্য এসেছিলাম, বুঝলে?'

'হ্যাঁ বুঝলাম।' টম তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'আপনি যা যা বলতে বললেন তাই বলব।'

'হ্যাঁ, তাই বলো!' কতকটা হুকুমের মতো বলে বিদায় নিলো সে সেখান থেকে।

স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের বয়স হয়েছিল। সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনি নৈশভোজ সেরে নেন একা একা তাঁর ঘরে বসেই। খানসামা টম তার নৈশভোজ পেঁৗছিয়ে এসেছিল। আর নৈশভোজ সমাধা করার পরেই ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল গ্রেস্টান এসেছিল তাঁর বাড়িতে।

তারপর রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় নেলসন পরিবারের দুই পুত্র এবং তাদের বধূরা ডাইনিং রুমে চলে আসে নৈশভোজ সমাধা করার জন্য। ন'টা বাজতে দশ মিনিটের সময় তাদের নৈশভোজ পর্ব সারা হয়ে যায়। বাড়ির মেয়েরা বলতে রোজি এবং প্যাট্রিসিয়া ড্রইংরুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কফির জন্য। এডওয়ার্ড এবং ডেভিড ডাইনিংরুমে বসে থাকে—সেখানেই দুই ভাই বহুদিন পরে গল্পগুজব করতে করতে কফি পান করতে থাকে। তাদের সঙ্গে ছিলো আরো একজন আগন্তুক, ফিলিপ হোমস—প্রাইভেট ডিটেকটিভ - নেলসন পরিবারের পরিচিত, বয়স চল্লিশোর্ধ। দীঘল চেহারা, তার চোখের তারায় দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার ছায়া স্পষ্ট। এডওয়ার্ডদের পরিচিত হলেও কেন যে সে আজ হঠাৎ তাদের ডিনারে যোগ দিলো কেউ জানে না। কেবল বৃদ্ধ ড্যানিয়েলের কাছ থেকে খানসামা টম নির্দেশ পায়, আজ নৈশভোজে একটা বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য। আজ বিকেলে এডওয়ার্ড ও ডেভিডদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ঠিক অব্যবহিত পরেই স্যার ড্যানিয়েল ফোন করে ফিলিপকে এখানে

আসতে বলেন। ফিলিপের সঙ্গে ফোনে তার আর কি কথা হয়েছিল এখানকার কেউ জানে না। তবে ফোনে সেই কথা হওয়ার পর স্যার ড্যানিয়েলের সঙ্গে ফিলিপের সাক্ষাৎকার এখনো ঘটেনি।

এক সময় সেই ফিলিপও ডাইনিংরুম থেকে উঠে প্রথমে হল-ঘরে, পরে কোথায় যে সে যায় এডওয়ার্ড কিংবা ডেভিড, কেউই নজর করেনি। এডওয়ার্ডও একটু পরে ফোন করার জন্য তার ঘরে চলে যায়। তখন ডাইনিংরুমে একা একা বসে থাকে ডেভিড।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টায় স্যার ড্যানিয়েলের একতলার ঘর থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। সেই সঙ্গে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ওলট-পালট হওয়ার শব্দ—তাঁর ঘরে তখন ভূমিকম্পন হচ্ছিল যেন।

শব্দটা শোনা মাত্র সবাই তখন ছুটল স্যার ড্যানিয়েলের ঘরের দিকে। সবার আগে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ হোমস। তারপর একে একে প্যাট্রিসিয়া, রোজি, ডেভিড এবং সবার শেষে এলো এডওয়ার্ড। আর সবাইকে বিস্মিত করে সেখানে এসে হাজির হলো লিভারপুল পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহন গ্রেস্টান। মাই-কেলকে দেখে নেলসন পরিবারের সদস্যারা তো বিস্মিত হলোই, সেই সঙ্গে ফিলিপ হোমস। ফিলিপ তাকে চিনত না। তবে তার নাম সে শুনেছে অনেক। ফিলিপ বিস্মিত হলো লোকটার চেহারা দেখে—মাইকেল যেন তার চেনা লোক, কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে এর আগে, এই মুহূর্তে ঠিক খেয়াল করতে পারছে না। ফিরে সে একবার ডেভিডের দিকেও তাকাল। আশ্চর্য ডেভিডের সঙ্গে এক অদ্ভুত মিল রয়েছে তার। সেই দীঘল চেহারা, সেই মুখ। সেই চোখ। তফাত শুধু—ডেভিডের গোঁফ নেই, কিন্তু মাইকেলের পুরু গোঁফ।

এডওয়ার্ডই প্রথমে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনি এখানে? আমরা আপনাকে ফোন করব ভাবলেও এখনো করিনি। তার আগেই আপনি—'

স্যার ড্যানিয়েল আজ সন্ধ্যায় আমাকে এ সময় আসতে বলে-ছিলেন। তাই ওঁর কথা মতোই চলে এসেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, আপনারা সবাই স্যার ড্যানিয়েলের ঘরের সামনে

জমায়েত হয়েছেন দেখছি। ব্যাপার কি? তিনি কি তাহলে…'

'হ্যাঁ, আমাদের আশঙ্কা সেই রকমই, একটু আগের সেই ঘটনার কথা সংক্ষেপে তাকে বলল ডেভিড।

'হুঁ!' গম্ভীর হয়ে বলল মাইকেল। আজ সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল, স্যার ড্যানিয়েল ঠিক এই রকমই একটা আশঙ্কা করে আমাকে বলেছিলেন, আমার জীবন বিপন্ন। বৃদ্ধ আরো বলেছিলেন, "মিঃ গ্রেস্টান যত টাকা লাগে আমি আপনাকে দেবো, আপনি আমাকে বাঁচান। অন্তত আজ রাতটুকু আমার ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জ আসা পর্যন্ত। ওঁকে দিয়ে আজ আমি একটা নতুন উইল করাতে চাই—'

কিন্তু ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল জোহন গ্রেস্টানের নির্দেশে দরজা ভাঙ্গতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর ঘরের ভেতরে। আর ঘরে ঢোকামাত্র সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অভূতপূর্ব দৃশ্য। ঘরের সব আসবাবপত্র ওলট-পালট এবং বৃদ্ধ ড্যানিয়েল নেলসনের রক্তাক্ত দেহটা ঘরের মেঝের উপর পড়ে রয়েছে, মেঝের উপর রক্তের স্রোত। লোহার সিন্দুকটা খোলা, উপরের তাক থেকে গহনার বাক্সটা উধাও।

স্যার ড্যানিয়েলের রক্তাক্ত দেহটা দেখে তাঁর দুই পুত্র এবং দুই বধূ বিস্ময়ে হতবাক। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না, কেবল এ ওর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চায়ি করতে থাকে। অবশেষে এডওয়ার্ডই প্রথম কথা বলল, মাইকেলের উদ্দেশে, 'এ কেমন করে সম্ভব হলো মিঃ গ্রেস্টান। আমাদের বাবাকে কে খুন করল এমন নিষ্ঠুর ভাবে?'

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল জোহন গ্রেস্টান স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের খুনের তদন্তের কাছ শুরু করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তার আগে সে তার পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে পুলিশ ডাক্তার, ফটোগ্রাফার এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশষজ্ঞকে পাঠিয়ে দিতে বলে। আধঘণ্টার মধ্যে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে তদন্তের কাজে যোগ দিলো।

খুনী অতি চতুর। কোনো ক্লু-ই রেখে যায়নি। তবে প্যাট্রিসিয়া প্রথম ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর থেকে একটা অস্বাভাবিক বস্তু

তুলে নিয়ে সেটা তার ব্লাউজের ভেতরে চালান করতে যেতেই বাধা পেলো মাইকেলের কাছ থেকে। 'উঁহু, ওটা আমাকে দিন। এই মুহূর্তে এ ঘরের সব কিছুই এখন পুলিশের দখলে থাকবে। কোনো জিনিষ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, বুঝলেন?'

ভয়ে ভয়ে সেই অস্বাভাবিক জিনিষটা মাইকেলের হাতে তুলে দিলো প্যাট্রিসিয়া কাঁপা কাঁপা হাতে। ফিলিপ হোমস নীরবে দূর থেকে দেখল সেই দৃশ্যটা।

তদন্তের কাজ সেরে স্যার ড্যানিয়েলের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করার পর ড্রইংরুমে ফিরে গিয়ে নেলসন পরিবারের সবার জবানবন্দী নেওয়ার ব্যবস্থা করল ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট মাইকেল জোহন গ্রেস্টান। ফিলিপ হোমস নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে সাহায্য করল এ ব্যাপারে।

একে একে সবার জবানবন্দী নেওয়ার পর ড্রইংরুম থেকে নেলসন পরিবারের সবাই চলে যাওয়ার পর নিভৃতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ হোমস-এর সঙ্গে আলোচনায় বসল ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট মাইকেল গ্রেস্টান।

'মিঃ হোমস, স্যার ড্যানিয়েলের খুনী হিসেবে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?'

'দেখুন, সন্দেহ তো আমার এ বাড়ির সবাইকেই হয়। মনে করতে হবে, শুধু স্যার ড্যানিয়েলই খুন হননি। সেই সঙ্গে তাঁর বহু মূল্যবান হীরে জহরতের অলংকারগুলোও চুরি গেছে। অতএব—'

'অতএব দেখা যাচ্ছে গহনা চুরি করতে এসে স্যার ড্যানিয়েলকে খুন করতে বাধ্য হয় তাঁর আততায়ী।' মাইকেল বলে, 'আর খুনী নিশ্চয়ই স্যার ড্যানিয়েলের অতি পরিচিত। এবং সেই কারণেই সে তাঁকে খুন করতে বাধ্য হয়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ফিলিপ বলেন, তবে একথাও ঠিক যে, স্যার ড্যানিয়েলের রক্তের সম্পর্কের কেউ একজনই তাঁকে খুন করেছে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান তাঁর দুই ছেলের মধ্যে কেউ একজন?' মাইকেল ফিলিপের কথার সূত্র ধরে বলে, 'হ্যাঁ তা

সম্ভব। আজ সন্ধ্যায় স্যার ড্যানিয়েল আমাকে তাঁর উইল বদল করার কথা বলেন। আজই রাতেই তিনি সেই কাজটা শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। এবং সেইমত ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জকে আসতেও বলেছিলেন তিনি। তিনি তার নতুন উইলে তাঁর ছোট ছেলে ডেভিডকে তাঁর অর্ধেক বিষয় সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে এডওয়ার্ড আপত্তি করে বলে তাঁর আগের উইলই বহাল রাখতে, যে উইলে এডওয়ার্ডকে তিনি তাঁর সব বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। অতএব এক্ষেত্রে এডওয়ার্ডকেই আমরা স্যার ড্যানিয়েলের হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারি।'

'কিন্তু তার বড় এ্যালিবাই হলো, যখন সেই ভয়ংকর চিৎকারটা উঠেছিল। সে তখন তার ঘরেই ছিলো। ফোন করছিল তার বন্ধুকে। 'আমি ঠিক বলছি কিনা বলুন ?'

'হুঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিল মাইকেল। তারপর সে আরো বলে, 'তাহলে কি ডেভিডই তার বাবার হত্যাকারী ? কারণ একটু আগে আপনি বলছিলেন, তাঁর রক্ত সম্পর্কের কোনো লোকই তাঁকে হত্যা করেছে যখন—'

'না তা সত্ত্বেও ডেভিড খুনী নয়। কারণ কেন সে তার বাবাকে খুন করতে যাবে ?' নতুন উইল হলে তারই তো বেশি লাভ হওয়ার কথা। বাবাকে খুন করলে নতুন উইল করা আর সম্ভব নয়। যেমন এখন সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এড-ওয়ার্ডই তার বাবার পুরনো উইলের ফলে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার এখন। ব্যারিস্টার মিঃ নেভিল জর্জও একটু আগে তাই বলে গেলেন। অতএব আমরা তাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে অনায়াসেই বাদ দিতে পারি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন কোনো রক্তের সম্পর্কের—'

'হ্যাঁ, আমার সেই সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও আমি সরে আসিনি। এখনো সেই কথাই আবার বলছি, তাঁর কোনো রক্তের সম্পর্কের লোকই তাঁকে হত্যা করেছে —'

'এডওয়ার্ড, ডেভিড কেউই যখন খুনী হতে পারে না, তাহলে রক্তের সম্পর্কের কেই বা আর রইল বলুন মিঃ হোমস ?'

'কেন তার পরেও কি কেউ থাকতে পারে না ?' পাল্টা প্রশ্ন করে ফিলিপ বলল, 'এখন আমাদের দেখতে হবে, মৃত স্যার

ড্যানিয়েলের চরিত্র কি রকম ছিল, মানে যৌবনে তিনি অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন কিনা।'

'স্যার ড্যানিয়েলের চরিত্র দোষ?' চমকে উঠল মাইকেল, 'অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্তি? এসব আপনি কি বলছেন মিঃ হোমস?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি মিঃ গ্রেস্টান। আমি জেনেছি। এ নিয়ে স্যার ড্যানিয়েলের স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো। এবং স্যার ড্যানিয়েল তাঁর প্রতি এমনি দুর্ব্যবহার করতেন যে, একদিন মিসেস নেলসন আত্মহত্যা করে বসেন। ডেভিড তার মায়ের এই অপমৃত্যুর জন্য তার বাবাকে দায়ী করে আজ থেকে বিশ বছর আগে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনাটাও আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, বুঝলেন মিঃ গ্রেস্টান?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তা করতে হবে—' আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবতে থাকে মাইকেল।

তার সেই ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফিলিপ জিজ্ঞেস করল, 'মিঃ গ্রেস্টান, স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে মিসেস প্যাট্রিসিয়া নেলসন যে বস্তুটি কুড়িয়ে নিয়েছিল, সেটা তো আপনার কাছেই আছে, দেখতে পারি একবার?'

'ও, হো নিশ্চয়ই!' পকেট থেকে সেই বস্তুটা বার করে ফিলিপের হাতে দিয়ে মাইকেল বলে, 'এ খুনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই, একটা ফাটা বেলুন মাত্র।'

তবু সেই ফাটা বেলুনটা উল্টে-পাল্টে দেখতে গিয়ে ফিলিপ বলে, 'মিঃ গ্রেস্টান, একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কি বলে গেছেন জানেন? ধুলোর মধ্যেও খুনের ক্লু পেয়ে যেতে পারেন আপনি। আর এটা তো সেই ধুলোর থেকেও শতগুণে বড়। যাইহোক, আপাতত এটা আমার কাছেই থাক। সেই সঙ্গে আজকের মতো আলোচনা এখানেই মুলতুবি থাক, কেমন?'

'ও কে.'

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল গ্রেস্টান চলে গেলেও ফিলিপ হোমস থেকে গেল সেখানে। কারণ সে ছিল নেলসন পরিবারের

একজন অতিথি।

পরদিন সকালে হল ঘরে একটা অয়েল পেণ্টিং-এর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক চোখে সেই ছবিটা দেখতে থাকে সে। স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের যৌবনের ছবি। এডওয়ার্ড তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আশ্চর্য, স্যার ড্যানিয়েলের যৌবনের চেহারার সঙ্গে একজনের কি অদ্ভুত মিল! এডওয়ার্ড নয়। ডেভিড নয়। কে, কে তাহলে সে? নিজের মনে বলতে বলতে সে ভাবতে থাকে, স্যার ড্যানিয়েলের গোঁফ নেই, কিন্তু সেই লোকটির গোঁফ আছে। খানিক পরে সেখানে ফিরে এসে একটা নকল গোঁফ সেই অয়েলপেণ্টিং-এ লাগানো মাত্র এবার একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ হোমস। সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে পাওয়া সেই ফাটা বেলুনের কথাটা।

সেইদিনই বিকেলে লিভারপুল পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো ফিলিপ। ডিটেকটিভ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ পিটার ম্যাথুসের সঙ্গে দেখা করল সে। মিঃ ম্যাথুস তাকে বেশ ভাল করেই চিনতেন। এর আগে অনেক খুনের কেসেও সে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

'বলুন মিঃ হোমস,' বললেন ডিটেকটিভ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ পিটার ম্যাথুস, 'স্যার ড্যানিয়েল নেলসন হত্যা রহস্যের ব্যাপারে কতদূর এগোলেন?'

'একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছি।'

'শেষ প্রান্তে মানে? খুনীকে আপনি চিহ্নিত করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।' স্যার ড্যানিয়েলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে ফিলিপের হাতে তুলে দিলেন তিনি।'

ফিলিপ রিপোর্টটার উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখল, স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যু হয়েছে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে। অথচ তাঁর চিৎকার শোনা যায় রাত ন'টার সময়। আর সেই চিৎকারটা কোনো মানুষের নয়। সে নিজের কানে শুনেছিল, সেটা ছিলো জানোয়ারের। কতকটা শুকের ছানার—তাকে জবাই করার সময় সে যেমন আর্ত চিৎকার করে, ঠিক সেই রকম। আর স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে একটা ফাটা বেলুনের সঙ্গে বাঁশি জাতীয় একটা

জিনিস পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাজারে চলতি বিভিন্ন জানোয়ারের কণ্ঠস্বরে আওয়াজ নকল করা হয় সেই বেলুন আর বাঁশির সাহায্যে তার পর থেকে বোঝা যায় যে, চতুর খুনী স্যার ড্যানিয়েলকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খুন করে আবার রাত ন'টায় ফিরে এসে পিছন দিকের বাগান থেকে তাঁর ঘরের জানালার সামনে এসে সেই বেলুনে হাওয়া ভরে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকবে। এবং বেলুনের হাওয়া সেই বাঁশির ভেতর দিয়ে বেরুতেই কাটা শুকর ছানার আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসে থাকবে। কিন্তু, এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—ঘরের আসবাবপত্র ওভাবে লণ্ডভণ্ড হলো কি করে? এরও উত্তর সে পেয়ে গেল—খুনী প্রথমে আসে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। গহনার বাক্সটা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার আগেই বৃদ্ধ ড্যানিয়েলকে হত্যা করে থাকবে সে। তারপর তার সঙ্গে করে আনা দড়ি দিয়ে ঘরের আসবাবপত্রগুলো বেঁধে রেখে গিয়ে থাকবে এবং দড়ির একটা প্রান্তভাগ জানালার সঙ্গে বেঁধে দেয়, পরে ন'টার সময় ফিরে এসে সেই দড়ির প্রান্তভাগ ধরে টান দিতেই আসবাবপত্রগুলো ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘটনাটা এই ভাবে মিঃ ম্যাথুসের কাছে ব্যাখ্যা করতেই তিনি তাকে সমর্থন করে বললেন, 'কিন্তু খুনীকে? সেটা বলুন!'

'হ্যাঁ বলছি', বলে থামল সে, সেই সময় ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল গ্রেস্টানকে ঘরে ঢুকতে দেখে। তার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিলিপ বলল, 'খুনী স্যার ড্যানিয়েলের রক্তের সম্পর্কের কোনো লোকের আর—'

'আর কি মিঃ হোমস?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ম্যাথুস।

'আর সে আপনারও ঘরের লোক।'

'আমার ঘরের লোক?'

'হ্যাঁ, গোয়েন্দার ছদ্মবেশে এখানেই বসে আছে সে।' মাই-কেলের দিকে ফিরে ফিলিপ এবার পকেট থেকে স্যার ড্যানিয়েলের একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো বার করে সেই ফটোর উপরে একটা ছোট্ট নকল গোঁফ লাগিয়ে মেলে ধরল মিঃ ম্যাথুসের দিকে। 'দেখুন তো এঁকে চিনতে পারেন কিনা?'

মিঃ ম্যাথুস অনেকক্ষণ ফটোটা ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু

হেসে বললেন, 'আরে এতো আমাদের মাইকেলের, এতো আমার সামনেই বসে আছে যে …'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা আসলে নিহত স্যার ড্যানিয়েলের যৌবনকালের তোলা ছবি !

'তার মানে ? কি বলতে চান আপনি ? তীক্ষস্বরে বললেন মিঃ ম্যাথুস।

'মিঃ মাইকেল গ্রেস্টান, স্যার ড্যানিয়েলেরই পুত্র। তবে অবৈধ। ও'র মাকে কেন্দ্র করেই স্যার ড্যানিয়েলের স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ ঘটে। এর ফলে তিনি আত্মহত্যা করেন। স্যান ড্যানিয়েলের বাড়ির হল-ঘরে এই ছবির একটা অয়েলপেণ্টিং দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আমি খুনীকে চিনতে পারি। তারপর নিহত ব্যক্তির চরিত্রের ব্যাপারে খবর নিতে গিয়ে জানতে পারি, তিনি ছিলেন বহু নারীর প্রতি আসক্ত, এবং মিঃ মাইকেল গ্রেস্টান ছিলেন তার সেই অসংযমের অবৈট ফসল। মাইকেলের দিকে ফিরে ফিলিপ আবার বলতে থাকে, অনেক দিন থেকেই তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে তাঁর অত্যাচারী অসংযমী বাবাকে হত্যা করা যায়। তাঁকে তাঁর পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া যায় এবং সুযোগটা এসে গেল লিভারপুল পুলিশ স্টেশনে বদলি হয়ে এসে। গোয়েন্দার বেশে তাঁর বাবার ঘাতকের কাজটা সারতে খুব বেশি অসুবিধেয় পড়তে হয়নি ওঁকে কি বলেন মিঃ গ্রেস্টান।'

এই সময় মাইকেল ঘর থেকে পালিয়ে যেতে গেলে তীব্র চিৎকার করে উঠলেন সুপারিনটেন্ডেণ্ট মিঃ পিটার ম্যাথুস, মিঃ গ্রেস্টান আপনাকে স্যার ড্যানিয়েল নেলসন হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো।

মাথা নিচু করে বসে পড়ে মাইকেল তার দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়। ম্যাথুস তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে ফিলিপের দিকে প্রশংসার চোখে তাকালেন।